সংযম-প্রচারে

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষাহারং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

॥ ৩.০০ টাকা]　　　　[মাশুলাদি স্বতন্ত্র ।

নিবেদন

অনেক বৎসর পূর্ব্বে (সম্ভবতঃ চল্লিশ বৎসর আগে) Earnest James নামক এক ইংরাজ যুবক লিখিয়াছিলেন,—

"It was a shining morn when I was reborn in the teachings of the great master Swami Swarupananda Paramhansa. ....He is the teacher that the world needs today."

"এক কিরণময়ী উষায় আমি মহান্ আচার্য্য স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের নৈতিক শিক্ষায় নবজন্ম লাভ করি।............জগতে আজ তাঁরই মত উপদেষ্টার প্রয়োজন।"

বছর চল্লিশেক পূর্ব্বে "সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ" পুস্তিকার প্রথম প্রচারকালে শ্রীআর্ণেষ্ট জেম্‌সের উক্ত উক্তি আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।

বছর দশ বারো আগে বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা শ্রীমতী ডাঃ ভার্জ্জিনিয়া মূরের লিখিত "The Whole World Stranger" নামীয় বিশ্ব-ভ্রমণের কাহিনী-গ্রন্থ স্বল্প সময়ের জন্য দৈবক্রমে আমাদের হস্তগত হয়। তাহাতে দেখা যায়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেখিকা যে ৬৪ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম্পর্কেই তিনি চারি পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। দুই একটী উক্তি উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা,—

"A person lives in his voice (page 168)— "তাঁহার কণ্ঠস্বরে রহিয়াছে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।"

"What Swami Swarupananda Parambansa said was less important than how he said it, backing up under-writing each statement with that he was" (page 169)—তিনি কি কথা বলিয়াছেন, তার চেয়েও তিনি কি ভাবে বলিয়াছিলেন, তাহাই ছিল বেশী লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি বাক্য যেন তাঁহার উচ্চস্তরে স্থিতির জীবন্ত প্রমাণ স্বরূপ নির্গত হইতেছিল। তিনি কি, তাহাই প্রতিটী কথায় স্ফুরিত হইতেছিল।

"There was no doubt about it ; This bachelor was transparently, overflowingly, invincibly happy, his out-giving tremendous" (page 169) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এই চিরব্রহ্মচারী পরম আনন্দের অধিকারী। যে আনন্দ দুকূল প্লাবিয়া যায়, যে আনন্দ স্বচ্ছ, যে আনন্দ সকলকে জয় করে। তাঁহার আত্মস্ফূর্ত্তি কল্পনাতীত বিশাল।

"It was clear that, in spite of an education so thorough, it included all the physical sciences as well as all types of yoga, the man had kept an innocent heart" (page 169)—ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, সর্ব্বপ্রকারের জড়-বিজ্ঞানে এবং সর্ব্বপ্রকার যোগশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মানুষটি একটী নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক জীবন বহন করিয়া চলিয়াছেন।

"During the next few days his wisdom was remembered like piano-chords underneath a running melody" (page 170)—ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী দিন আমরা তাঁহার জ্ঞানকে এমন ভাবে স্মরণ রাখিতে বাধ্য হইলাম, যেন চলন্ত রাগিণীর অলক্ষ্যে পিয়ানোর তারও বাজিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গ এই প্রথিতযশা আমেরিকান লেখিকাকে এমন ভাবে অভিভূত করিয়াছিল যে, ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আমরা দেখিতেছি, দক্ষিণ ভারতের এক মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের চরণ দর্শন করিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"Man of Wisdom" and "Holy Man"; were the terms considered synonymous? If so, this holy man (of South India) bore little outward resemblance to that of the holy man, Swami Swarupananda Paramhansa. For this one did not smile; this one looked as if he had lived a long time in the desert. (page 206), ["The Whole World Stranger", Virginia Moore, The Macmillan Company, New York, 1957]

বছর পঁচিশেক পূর্ব্বে ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে অবস্থিত যমুনা-মা আশ্রমের একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক শ্রীমৎ নাড়ুগোপাল ব্রহ্মচারী পুপুন্‌কী আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতি অতীব ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি পুপুন্‌কী আশ্রমে কিছু দীর্ঘসময় অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে বসিয়া বসিয়া একটি ভাল কাজ করেন। কাজটি আর কিছুই নহে,—"সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ" পুস্তিকার পুনঃ-সম্পাদন। পুস্তিকার কলেবর ইহাতে

বর্দ্ধিত হয়। তাহাই আমরা চল্লিশ বৎসর পরে পুনরায় মুদ্রণে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রথমে ইহা "প্রতিধ্বনি"র মারফৎ প্রচারিত হইবে এবং তৎপরে পুস্তকাকারে দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে বাহির হইবে।

এই পুস্তিকা প্রচারের প্রয়োজন আছে। একদা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব দেশ হইতে দেশান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া তরুণ কিশোরদের কল্যাণের জন্য যে ব্রহ্মচর্য্য-বাণী অবিশ্রান্ত বিক্রমে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে তৎপরবর্ত্তী যুবকদের জীবনের গতি উন্নতিমুখিনী করিয়াছিল, ইহা তাহার অতিরঞ্জনবর্জ্জিত জলন্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস পরবর্ত্তিগণের স্মরণের ও মননের প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশের নৈতিক জীবনের বর্ত্তমান অবস্থা কি, ইহা প্রত্যেকেই জানেন। সকলেই প্রতীকারের পথ খুঁজিতেছেন। ধৈর্য্য ধরিয়া পূর্ব্বাচার্য্যের প্রদর্শিত পথের পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রয়োজন কাহারও কাহারও অন্তরে নিশ্চয়ই অনুভূত হইতেছে। তাঁহারা এই পুস্তিকাপাঠে উৎসাহিত বোধ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন।

পরিশেষে স্বর্গীয় নাড়ুগোপাল ব্রহ্মচারীর পুণ্যকথা নিবেদন করিব। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর এক পরমানুগৃহীতা শিষ্যা ছিলেন ঢাকার শ্রীশ্রী যমুনা মাঈ। ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপাল তাঁহারই পরম আদরের আধ্যাত্মিক সন্তান। পূর্ব্বনাম বা পরিচয় নাড়ু গোপালের কি ছিল, আমরা জানি না। বিনয়ে নম্র, স্বভাবে অমায়িক, সর্ব্বদা সাধনে তৎপর, এই অনিন্দক ও অনিন্দ্য মহাপুরুষটি শ্রীশ্রীবাবামণির ঢাকা সহরে ধারাবাহিক বক্তৃতাবলি দান করিবার সময়ে তাঁহার সংশ্রবে আসেন। সেই হইতেই শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতি তাঁহার অপরিসীম

অনুরাগ জন্মে। শ্রীশ্রীবাবামণির পুণ্যময় সঙ্গ সর্ব্বদাই তাঁহাকে নিজ ইষ্টে লগ্ন হইবার প্রেরণা দিয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপালজীর প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম। ইতি—বৈশাখ, ১৩৮৪

অযাচক আশ্রম।
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

বিনীত নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী,
স্নেহময় ব্রহ্মচারী।

ওঁ

সংযম-প্রচারে

স্বরূপানন্দ

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের সন্নীতি প্রচারের প্রশংসনীয় চেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের দেশের সজ্জনেরা কে কোথায় কি ভাবিয়াছেন, আমরা নিম্নে মাত্র তাহারই আভাস প্রদান করিব। যতস্থানে স্বামীজী গিয়াছেন, স্বল্প পরিসরে সব স্থানের বৃত্তান্তই বলা সম্ভব হইবে না, যত ব্যক্তি তাঁর ওজস্বিনী উপদেশবাণীতে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিজ নিজ মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সকলের লেখা এবং সবটুকু লেখাই প্রকাশিত করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীমৎ স্বামীজী ১৩৩৮ সালের ১৩ই বৈশাখ তারিখে ত্রিপুরা জেলান্তর্গত দুইরা বি, এন্, স্কুলে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেদিন রবিবার থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেষ্টায় সকল ছাত্র উপস্থিত ছিল, পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রামের হিন্দুমুসলমান ভদ্রলোকদের ত' কথাই নাই। এই সম্বন্ধে ২০-৩-৩৪ ইং তারিখের এক পত্রে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

"After the completion of his long Vow of Silence for one year, Paramhansa Sreemat Swami Swarupanandajee Maharaj delivered his second

public utterance before the students of my school on the 26th February 1932. His was a moral discourse on how to build the structure of life on a solid basis of Brahmacharyya. Fluent in delivery and exquisite in style his speech was inspiration incarnate. The staff and the students shall ever remember his holy visit to our school with deep reverence and unfathomable veneration. It was a speech that stirred the noblest sentiments of the heart from its very depths."

(বঙ্গানুবাদ)

"সম্বৎসর-ব্যাপী মৌনব্রত উদ্‌যাপনান্তে পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা আমার বিদ্যালয়েই প্রদান করেন। ব্রহ্মচর্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে জীবন-প্রাসাদ কেমন করিয়া গড়িতে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার বক্তব্য বিষয়। তাঁহার বক্তৃতা ভাষা-বিন্যাসে অনর্গল, ভঙ্গীতে অতুলনীয় এবং জীবন্ত প্রেরণা-স্বরূপ হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রবর্গ তাঁহার পবিত্র পদার্পণকে গভীর শ্রদ্ধা এবং অপরিমেয় ভক্তি সহকারে স্মরণ রাখিবে। তাঁহার বক্তৃতা প্রত্যেকের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে শ্রেষ্ঠতম সদ্‌বৃত্তি সমূহকে স্ফুরিত করিয়া তুলিতেছিল।"

ইহার ছয় মাস পরে একই পত্রলেখক লিখিতেছেন,—

"ভাবিয়াছিলাম একটা বক্তৃতার ফল আর কতটুকু হইবে কিন্তু এই ছয়মাসে প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, ফল যথেষ্টই হইয়াছে,—বরং আশাতীত হইয়াছে বলিতে হইবে, একটা প্রত্যাশা

করি নাই। ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে নিয়মিত ব্যায়ামের অনুশীলন হইতেছে এবং শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রায় প্রত্যেকেই মনোযোগী হইয়াছে।”

১৪ই বৈশাখে স্বামীজী ত্রিপুরান্তর্গত বাঙ্গরা আগমন করেন। রায় বাহাদুর রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার এবং উমালোচন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। বক্তৃতা দানের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে বাধ্য করেন। পরবর্ত্তী আর এক সময়ে এই ১৩৩৮ সালেরই ১৮ আষাঢ় তিনি পুনরায় বাঙ্গরা হাইস্কুলে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মজুমদার, এম-এ, বি-এল মহাশয় ইং ২৪-৩-৩৪ তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

“Srijut Swami Swarupananda of Pupunki-Brahmacharya-Ashrama, delivered two illuminating lectures to the boys on ‘Brahmacharya’ on two occasions. His speeches were much attractive and appealing owing to his mode of delivery, the elegance and simplicity of the language used and his well-reasoned arguments. Moral teaching is a crying need of the hour,—so his speeches were highly appreciated by all present.”

(বঙ্গানুবাদ)

“পুপুনকী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের শ্রীযুক্ত স্বরূপানন্দ স্বামীজী ছাত্রদের সমক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দুইবার দুইটী জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তাঁহার বিচার-সঙ্গতি-পূর্ণ যুক্তিপরম্পরা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ-সৌষ্ঠব এবং বক্তৃতাদানের ভঙ্গী তাঁহার উপদেশসমূহকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর করিয়াছিল। নৈতিক শিক্ষা বর্ত্তমান যুগের এক অতি প্রয়োজনীয় অভাব,—এজন্য উপস্থিত প্রত্যেকেই তাঁহার বক্তৃতায় নিজেদিগকে উপকৃত মনে করিয়াছিলেন।"

উক্ত তারিখের তিন চার মাস পরে রায় বাহাদুর রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার মহাশয় তাঁহার ব্যক্তিগত এক পত্রে জানান,—"শ্রীশ্রীস্বামীজীর অসাধারণ বাগ্মিতার ফলে যে সকল যুবকদের মনে নবজীবনের সঞ্চারণা ঘটিয়াছিল, তাহারা চারিদিকে যুবকসমাজের মধ্যে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছে। এই সকল দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরাপর যুবকেরাও নিজ নিজ জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রয়াসশীল হইতেছে। আকবপুর, মেটংঘর, রাজাচাপিতলা, পাণ্ডুঘর প্রভৃতি গ্রামের যুবকেরা ঘন ঘন বাঙ্গরা আসিতেছে এবং বাঙ্গরার যুবকদের নিকট হইতে নবপ্রেরণা সংগ্রহ করিয়া যাইতেছে। ভাবিতে বিস্ময় বোধ করি যে, দেশে এক নব যুগান্তরের উন্মেষ ঘটিতেছে।"

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীমৎ স্বামীজী মুরাদনগর দুর্গারাম হাই ইংলিশ স্কুলে বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষ্যে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তৎসম্পর্কে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি, বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"It was his sweet grace that Swami Swarupananda presided over the prize-giving meeting of Murad-Nagar Durga-Ram High English School

on the 18th. May, 1931. His speech was non-political and non-sectarian,—it was purely cultural. The depth of his knowledge, the breadth of his views, the fascinating way of his delivery and his sonorous voice held the audience spell-bound for the time he spoke, which he did in sweet silken accents.

The speech was a clear indication that the Swami had made a careful and sympathetic study of the different religious scriptures and toleration was the key-note of the speech. He referred to the saints and seers of the different religions so as to bring home that their goal was the same, though their methods differed, the goal of union with the Supreme Being, and explained how religion, if properly understood and practised, can lessen rather than increase the clash between man and man and bring about peace and amity on earth. While the Swami gave illustration after illustration from the Mahomedan Religious Scriptures of high moral and spiritual Islamic principles, the Moslem audience was taken by surprise how a Hindu Sannyasi could know so much of Islam and Islamic culture.

The most important part of his speech related

to the use of School and College Libraries. He stressed the importance of making the best use of these Libraries, regretted their present neglect and gave practical suggestions as to how we can utilise them and make them the means of our intellectual, moral and spiritual welfare. The speech struck the heart and captured the imagination of the audience. It need hardly be added that it told and left an abiding impression."

(বঙ্গানুবাদ)

"মুরাদনগর দুর্গারাম হাই ইংলিশ স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় স্বামী স্বরূপানন্দজী অপার কৃপাবশে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার বক্তৃতায় রাজনীতির বা সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র ছিল না, ইহা ছিল আদর্শবাদীর বক্তৃতা। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, মতবাদের উদারতা, বক্তৃতা-ভঙ্গীর মর্ম্মস্পর্শিতা, কণ্ঠধ্বনির গভীরতা এবং ভাষার লালিত্য শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল যে, স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং তদ্‌ভাব-ভাবিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং পরমতে সহিষ্ণুতাই ছিল তাঁহার অভিভাষণের প্রাণ-বস্তু। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের মহাত্মা এবং ঋষিদের কথা উল্লেখ করিয়া, সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য যে এক অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন, তাহা বুঝাইতেছিলেন এবং ধর্ম্ম বস্তুটা যদি সত্য সত্যই উপলব্ধ হয় এবং অনুশীলিত হয়, তাহা

হইলে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ বর্দ্ধন না করিয়া বরং পৃথিবীতে শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ,—তাহার ব্যাখ্যান প্রদান করেন। স্বামীজী যখন মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অত্যুচ্চ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐস্লামিক তত্ত্ব সমূহের দৃষ্টান্ত একটীর পর একটী প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, মুসলমান শ্রোতৃবর্গ, এক জন হিন্দু সন্ন্যাসী ইস্লাম এবং ঐস্লামিক কৃষ্টি সম্বন্ধে এত তত্ত্ব অবগত হইলেন কি করিয়া, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ ছিল স্কুল এবং কলেজ পাঠাগারের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে। তিনি এই সকল পাঠাগারের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, পাঠাগারের প্রতি বর্ত্তমান ঔদাসীন্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে আমরা পাঠাগারগুলিকে সদ্ব্যবহারে আনিয়া আমাদের নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কার্য্যোপযোগী ইঙ্গিতসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়াছিল এবং তাঁহাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁহার ব্যাখ্যান সকলের উপর এক চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

২রা শ্রাবণ স্বামীজী ত্রিপুরা জেলান্তর্গত জাহাপুর বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই সম্পর্কে ইং ২১-৩-৩৪ ইং তারিখে জাহাপুর কমলাকান্ত একাডেমি নামক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় বি-এ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"His holiness the saint of Pupunki Ayachak Brahmacharya Ashram (Swami Swarupananda

Paramhansa) had been once to Jahapur and addressed my students on the Utility of Brahmacharya as a means to moral and physical health to men. The address was highly ennobling, enlightening and enlivening. The inimitable style in which he spoke, flow of oratory bubbling with life and sparkling with light, kept the whole audience literally spell-bound. He spoke not only with 'head in tongue' (like the common rnn up lecturers), but also with 'heart on lips' and hence his address appealed irresistibly both to head and heart of all. In his speech he fingered the plague-spots in the life of young students with the insight of a surgeon and sympathy of a saint and suggested safe-guards against the seductive influences of senses which lead fellow youngstars invariably to vortex of vices. Such an illuminating and inspiring address is the need of the hour to stay the hands of inexperienced and ignorant youths with which they dig their own grave."

(বঙ্গানুবাদ)

"পুপুন্‌কী-অযাচক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ঋষিকল্প মহাত্মা, পূজ্যপাদ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস, একবার জাহাপুর

শুভাগমন করতঃ নৈতিক ও শারীরিক কল্যাণকল্পে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার ছাত্রদিগের সমক্ষে এক অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ নিরতিশয় চিত্তোন্নতি-বিধায়ক, জ্ঞান-পরিধি-প্রসারক এবং জীবন-সঙ্কারক হইয়াছিল। তাঁহার অননুকরণীয় বক্তৃতাভঙ্গী, বাগ্মিতার জীবনচঞ্চল এবং জ্ঞানোজ্জ্বল প্রবাহ, যেন শ্রোতৃবর্গকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুধু মনীষারই পরিচয় দেয় নাই, তাঁহার শব্দোচ্চারণের সাথে সাথে হৃদয়বত্তাই ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহারই ফলে তাঁহার উপদেশ সকলের হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ের উপরে অব্যর্থ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি অস্ত্রচিকিৎসকের ন্যায় অভ্রান্তভাবে এবং ঋষির ন্যায় সমবেদনা-সহকারে যুবক বিদ্যার্থীদের জীবনের বিপজ্জনক স্থানগুলি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের যে মোহময়ী প্ররোচনা অনভিজ্ঞ যুবকদিগকে পাপের পরাকাষ্ঠায় ঠেলিয়া লইয়া যায়, তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। যে-হস্ত দ্বারা অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ যুবকেরা নিজেদের মরণ-গুহা নিজেরাই খনন করিতেছে, তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ জ্ঞানগর্ভ এবং প্রেরণাপূর্ণ উপদেশ-বাণীই বর্ত্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজনীয়।”

ইহার তিন চারি মাস পরে বসন্ত বাবু একখানা সুবিস্তৃত পত্রে লিখিলেন,—

"পূজ্যপাদ স্বামীজীর একটি আশা-আকাঙ্ক্ষার কণাও যে ব্যর্থ হইতে পারে না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামগুলির মধ্যে ছাত্রসমাজের অভূতপূর্ব্ব চরিত্র-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিতেছি। জঁহাপুর, বড়ইয়াকুরি, মীরবহারি বোরারচর, হুবিলারচর প্রভৃতি নানা গ্রামের যুবক এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেছি।"

তৎপরে ডাল্পা যুবকদের সমক্ষে এবং নবীপুর মহিলাদের সভায় বক্তৃতা দানান্তর শ্রীমৎ স্বামীজী ১১ই শ্রাবণ তারিখে ত্রিপুরা জেলান্তর্গত লাকসাম হাই ইংলিশ স্কুলে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই স্থানে স্বামীজীর প্রভাব এমন গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছিল যে, এই একটী বক্তৃতা দিয়াই তিনি অবসর পান নাই, বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে মোট প্রায় সাত আটটী বক্তৃতা এখানে দিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল আসাম-বেঙ্গল রেলপথে কোথাও যাইতে হইলে স্থানীয় ছাত্রদের ও শিক্ষকদের ভয়ে তাঁহাকে লুকাইয়া যাইতে হইত। কেননা, ইঁহারা টের পাইলে স্বামীজীর টিকিটখানা নিশ্চিতই বাতিল হইতে বাধ্য হইবে। এই বিদ্যালয়ে স্বামীজীর সংযম-প্রচার সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত **সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-টি,** মহাশয় ইংরিজি ১৯-৩-৩৪ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"One Sunday morning an ascetic was seen clearing the bathing ghat (near the school), over-grown with turf and weeds. This drew the attention of a number of students of the hostel close by. They all gathered round him

and welcomed him to the hostel. Here he was recognised by an assistant teacher to be the famous Swami Swarupanandaji of Pupunki Ashrama. This was during the days of his silence. On subsequent occasions Swamiji delivered four lectures in the premises of the school. His style was quite fascinating and learned, worthy of his erudition. His clear exposition of the principles of Brahmacharya was inspiring even to a moral wreck As a result boys gathered round him and sought interviews. They found in him a friend, philosopher and guide. He won the hearts of all, so much so that even boys whom undesirable companions led astray, opened their hearts to him without the least reservation. He is a born teacher,—a moral teacher. To my sincere joy, he moulded some characters which are simply admirable."

(বঙ্গানুবাদ)

"একদিন রবিবারের প্রাতঃকালে দেখা গেল, একজন সাধু স্কুলের সন্নিহিত স্নানের ঘাটে সমাকীর্ণ ঘাসের চাপড়া এবং জঙ্গল সমূহ পরিষ্কার করিতেছেন। সন্নিকটবর্ত্তী ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীরা এই দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিল

এবং ছাত্রাবাসে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এইখানে আমার একজন সহযোগী শিক্ষক তাঁহাকে পুপুন্‌কী আশ্রমের বিখ্যাত স্বামী স্বরূপানন্দজী বলিয়া চিনিলেন। ইহা স্বামীজীর মৌন-ব্রতের সময়ের কথা। পরবর্ত্তী আগমনে বিদ্যালয়-গৃহে স্বামীজী চারিটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা-ভঙ্গী সম্যক্ হৃদয়গ্রাহী, জ্ঞানপূর্ণ এবং তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের যে বিশদ ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন, তাহা নৈতিক দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত ব্যক্তির হৃদয়েও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে, বালকেরা তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রার্থী হয় এবং তাঁহাকে বন্ধুরূপে, জ্ঞানোপদেষ্টারূপে এবং পথপ্রদর্শকরূপে প্রাপ্ত হয়। তিনি প্রত্যেকের হৃদয় এমনভাবে জয় করিয়াছিলেন যে, যে-সকল বালক অবাঞ্ছনীয় সংসর্গের ফলে পথচ্যুত হইয়াছিল, তাহারাও বিন্দুমাত্র গোপনতা না রাখিয়া স্বামীজীর নিকটে হৃদয় খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি নৈতিক শিক্ষাদানের যোগ্যতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কতকগুলি বিদ্যার্থী'র চরিত্র তিনি এমনই প্রশংসনীয় ভাবে গঠন করিয়া দিয়াছেন যে, তজ্জন্য আমি অকপট আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

১৬ই শ্রাবণ নোয়াখালীর অন্তর্গত ফেনী মহকুমাতে কালীবাড়ীতে, ২০শে ও ২১শে শ্রাবণ চাঁদপুর, ৮ই ভাদ্র ত্রিপুরার অন্তর্গত ভানী সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা প্রদানান্তর শ্রীশ্রীস্বামীজী ১৩৩৮ এর

১৫ই ভাদ্র তারিখে ত্রিপুরান্তর্গত কসবা (কমলাসাগর) হাই ইংলিশ স্কুলে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎসম্পর্কে উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিচালক (officiating) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র কর ভৌমিক বি-এল, মহাশয় তাঁহার ৩-৩-৩৫ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন,—

"I am extremely glad to be able to place on record a few lines in appreciation of the soul-stirring lecture the Holy Swami Swarupanandaji was good enough once to deliver before the boys of the Kasba H. E. School, dwelling at length on Brahmacharya or Continence. Himself a Brahmachary of a very high order he has every right and fitness to discourse on this most important subject. The mode of his delivery was excellent and the boys heard his lecture with rapt attention. It was couched in such a fine and soulful language and the inspirations it imparted were so noble and edifying that the boys were kept spell-bound so long as the lecture lasted. The boys were so charmed at what they found in and heard from him that even now they are requesting me to have him in our midst again. He is second to none as a moral teacher."

(বঙ্গানুবাদ)

"ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া

পূতচরিত স্বামী স্বরূপানন্দজী কৃপাপূর্ব্বক এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে একসময়ে যে মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ প্রদান করেন, তৎসম্বন্ধে গুণ-প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করিতেছি। তিনি স্বয়ং একজন অতি উচ্চস্তরের ব্রহ্মচারী, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ প্রদান তাঁহারই অধিকার এবং যোগ্যতা-সাপেক্ষ। তাঁহার বক্তৃতা-ভঙ্গী অনবদ্য, বালকেরা তাঁহার বক্তৃতা একতান-চিত্তে গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল। ইহা এমনি চমৎকার ও প্রাণময়ী ভাষায় সালঙ্কৃত হইয়াছিল এবং যে প্রেরণা-সমূহ সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহা এতই মহান্ এবং উন্নত যে, যতক্ষণ বক্তৃতা চলিয়াছিল, বিদ্যার্থিবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। তাঁহার অভিভাষণে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রে বালকেরা যাহা পাইয়াছিল, তাহাতে তাহারা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এমনকি এখনো তাহারা আমাকে স্বামীজী মহারাজকে এখানে পুনরায় আনয়নের জন্য অনুরোধ করিয়া থাকে। সংযম-শিক্ষক রূপে তিনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ।"

২৮শে ভাদ্র স্বামীজী ত্রিপুরান্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামে প্রাতঃকালে যৌগিক আসনমুদ্রাদি প্রদর্শন করেন এবং দ্বিপ্রহরে স্থানীয় কেবলকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ হাই ইংলিশ স্কুলে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎসম্বন্ধে ইংরিজি ২১-৪-৩৪ তারিখে কর্ম্মপরিচালক প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র সাহা বি-এল, মহাশয় লিখিতেছেন,—

"Sree Sree Swarupanandaji was once kind enough to address the students of my school on 'Brahmacharya'. The lecture was delivered before a distinguished gathering including the

students. It was surcharged with high moral tone, lofty ideas and good reasonings easy enough for the young boys to follow. He urged the young students to imbibe the spirit of self-denial from their very infancy in order to attain the high standard of morality and personal purity. His lecture was purely philosophical and had no tincture of politics. His motto was to revive the past glory of India through the principle of 'plain living and high thinking'. The lecture was appreciated by all present. The outstanding feature of his speech was that he kept his audience spell-bound from the beginning to the end who listned to him with almost breathless eagerness."

(বঙ্গানুবাদ)

"শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দজী একবার কৃপাপূর্ব্বক আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি ভাষণ প্রদান করেন। সভা-স্থলে ছাত্রগণ ব্যতীত বহু পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ নৈতিকতায়, উন্নত ভাব-সম্পদে এবং তরুণ ছাত্রগণের পক্ষে সহজবোধ্য সুন্দর যুক্তিনিচয়ে তাঁহার বক্তৃতা পরিপূর্ণ ছিল। কিশোর বিদ্যার্থীদিগকে তিনি তরুণ বয়স হইতেই আত্ম-সুখ বর্জ্জনের ভাব পোষণ করিয়া নৈতিক উন্নতি ও

দৈহিক পবিত্রতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সম্পূর্ণরূপেই আদর্শবাদীর বক্তৃতা হইয়াছিল, ইহাতে রাজনীতির নামগন্ধও ছিল না। ভারতের অতীত গৌরবকে অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও উচ্চ চিন্তার মধ্য দিয়া পুনরুজ্জীবিত করাই তাঁহার মূলকথা ছিল। সমবেত সকলেই প্রশংসার সহিত এই বক্তৃতার মর্ম্মানুধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি তাঁহার শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আদ্যোপান্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সকলেই বলিতে গেলে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

এই ঘটনার ছয় মাস পরে স্বামীজীর অন্যতম সংগঠন-কর্ম্মী, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এক পত্রে লেখেন,—"শ্রীশ্রীবাবামণির (স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের) রামকৃষ্ণপুর বক্তৃতারম্ভের দিন প্রাতঃকালে কিছু কিছু যুবকের ভিতরে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল যুবকেরা কোনও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তাশীল নেতাদের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন যে, একদল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি নিজেদের বাগ্মিতার শক্তি দিয়া যুবক ও কিশোরদিগকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চাহে। সুতরাং এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মীদের প্রতি কার্য্যে বাধাদান করিবার নিয়ম পালিয়া চলিতে হইবে। বাধা পাইলেই ইহারা দমিত হইয়া চুপ মারিয়া যাইবে। কিন্তু রামকৃষ্ণপুর স্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতার সময়ে যুবক ও কিশোর

শ্রোতাদের মধ্যে অসাধারণ নিঃশব্দতা ও মনোযোগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বক্তৃতা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রগ্রাম অনুযায়ী অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন, নিজ প্রিয়-কর্ম্মীদিগকে এই উপদেশটী দিয়া যে, প্রত্যেকে তরুণ কিশোরদের সহিত মিলিয়া মিলিয়া অকাল বীর্য্যক্ষয়কে অবরুদ্ধ করিবার আন্দোলন ধারাবাহিক ভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে। আমার উপরে শ্রীকাইল, দৌলতপুর, মাথাভাঙ্গা, হোমনা, শ্যামগ্রাম, নসিরাবাদ ইত্যাদি করিয়া প্রায় ত্রিশ খানা গ্রামে কাজ করিবার ভার অর্পিত হইল। আমি এতদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রায় প্রতি গ্রামেই শ্রীশ্রীবাবামণির 'সরল-ব্রহ্মচর্য্য' গ্রন্থ ও দিনলিপির চার্ট নিয়া কাজ করিয়া দেখিয়াছি যে, আত্মগঠন করিয়া শক্তিশালী হইবার জন্য প্রায় প্রত্যেকটী গ্রামের যুবকদের মধ্যে এক অসাধারণ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। রামকৃষ্ণপুরের এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দুই চারিটী গ্রামে প্রদত্ত শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা যেন আস্তে আস্তে এক দাবানলের আকার পরিগ্রহ করিতেছে। আমার মনে হয়, কিছুকাল মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদপ্রচারকারী ভদ্রলোকদেরও স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস প্রবর্ত্তিত সংযম-প্রচারের আন্দোলন এবং চরিত্রগঠনের জন্য ব্যাপক প্রয়াসে সকল দল ও সকল মতের লোকেরই সাগ্রহ সম্মতি ও অকপট অভিনন্দন সুনিশ্চিত জানাইতে হইবে।"

এই প্রসঙ্গে রহিমপুর-নিবাসী শ্রীগিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছিলেন,—"ত্রিপুরা জেলার অনেক গ্রামেই ত আমি শ্রীশ্রী বাবামণির শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে থাকিয়া যুবকদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার উপদেশ-ভাষণগুলি শুনিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই অনুভব করিতেছি যে, ঋষিবাক্য কদাচ ব্যর্থ হইতে পারে না। ন'মাস ছ'মাস

আগেকার একটী বক্তৃতা নয় মাস বা ছয় মাস পরেও কিশোর-মনগুলিতে কি করিয়া দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে দেশের যাবতীয় নরনারীকে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রবর্ত্তিত চরিত্রগঠন-আন্দোলনে আসিয়া যোগ দিতে যে হইবেই, ইহাকে আমি ধ্রুব সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।"

৩০শে ভাদ্র স্বামজী ত্রিপুরান্তর্গত মাঝিয়ারা গ্রামে আগমন করেন এবং গ্রামবাসিগণ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায়ের নেতৃত্বে এক বিরাট নৌশোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। পরদিবস জীবনগঞ্জ বাজারে স্বামীজী "নৈতিক জীবনের আদর্শ" সম্বন্ধে তিনঘণ্টা ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। সভায় বিরাট জনসমাবেশ হইয়াছিল এবং স্বামীজীর বক্তৃতার পরে রূপসদি হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাই মোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ বক্তাকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে বলেন,—

"এইরূপ তপস্তেজঃপূর্ণ ভাষায় এমন অকাট্য যুক্তিনিচয়-সহযোগে জীবনগঠনের বেদবাণী আমরা আর কখনও শুনি নাই। আমাদের যৌবনে যদি এমন কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে নিশ্চিত বলিতে পারি, আমরা আজ যাহা হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ উন্নত হইতাম, দেবত্ব লাভ করিতাম। নবযুগের যুবকসম্প্রদায়েরই মহাভাগ্যফলে শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের মত ; সিদ্ধসাধকের প্রাণ আজ তরুণের

জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী যুবক, এই নবামৃত পান করিয়া অমর হও, বীর্য্যবান্ হও, মানুষ হও। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদকে জীবনের উপরে ব্যর্থ হইতে দিও না, জীবনের পাত্র ভরিয়া ব্রহ্মচর্য্যের, সংযমের সুধা আহরণ করিয়া ধন্য হও। বিশাল এ দেশ, কোটি কোটি ইহার নরনারী,—কোটি কোটি আত্মায় আজ পূজাপাদ এই ত্যাগিবরিষ্ঠের পুণ্য প্রেরণা জাগিয়া উঠুক, এই প্রার্থনা করি।"

শ্যামগ্রাম স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন, বি, এস-সি, এবং সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্র চন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণে ১লা আশ্বিন তারিখে শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ শ্যামগ্রামে শুভাগমন করেন। স্থানীয় এবং সন্নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৬।৭ শত যুবক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্যামগ্রাম স্কুল-প্রাঙ্গণে সভাস্থলে লইয়া যান। স্বামীজী পূর্ণ তিন ঘন্টাকাল সেখানে "নীতি ও সংযম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। প্রায় পাঁচ সহস্র শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

"সাবলীল গতিতে, অবিশ্রান্ত বর্ষাধারার মত স্বচ্ছন্দে, অপূর্ব্ব ভাষাবিন্যাসপটুত্ব সহকারে এমন গুরুগম্ভীর বিষয়কে লালিত্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার ক্ষমতা সামান্য মানুষে সম্ভবে না। একমাত্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পাল ব্যতীত বোধ হয় আর কাহারও কণ্ঠে মাতা সরস্বতী এভাবে গর্জ্জন করেন নাই।"

অথচ এই শ্যামগ্রামকেই বিরুদ্ধমতবাদীদের বাধাদানের প্রধান ঘাঁটি বলিয়া মনে করিতে হইয়াছিল। বাধা-বিঘ্ন ও অযৌক্তিক নানা ওজর-আপত্তি এমন রূঢ় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, যাহা শ্যামগ্রামের ন্যায় ঐতিহ্য-সম্পন্ন একটী শ্রেষ্ঠ গ্রামের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক বা যোগ্য হইত না। কিন্তু বাধার প্রাচীর অবহেলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

২রা আশ্বিন শ্যামগ্রামে মহিলাসভায় বক্তৃতা দিয়া ৪ঠা আশ্বিন শ্রীশ্রীস্বামীজী নবীনগরে কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে দুই ঘণ্টাকাল এবং পরদিবস পূর্ণ চারি ঘণ্টাকাল "চরিত্র-গঠনের আবশ্যকতা" বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

"এই তেজস্বী বক্তার বজ্রবাণীর পরে আমার আর একটী কথাও বলিবার নাই। এমন কি, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এই বিস্তৃত কালীবাড়ী প্রাঙ্গণ ত' এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জনতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছেই, কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যতগুলি ভদ্রলোকের বাসা আছে, তার উঠানগুলিও নবীনগরের জননী-ভগিনীরা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। একটী মুখে শব্দ নাই, সবাই উৎকর্ণ। এই মন্ত্রমুগ্ধ নিঃস্তব্ধতা, এই উৎকর্ণতা, ইহারাই যাহা বলিবার বলিয়াছে। ইহারাই যে ধন্যবাদ দিবার দিয়াছে। আমি নবীনগরের সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে পূজ্যপাদ স্বামীজীকে আমাদের বিনীত প্রণাম মাত্র জানাইতেছি। এইটুকুই মাত্র আমাদের অধিকার, ইহার অধিক অধিকার আমাদের নাই।"

শ্রোতৃবর্গের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীযুক্ত পাল শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ভারতের সর্বত্যাগের প্রতিনিধি, তোমাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা বা শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিও যেন তোমার প্রদত্ত অমৃতময়ী উপদেশ-বাণী আমাদের পুত্রকন্যাদের জীবনে আংশিক হইলেও কাজ করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন ঋষি তাঁর ত্যাগের শক্তিতেই ভারতের প্রাণে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধার সঞ্চার করিতেন,—হে প্রাচীনের প্রতিনিধি নবীনঋষি, তোমারও ত্যাগের শক্তি যেন আমাদের বংশধরদের কল্যাণ করে।"

নবীনগরের এই বক্তৃতাদ্বয় সম্পর্কে শ্রীহরিবল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছিলেন,—"এত বড় একটা নাড়া নবীনগরের নাড়ী ধরিয়া অতীতে আর কেহ দিতে পারেন নাই। সঙ্গীত-শিক্ষক প্রসিদ্ধ এক ওস্তাদের মুখে শুনিলাম, তাঁহার সঙ্গীতের ছাত্রী স্থানীয় গণিকাপল্লীর অনেক মেয়েদের মনে কল্পনাতীত এক বিপ্লবের বান বহিতে শুরু করিয়াছে। শুধু মুখের কয়েকটা কথায় এমন করিয়া সমাজের অমঙ্গলকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নস্তাৎ করিয়া দিবার ক্ষমতা যে কোনও মানুষের থাকিতে পারে, এই কথা আগে কেহ শুনিলে নিশ্চয়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আমরা স্বামীজীকে অনেক কাল ধরিয়া দেখিতেছি, আমরা তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনি, আমরা তাঁহার মুখের মিষ্টি কথা হয়ত হাজার বার শুনিয়াছি কিন্তু মুখের বজ্রভাষণ যে কেমন করিয়া মানুষের মনে ভাঙ্গা-গড়ার নূতন খেলা আরম্ভ করিয়া দিতে পারে, তাহা অনুমানেও আনিতে পারি নাই।"

নবীনগরের শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র সাহা লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীবাবামণির আমি শিষ্য বলিয়াই লিখিতেছি না, এই শহরের প্রত্যেকটী পুরুষ ও নারী শপথ করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে যে, শ্রদ্ধেয় হরিবল চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

৮ই আশ্বিন স্বামীজী মাঝিয়ারা গ্রামে পুনরাগমন করেন এবং একটী মহিলা-সভাতে ধর্ম্মের নামে কদর্য্য ব্যভিচারের বিরুদ্ধে অতি স্পষ্ঠ, অতি সংযত, অতি সতর্ক, অথচ আবশ্যকীয় সরলতাপূর্ণ ভাষায় এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্ত্তী কোনও সময়ে গ্রামবাসী যুবক-সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীবাবামণির এই বক্তৃতাটীর পরে হঠাৎ পল্লী-জীবনের গুপ্ত অবস্থার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই বক্তৃতা শেলাঘাতের ন্যায় অনেকের ব্যভিচারকে স্তম্ভিত ও দমিত করিয়াছে। পল্লীগ্রামের গোঁসাইরা নৈশ ধর্ম্মচর্য্যা করিতে এই গ্রামে আসিতে ভয় পাওয়া শুরু করিয়াছেন। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার যে চলিবে না, চলিতে পারে না, চলিতে দেওয়া হইবে না, এই বিষয়ে সরলপ্রাণা মহিলারা কৃতসঙ্কল্প হওয়াতে কাম-চরিতার্থতার সুযোগ অন্বেষণকারী ধর্ম্মধ্বজীদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। একজন নিরস্ত্র মানুষের মুখের একটী ভাষণ যে এমন এক বিচিত্র পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারে, এমন ধারণাই এদেশে ইতঃপূর্ব্বে কাহারও ছিল না।"

৬ই অগ্রহায়ণ নবীপুর মহিলা-সভায় নারী-জীবনে সন্নীতি সম্বন্ধে ১০ই অগ্রহায়ণ ভানী সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসবের সভাপতি রূপে "সেবা ও সংযম" সম্বন্ধে, নিলখি গ্রামে "পল্লী-জীবনের ধর্ম্মে পবিত্রতা"

"সংযম ও ভগবৎ-প্রাপ্তি" সম্বন্ধে, মাথাভাঙ্গা ভৈরব হাই ইংলিশ স্কুলে "ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে, হোমনা হাই ইংলিশ স্কুলে "জীবন-গঠন ও প্রলোভন দমন" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

চম্পকনগর নিবাসী নাম-প্রচারে অনিচ্ছুক জনৈক গোস্বামি-সন্তান শ্রীশ্রীস্বামীজীকে এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আপনি একদিকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নারী-নৃত্যের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া থাকেন, অন্য দিকে আবার পল্লীবাসী গোস্বামী-প্রভুদের প্রচারিত নানাবিধ নৈশ সাধন-ভজনের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহার করেন। শুনিয়াছি বাংলার শিক্ষিত ও সুসাহিত্যিক সমাজ প্রথমোক্ত কারণে আপনাকে দুই চক্ষেও দেখিতে পারেন না। কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দ্বিতীয়োক্ত কারণে অনেক বৈষ্ণব-মতের গুরুদেবেরাও আপনাকে সমাজের আপদ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অধিকাংশ গুপ্তাচারী গোস্বামীর মুখে আপনার অবাধ নিন্দা কেন শুনি, এই বিষয়ে আমার মনে এক প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। সুতরাং আমি নিজ পরিচয় গোপন রাখিয়া ত্রিপুরা জেলার নানা স্থানে আপনার ভ্রমণকালে আপনার অনেকগুলি বক্তৃতা শুনিয়াছি, যাহা একমাত্র মহিলাদের উদ্দেশ্যেই কথিত। আমি শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছি যে, আপনার বক্তৃতা শুনিবার পরে কি করিয়া মহিলামাত্রেরই মনে এই দৃঢ়সঙ্কল্প স্পষ্ট হইয়া যায় যে, অতীতে যেই যাহা ভ্রমবশে করিয়া থাকুক, ভবিষ্যতে আর কেহ ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার করিবে না। সামাজিক শাসনের ভয়ে আমি আত্মপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত কিন্তু আমি আপনার শ্রীচরণে সহস্র প্রণতি করিয়া প্রার্থনা করি,

শ্রীকৃষ্ণসুন্দরের নাম করিয়া যেন কেহ জগতে কোনও ব্যভিচারের প্রবর্ত্তনা দিতে না পারে, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে শ্রম করিবার সামর্থ্য ও সাহস আমার আসুক। ব্যভিচার-বর্জ্জিত নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মসাধনাই প্রকৃত মুক্তির পথ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম।"

হোমনা-নিবাসী **শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়** একখানা পত্রে কুমিল্লা হইতে লিখিয়াছিলেন যে, "আমাদের জেলার নানা অঞ্চলে যেই সমস্ত গ্রামে ধর্ম্মের নামে স্ত্রীপুরুষ-মিলনে নানা প্রকার আপত্তিজনক অনুষ্ঠান বা সন্দেহ-বর্দ্ধক আচার-বিচার সংস্কৃত-শ্লোকের আড়ালে বা বাংলা পয়ারের প্রশ্রয়ে প্রচারিত হইতেছিল, তাহার গতিবেগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে, ইহা সম্প্রতি আমাদের বুঝিতে কোনও ক্লেশ হইতেছে না। বিরামপুর, উরশীর্ভড়া, গোকনঘাট, মেরকোটা, বিটঘর, রসুলপুর, গুঞ্জর, রামচন্দ্রপুর, পূর্ব্বহাটী, রূপসদী, নসিরাবাদ, সফুল্লাকান্দি, শ্যামগ্রাম, শ্রীঘর, ইলিয়টগঞ্জ, ভানী, চান্দিনা, বরকামতা, ময়নামতী, আদি বহু গ্রামের মধ্যেই এই প্রশ্ন স্পষ্ট হইতেছে যে, ধর্ম্ম হইতে অসংযমকে চিরতরে দূরীভূত করিয়া দিবার এই শক্তিশালী আগ্রহ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল ? সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, ইহা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অসাধারণ শক্তিশালী কণ্ঠের তপঃপূত গর্জ্জনের স্বাভাবিক ফল। তিনি এক একটা বক্তৃতা দিয়াছেন, না এক একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ভাষণ শুনিলে মরা মানুষও উঠিয়া বসে, ভূত-প্রেতেরও স্বভাব বদল হয়। তাঁহার এই বজ্রকণ্ঠের সহিত আমরাও যদি আমাদের প্রতিজনের ক্ষীণকণ্ঠের সংযোগ ঘটাইতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই ফল সমধিক হইত।"

১৩৩৯ সালের বর্ষার দিকে স্বামীজী নোয়াখালী দেবালয়, খিলপাড়া হাইস্কুল, মাইজদি এম্-ই স্কুল, চাটখিল পাঁচগাঁও গুপ্ত হাই ইংলিশ স্কুল প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেন। এই প্রসঙ্গে তত্তৎ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা যে অভিমতাবলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নোয়াখালী জেলান্তর্গত মাইজদি এম-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার রায় ২২-৩-৩৪ ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন,—

"I still remember the happy day when Srimat Swami Swarupanandaji Maharaj delivered a lecture on Brahmacharya before a large gathering in our school. His principle will lead the present and future generation to the path from which we have long been strayed."

(বঙ্গানুবাদ)

"সেই আনন্দময় দিনটীর কথা আমি এখনো স্মরণ করিতেছি, যেদিন শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ আমাদের বিদ্যালয়ে এক বিশাল সভায় ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার কর্ম্মাদর্শ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যদ্-বংশীয়গণকে সেই পথেই পরিচালিত করিবে, যে পথ হইতে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ বিচ্যুত হইয়াছি।"

চাটখিল-পাঁচগাঁও গুপ্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত, এম-এ, মহাশয় ১৫-৪-৩৪ ইং তারিখে লিখিয়াছেন,—

"At my earnest request Sree Sree Swami Swarupanandaji was kind to pay a visit to my school in 193 . He delivered a lecture on Brahmacharya in a meeting in which almost all the students, the teachers and some of the local gentlemen were present. Swamiji dwelt at great length on the moral degradation of the present-day students and their consequent discomfiture in every field of action. He advised the boys to practise Brahmacharya from their early life. His speech made a deep impression on the minds of all who heard him. I am glad to say that some of my boys are still practising ASHANAS as instructed by the Swamiji. In these days of physical and hence intellectual deterioration of the boys on account of their loose morals, the Country should be overflooded by hundreds of Brahmacharins like Swarupanandaji, whose mission of life will be to visit every school as many times as possible and to impress upon the minds of the young hopefuls of the country the necessity of practising continence."

(বঙ্গানুবাদ)

"আমার সানুনয় অনুরোধে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী বিগত

১৯৩২ অব্দে কৃপাপূর্ব্বক আমার বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় সমস্ত ছাত্রগণ, শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী বর্ত্তমান ছাত্রগণের নৈতিক অধঃপতন এবং তজ্জনিত জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের অযোগ্যতার বিষয়ে সুবিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তরুণ বয়স হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণ শ্রোতৃবর্গের মনের উপরে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, স্বামীজীর উপদিষ্ট 'আসন' সমূহ এখনও আমার বহু ছাত্র নিয়মিত অভ্যাস করিতেছে। বর্ত্তমান শারীরিক এবং তজ্জাত মানসিক অধঃপতনের যুগে স্বরূপানন্দজীর ন্যায় শত শত আদর্শ ব্রহ্মচারী-দের দ্বারা দেশ প্লাবিত হইয়া যাওয়া প্রয়োজন, যাঁহারা প্রত্যেকটী বিদ্যালয়ে যত অধিকবার সম্ভব শুভাগমন করিয়া দেশের আশা-ভরসার স্থল তরুণদের মনে বীর্য্যধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

নোয়াখালি খিলপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত বৎসর তিনেক পরে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে এক পত্রে জানান,— "আপনার আগমনের পর হইতে জেলার সর্ব্বত্র নবজাগরণের

দীপ্তি লক্ষ্য করিতেছি। আপনি যদিও ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ করিয়াই প্রধানতঃ ভাষণসমূহ দিয়া থাকেন, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর যে সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং নারী-পুরুষের সম্মিলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ব্যভিচার নির্ব্বাসন প্রসঙ্গগুলি বিশেষ ভাবে মানব-মনে দাগ কাটিতেছে। হাটে বাজারে যাইতে আসিতে পর্য্যন্ত লোকেরা এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা ও মত বিনিময় করিতেছে। দেখা যাইতেছে যে আপনি একাকী পরিশ্রম করিয়াই মানুষের চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিতেছেন। ইহা সকলের নিকটে বিস্ময়কর মনে হইতেছে এবং আমরা যাহারা আপনার চরণাশ্রিত, তাহাদের নিকটে আত্মশ্লাঘার কারণ হইয়াছে। আমারও ইচ্ছা করে যে, ছুটিয়া যাইয়া আপনার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই এবং তারস্বরে ঘোষণা করি যে, কর্ম্মজীবনে, ধর্ম্মজীবনে, সামাজিক জীবনে বা রাজনৈতিক জীবনে আমাদের প্রত্যেককে সত্যাশ্রয়ী এবং ইন্দ্রিয়-সংযমী হইতেই হইবে। ইহা ছাড়া জাতীয় উন্নতির নির্ভরযোগ্য পথ, সুনিশ্চিত রূপে নিরাপদ পথ আর কিছুই নাই। দুঃখের বিষয়, সাধন বলে আমরা অনেকেই বলহীন। ফলে এই কাজটুকুতে সাহস পাই না।"

প্রায় কাছাকাছি সময়ে নোয়াখালি শিবপুর গ্রাম হইতে শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দে এক পত্রে লিখিলেন,—"স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কোনও গ্রাম্য সাধারণ লোকের ভিতরে ফোঁটা-তিলকের আধিক্য দেখিলে প্রায়ই ডাকিয়া আনিয়া স্নেহভরে কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—গুরুদত্ত নাম নিষ্ঠা সহকারে জপ কর ত ? নাম জপ যে দেবতারই কর, জপকালে বিষয়-ভোগের চিন্তা হইতে মনকে দূরে

রাখিতে চেষ্টা কর কি? সাধন-ভজন সম্পর্কিত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি হইতে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের স্পৃহাকে দূরে রাখিতে পার কি? যে গুরুই যে উপদেশ দিন, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা হইতে ধর্ম্মচর্চ্চাকে পৃথক্ করিতে না পারিলে তোমার ইষ্ট লাভ কখনই হইবে না। সব রিপুর চেয়ে কামরিপু অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তাহার সহিত লড়াই দিবার ব্যাপারে আপোষ করিবার প্রবৃত্তি লাভজনক নহে।"

"এই সকল প্রশ্নাবলী ও উপদেশের ফলে বহু গ্রামবাসী লোকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, যেই সকল গুরুদেবেরা রসতত্ত্ব শিক্ষাদানেরা নাম করিয়া ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের প্রবৃত্তিকে ইন্ধন যোগান, তাঁহারা শিষ্যদের হিতকারী নহেন। স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে কোনও গর্হিত মতবাদকে প্রতিবাদের দ্বারা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার গভীরতা দর্শনে অনেক বিতণ্ডা-বাদী গুপ্তধর্ম্মপ্রচারকারীও মনে মনে ভাবিতেছেন,—আমরা তবে এতদিন মানুষকে কোনও উপকারই দিতে পারি নাই। আমরা কি সমাজে কেবল অন্ধকারই পরিবেশন করিয়াছি? রসতত্ত্ব নামে যে তত্ত্ব গ্রাম্য ভক্তদিগের মধ্যে বিতরিত হইতেছে, তাহা কি সত্যই যশস্কর ও ধর্ম্মদ? না কি তাহা অকীর্ত্তিকর এবং পাপতাপবর্দ্ধক?—এই চিন্তা অনেকের মনে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু এই অপধর্ম্মপ্রচার দ্বারা কতকগুলি গুরুগোঁসাইও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়িয়া দিলে জীবিকা নির্ব্বাহের কি পথ হইবে? স্বামী স্বরূপানন্দ যে বলিতেছেন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনও কারণেই অসংযমকে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায় না, কোনও যুক্তিতে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না, আর জনসাধারণ সহর্ষে ইহা সমর্থন

করিতেছে, দুই মুঠা অন্নের কাঙ্গাল গরীব গোঁসাইদের পক্ষে ইহা বড়ই মারাত্মক ব্যাপার। এইরূপ সশঙ্কিত অতীতে ইঁহারা আর কখনও হন নাই।

অতঃপর স্বামীজী কার্ত্তিক মাসে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভাগ্যকুল, জগন্নাথপট্টি, কাঠিয়াপাড়া, মাঝপাড়া, দুয়ালী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা প্রদানান্তর ত্রিপুরা জেলার মহকুমা চাঁদপুরে আগমন করেন এবং ২২শে কার্ত্তিক চাঁদপুর হাসনালি জুবিলী হাই ইংলিশ স্কুলে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎসম্বন্ধে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এল, মহাশয় ২০-৩-৩৪ ইং তারিখে লিখিয়াছেন,—

"Swami Swarupanandajee delivered a lecture on Brahmacharyya in my school. The lecture was highly instructive and was appreciated by the students. He showed to the boys a few Yogic Exercises which build up the body and at the same time help Brahmacharyya. We take pride in the Swami as he was once a student of our school. The Swami has demonstrated what a man of pure heart can accomplish by dint of self-help alone. He is a man of wonderful capacity for work. I verily believe his life itself is a beacon-light which will illuminate the paths of many travellers in life, who are groping in the dark. May the mission of

the Swami find fulfilment to the great advantage of the student community which for want of teaching in Brahmacharyya is going down every day."

(বঙ্গানুবাদ)

"স্বামী স্বরূপানন্দজী আমার বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত উপদেশ-ভূয়িষ্ঠ হইয়াছিল এবং ছাত্রবর্গ এই বক্তৃতার গুণাবধারণে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি বালকবৃন্দের নিকটে কতিপয় যৌগিক-ব্যায়াম প্রদর্শন করেন, যাহা শরীর-গঠনে সহায়ক এবং ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষক। স্বামীজী আমাদের একটী গৌরবের জিনিষ,—যেহেতু একসময়ে তিনি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। একজন পবিত্রচেতা পুরুষ একমাত্র স্বাবলম্বনের শক্তিতে কি করিতে পারে,—স্বামীজী তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি একজন বিস্ময়কর কর্ম্ম-সামর্থ্য-সম্পন্ন পুরুষ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, তাঁহার জীবনটাই একটা আলোক-বর্ত্তিকা-স্বরূপ, যাহার কিরণ অন্ধকারে-পথান্বেষী অসংখ্য জীবনপথচারীর কর্ম্ম-পন্থাকে আলোকোদ্ভাসিত করিবে। স্বামীজীর মহৎ সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক,—কারণ, যে ছাত্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অভাবে প্রত্যহ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারা ইহা দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইবে।"

অতঃপর কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানে স্বামীজী খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা, পাবনা, বগুড়া ও বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচার সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খুলনা জেলান্তর্গত গোয়ালমঠ হাই ইংলিশ স্কুলের (পোঃ শোলার-কোলা) প্রধান শিক্ষক, খুলনা জেলা-বোর্ডের মেম্বার, বাগেরহাট-লোকাল বোর্ডের সদস্য, রাইপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য রায়সাহেব রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ, মহাশয় তাহার ১০-১-৩৪ ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন,—

"স্বামীজী যে সব গভীর বিষয়ের আলোচনা করেন, তৎসম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করি না। ………স্বামীজীর উপদেশ, বিশেষতঃ কয়েকটী যৌগিক ব্যায়াম, যাহা ছাত্রদের অভ্যাসের জন্য তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ঐ ব্যায়ামগুলির বহুল প্রচারে ছাত্রদের উন্নতি নিঃসন্দেহে আশা করা যায়। স্বামীজী যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মী এবং স্বামীজীর আশ্রম যখন মামুলী ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্ত্তে স্বাবলম্বনের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তখন স্বামীজীর ও স্বামীজীর শিষ্যগণের দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে।"

শোলারকোলা হইতে স্বামীজী বাগেরহাট আসিলেন। প্রথম দিন টাউনহল না পাওয়া যাওয়াতে মোক্তার বারের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায়ের বাড়ীতে বক্তৃতা দান করিলেন। পরদিন হইতে টাউন হলে অবারিত দ্বার হইল। সহরের বোধ হয় একজন উকিল বা একজন মোক্তারও বক্তৃতা শুনিতে কামাই করেন নাই। বাৎসরিক পরীক্ষা সন্নিকট হওয়া সত্ত্বেও কলেজের ছাত্রেরা দলে দলে আসিতে লাগিল। কলেজের বহু অধ্যাপকই যোগদান করিলেন। প্রত্যহ এত ভিড় হইত

যে, একদিন মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার শ্রীযুক্ত রাধিকালাল বসাক মহাশয় ভিড়ের দরুণ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া শেষে অদূরবর্ত্তী বার লাইব্রেরীর বারান্দায় একখানা চেয়ার নিয়া বসিয়া কম্বুকণ্ঠের অপূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত ... . নাগ বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"স্বামীজীকে speaker বলিলে অপমান করা হয়,—He is an orator !" বাগের হাট ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়েও একদিন বক্তৃতা হয়।

কারাপাড়া শরৎচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; বি, টি, বিদ্যানিধি মহাশয় ৪-৫-৩৭ ইং তারিখে লিখিয়াছেন,—

"পরমারাধ্য যোগীবর স্বামীজীর কথামৃত কল্মষাপহ। সেই ধর্ম্মোপদেশ এখনও কাণে বাজিতেছে। বিংশ শতাব্দী বড় ঝন্‌ঝনার যুগ। বর্ত্তমান জগৎ একটা বড় বন্দর বটে। কেবল ব্যবসাদারের হৈ চৈ। কাণ ঝালাপালা। বক্তা বহু কিন্তু গণ্ডগোলে তালিলাগা কাণের তালি ছুটাইবার ক্ষমতা খুব কম বক্তারই আছে, যেহেতু,—

'রাম রাম সব কোই কহে ঠগ্ ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে রীঝৎ নহি তুল্‌সি নন্দ্‌কিশোর'॥

আর যেহেতু,— তিন বাত্‌সে লট্‌পটী হায় দাম্‌ড়ি, চামড়ি,
পেট।'

আমার মনে হয় পূজনীয় স্বামীজীর কথায় প্রেম থাকাতে তাহা আমাদের তালি ঘুচাইয়া কাণের ভিতর দিয়া মরমে

পশিয়াছে। আশা করি, মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া স্বামীজী আমাদিগকে পবিত্র করিয়া যাইবেন।"

কারাপাড়া হইতে স্বামীজী বাগেরহাট হইয়া যশোহরের অন্যতম মহকুমা মাগুরা আসেন এবং এখানে "আনন্দ ভবনে" কতিপয় বক্তৃতা দান করেন। তৎপরে একদিন স্থানীয় হাইস্কুলে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সম্পর্কে মাগুরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র দাস গুপ্ত, বি, এল, মহাশয় ১৬-৩-৩৪ ইং তারিখে লিখিয়াছেন,—

"Paramhansa Srimat Swami Swarupananda came to Magura in pursuit of his mission as the great preacher of Brahmacharyya and self-reliance, and stayed at Ananda Bhawan for a few days. I approached him with a request that he might be pleased to address my students in the school premises, and in spite of difficulty owing to his pre-engagement elsewhere he accepted the invitation with a readiness worthy of a man who had dedicated his life and soul to the teaching of mankind Punctual to the minute he reached my school at 3 p. m. on 17. 11. 33 and began to deliver his instructive lecture. He spoke one after another on early rising, regulating sleep, physical exercise, prayer, choice of companions, restraint on speech, self-examination and other topics in-separably

connected with the doctrine of Brahmacharya. Much that he said was known and much that he said was unknown to his audience, but the impressive way in which he dealt with his topics was all new and gave a tone and air of novelty even to the commonest topics. When he began to deal with the topic of the preservation and growth of semen, I began really to apprehend lest the effect of his instructive lecture should be spoilt by any unworthy manifestation of frivolities such as secret smiles and gestures. But I was simply astonished to find that he spoke on the subject with such an awe-inspiring gravity and tactfulness that the boys were all kept spell-bound and had no time even to think of any frivolity. His masterly command over the Bengali language gave an additional charm to what he said. The sweetness of his voice and the excellent style and fluency of his speech helped to create a great impression upon his audience. He never spoke like an arbitrary teacher. He never said 'This is good because a great sage says that it is good.' He supported all his teachings with logical and scientific reasoning that showed the vastness of his reading

and the depth of his thinking. The touches of humour that he gave to his address here and there with the skill of a great speaker acted like the touches of a magical wand to refresh the mind of his audience and kept it always eagerly prepared to receive his instructions. Above all, his lecture was completely free from any sectarian or communal spirit and any man of any creed or caste might profitably and thankfully hear it without feeling offended in the least.

"May this great teacher of mankind live long to make the mission of his life successful."

(বঙ্গানুবাদ)

"ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বাবলম্বনের সুমহান্ প্রচারক পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ মাগুরা আসিয়াছিলেন এবং 'আনন্দ ভবনে' কতিপয় দিবস অবস্থান করেন। তিনি যাহাতে কৃপা-পূর্ব্বক আমার বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট বক্তৃতা প্রদান করেন, তজ্জন্য অনুরোধ করিতে গেলাম। তিনি অন্যত্র বক্তৃতার জন্য পূর্ব্বেই আবদ্ধ ছিলেন কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও আমি নিমন্ত্রণ করা মাত্র তিনি, মানব-সমাজকে শিক্ষাদানের জন্য দেহ-মন-প্রাণ-সমর্পণকারীর উপযুক্ত তৎপরতার সহিত, সম্মত হইলেন। ১৭ই নভেম্বর তারিখে পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিনটার সময়ে তিনি বিদ্যালয়ে শুভাগমন করিলেন এবং তাঁহার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রাতরুত্থান, নিদ্রা-নিয়মন, ব্যায়াম, উপাসনা, সঙ্গি-নির্ব্বাচন, বাক্-

সংযম, আত্ম-পরীক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত অপরাপর বিষয়ে তিনি বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত কত কথাই তিনি বলিলেন কিন্তু তিনি যেরূপ প্রাণস্পর্শী ভঙ্গীতে প্রত্যেকটী বিষয়ের আলোচনা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং ইহা দ্বারা নিতান্ত সাধারণ বিষয়গুলিও একটা নূতনত্বে মণ্ডিত হইতে লাগিল। যখন তিনি শুক্রের উৎপত্তি ও বীর্য্যধারণ সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সত্য-সত্যই আমি আশঙ্কা করিতে লাগিলাম যে হয়ত তাঁহার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতার সুফলটুকু বালকদিগের তরলহাস্য বা গুপ্ত-ইঙ্গিত প্রভৃতি নিন্দনীয় চপলতার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলাম যে, তিনি এমনি সুকৌশলে এবং শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদ্দীপক গাম্ভীর্য্য-সহকারে বিষয়টীর আলোচনা করিলেন যে, বালকেরা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং কোনও চপলতার বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগটুকুও পাইল না। বঙ্গভাষার উপরে তাঁহার অসামান্য অধিকার বক্তৃতার মাধুর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠের মধুরতা, বাগ্মিতার চমৎকারভঙ্গী এবং ভাষার অনর্গলতা শ্রোতৃবর্গের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী বক্তার ন্যায় তিনি একটী কথাও উচ্চারণ করেন নাই। "যেহেতু অমুক ঋষি বলিয়াছেন, ইহা ভাল, অতএব ইহা ভাল,"— এইরূপ কথা তিনি একবারও বলেন নাই। তিনি তাঁহার প্রত্যেকটী উপদেশ ন্যায়-সঙ্গত ও বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার অধ্যয়নের বিশালতা এবং চিন্তার গভীরতা প্রকটিত হইতেছিল। শক্তিশালী বাগ্মীর যোগ্য নিপুণতার সহিত তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতায় যে রসিকতার স্পর্শ দিয়া যাইতে-

ছিলেন, তাহা যাদুকরের দণ্ডের ন্যায় শ্রোতৃবর্গের মনকে প্রতিনিয়ত ক্লান্তিহীন এবং উপদেশাবলি গ্রহণে আগ্রহান্বিত করিতেছিল। সর্ব্বোপরি, তাঁহার বক্তৃতা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি হইতে মুক্ত ছিল এবং যে-কোনও জাতি, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ইহা শ্রবণের দ্বারা লাভবান্ হইতে পারিতেন এবং বিন্দুমাত্র আহত না হইয়া ধন্যবাদের সহিত শ্রবণ করিতে পারিতেন।

মানব সমাজের এই মহান্ আচার্য্য দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনের মহদুদ্দেশ্যের সফলতা অর্জ্জন করুন, এই প্রার্থনা করি।"

ইহার বৎসরেক পরে মাগুরা আনন্দভবনের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের মাগুরা স্থিতিকালে আমার দীন ভবন অসংখ্য তীর্থযাত্রীর শুভ সমাগমে একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল। আমরা ভাবিতাম যে দক্ষিণ বঙ্গে তাঁহাকে কেহ চিনে না। কিন্তু তাঁহার আগমন-সংবাদ সামান্য সূত্রে অবগত হইয়াই জেলার প্রত্যেকটী মহকুমা হইতে এবং অধিকাংশ বড় বড় গ্রাম হইতে এত সংখ্যক দর্শনার্থী ও উপদেশার্থী আসিতে লাগিলেন যে আমরা চমৎকৃত হইতে বাধ্য হইলাম। প্রত্যেকের সহিত একটি দুটি কথাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই স্বামীজী যেন প্রত্যেকের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন। কেবল বলিয়াছেন যে, আজ যতটুকু ভাল আছ, কাল তাহা অপেক্ষা আরও ভাল হইবার চেষ্টা কর। বলিয়াছেন— একদিনে কেহ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইতে পারে না। তাহার জন্য প্রত্যহই একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তিনি যাঁহাকে যেই উপদেশটি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা সিন্দুকে

পুরিয়া না রাখিয়া আবার অপরকে বলিয়াছেন। তাঁহার উপদেশগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া এত বহু স্থানে বিচরণ করিয়াছে যে, আমার মনে হয়, তিনিই যেন লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে আরূঢ় হইয়া নানা স্থানে এখনও নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। বহু লোকের মানসের উপরে এই ভাবে স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। প্রত্যেককে বলিয়াছেন চরিত্রবান্ হও, চরিত্রবান্ হও। একথা আরও বহু জনের মুখে আমরা বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু সে কথা ব্যাপক ভাবে এমন প্রভাব কখনও বিস্তার করে নাই।"

২৪-পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ এম, এ, মহাশয় তাঁহার (G. L. No 83) ৩-৩-৩৪ ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন,—

"Swami Swarupanandaji delivered a learned discourse on 'BRAHMACHARYA'—the austerity of student life on two consecutive days in this school. He expatiated largely upon the principles to be followed in this connexion and the results that issue from their observance. His lecture was highly instructive and interesting from beginning to end. The way he gave out his thoughts and the language in which he couched them, left nothing to be desired. He showed wonderful ability in gathering truths. No doubt that his services will be a very

valuable asset to every moral institution. His is a field of activities, quite apart from politics"

(বঙ্গানুবাদ)

"স্বামী স্বরূপানন্দজী এই বিদ্যালয়ে ক্রমাগত দুই দিন ধরিয়া 'ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবনের তপস্যা' সম্বন্ধে জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণের জন্য যে সকল সদাচার ও যৌগিক প্রক্রিয়া পালনীয়, তিনি সেই সকল সম্বন্ধে সুবিস্তারিত ব্যাখ্যান প্রদান করেন এবং এই সকল অভ্যাসের সুফল বর্ণনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ এবং যৎপরোনাস্তি চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। যে ভঙ্গীতে তিনি ভাবের বিস্তার করিলেন এবং যে ভাষায় তিনি ভাবগুলিকে সুসজ্জিত করিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে চিত্ততোষকর হইয়াছিল। তথ্য-চয়নে তিনি অত্যাশ্চর্য্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা প্রত্যেক সন্নীতি-মূলক প্রতিষ্ঠানকে অমূল্য সম্পদ বিতরণ করিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র রাজনৈতিক গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে।"

শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় মাস ৫।৬ পরে পুনরায় আর এক পত্রে লেখেন,—"ছাত্রগণ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছে স্বামীজী মহারাজ পুনরায় কবে আসিবেন। এই বিদ্যালয়ে আরও অনেকেই শুভাগমন করিয়াছেন। কিন্তু ছাত্রদিগকে এই ভাবে আগ্রহান্বিত হইতে আর কাঁহারও সম্পর্কে দেখা যায় নাই।"

অতঃপর স্বামীজী সিরাজগঞ্জ আসেন। সিরাজগঞ্জ কালীবাড়ীতে চারিদিন, ধর্ম্মসভায় মহিলাগণের সমক্ষে একদিন, বড় বাজারে একদিন,

বনোয়ারীলাল হাইস্কুলে একদিন, ভিক্টোরিয়া স্কুলে একদিন, জ্ঞানদায়িনী বিদ্যালয়ে একদিন বক্তৃতা দান করেন। কালীবাড়ীতে বক্তৃতা দিবার কয়দিন স্থানীয় পাটের অফিসে "নট্টকোম্পানীর" যাত্রা গান সত্ত্বেও যে কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণ লোকে-লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সিরাজগঞ্জের অনুষ্ঠান-সমূহ সম্পর্কে আমলাপাড়ার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"সিরাজগঞ্জের বক্তৃতাবলী কেবল হিন্দুরাই শুনিয়াছেন তাহা নহে, মুসলমানেরাও শুনিয়াছেন ! এত মনোযোগ দিয়া ভাষণ শুনিতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। স্থানীয় উকিল-বারে কয়েকজন জ্ঞানী উকিল আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের দিক্ দিয়া ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা প্রতিজনে বক্তৃতাগুলি প্রত্যেকটা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, না, বক্তা বটে। সিরাজগঞ্জের ব্রাহ্মরা অনেকে জীবনেও কখনো কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন নাই। এইবারই তাহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গেল। স্বামীজী যাহা বলিতেছেন, তাহা সমর্থনীয় বা প্রতিবাদ-যোগ্য এই কথা নিয়া বার-লাইব্রেরীতে অতি বিচক্ষণ ব্যবহারাজীবদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে যে, না, তিনি প্রত্যেকটি কথা যুক্তি-সঙ্গত ভাবেই বলিতেছেন। নারী-স্বত্যাবিলাসের প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত যেই সকল উকিল স্থানীয় বারে ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিঃশব্দ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কথা বলাই যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ একটা প্রতিক্রিয়া একটা অসাধারণ ঘটনা। সর্ব্বোপরি তাজ্জব ব্যাপার এই যে,

লোকপ্রিয় যাত্রাভিনেতা নট্ট কোম্পানী এই সময়ে ধারাবাহিক পালা গান করিতেছিলেন, সুতরাং প্রত্যেকেরই আশঙ্কা ছিল সভাস্থলে জনতা অত্যল্প হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে প্রমাণিত হইল যে, এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। প্রতিদিনকার সভায় এমন সুবিশাল জনসমাবেশ কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।"

সিরাজগঞ্জের পরে স্বামীজী বগুড়া জেলার প্রসিদ্ধ শাহ্‌বংশীয় ফকীর আব্বাছ আলি সাহেবের আমন্ত্রণে চন্দনবাইশা আগমন করেন এবং এখানে ধারাবাহিক কয়েক দিন বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সম্পর্কে ফকির সাহেব লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহাত্মার চন্দনবাইশা শুভাগমন সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত স্থানীয় জনমণ্ডলীর স্মৃতিতে জাগরূক হইয়া থাকিবে, একথা বলাই বাহুল্য। বরঞ্চ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বামীজীর আগমন চন্দনবাইশাকে পবিত্র করিয়াছে, তাঁহার সংস্পর্শ স্থানীয় অসংখ্য লোকের চরিত্রকে নির্ম্মল করিবার সূচনা করিয়া গিয়াছে, তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয় জয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বক্ষণেও কেহ তাঁহাকে চিনিত না, কিন্তু আসিবার পরক্ষণেই তাঁহার ইন্দ্রজালিকবৎ আশ্চর্য্য প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান দীনধনী প্রত্যেকে তাঁহার আপন হইল, তিনি সকলের আপন হইলেন এবং তিনি চলিয়া যাইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত একজনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছে না। বিতরণের জন্য রৌপ্যমুদ্রা তিনি সঙ্গে নিয়া আসেন নাই, নিয়া আসিয়াছিলেন, সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডলের সুস্নিগ্ধ হাস্য, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, পরদুঃখবিগলিত প্রাণ আর কোটি কোহিনুর জিনিয়া মূল্যবান্ সুমধুর হিতবাক্য। তাঁহার

উপদেশবাণী সকলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়াছে, প্রাণে কত সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। প্রত্যহ দুই তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছে, প্রত্যেকেই প্রাণভরা তৃপ্তি লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন, অথবা সত্য করিয়া বলিতে গেলে, দুই ঘণ্টা কাল শ্রবণ করিয়াও কাহারও পিপাসা মিটে নাই, আরও শুনিবার তীব্র আগ্রহ লইয়া অনিচ্ছায় শ্রোতারা গৃহে ফিরিয়াছেন। স্বামীজী হিন্দু-সম্প্রদায়ের হৃদয়ের ধন, কিন্তু মুসলমানের প্রাণ জয় করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে শতকরা আশী জনই ছিলেন মুসলমান, শুধু উদারপন্থী মুসলমানই নহেন, গোঁড়া মুসলমান, প্রতি পদে যাঁহারা শরিয়ৎ খুঁজিয়া তবে হৃদয়ের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এমন মুসলমান। স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্রগণ ও মৌলভী সাহেবেরা পর্য্যন্ত স্বামীজীর উপদেশে মুগ্ধ হইয়াছেন, উপকৃত বোধ করিয়াছেন। স্বামীজীর অসামান্য শক্তি, অত্যদ্ভুত জ্ঞানগভীরতা, অতুলনীয় সহৃদয়তা, অপরিসীম উদারতা এবং অমানুষিক দৈব-প্রতিভার পরিচয় আমি আর আমার দুর্ব্বল লেখনীতে কি দিব! আমরা অনন্ত করুণাধার পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, স্বামীজী দীর্ঘজীবী হউন, স্বামীজীর আদর্শের প্রতি দেশ এবং জগৎ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হউক, স্বামীজীর সুখের স্বপ্ন, স্বামীজীর বিজয়-অভিযান পূর্ণ হউক, সার্থক হউক।" (১৬-১১-৩৬)

দিঘাপতিয়া রাজার প্রতিষ্ঠিত নাওখিলা পি, এন, হাইস্কুলের (পোঃ চন্দনবাইশা, বগুড়া) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বি, এ, মহাশয় ১৪-৪-৩৪ইং তারিখে লিখিতেছেন,—

"The renowned Swami Swarupananda, founder

of Pupunki Ashrama, Manbhum, graciously paid a visit to Chandanbaisa (Bogra) on 17-2-34 in the course of his North-Bengal tour. During his short sojourn here, he addressed three meetings on Brahmacharya and the old Hindu ideal of student life, religious duties, plain living and high thinking. The first meeting was held in the school-premises, but accommodation for such a big gathering being insufficient, subsequent meetings had to be held in the local Dighapatiya Raj Kutchery compound. Men of all ages and classes attended the meetings in larger and larger crowds everyday who listened to his noble, purifying and elevating speeches with rapt attention and pin-drop silence.

"In my humble opinion, his addresses to the students and youngmen elucidating the value and importance of Brahmacharya as the sure means of attaining perfect health, long life, sound morality and all that we hold dear here and hereafter were very expressive, appealing and edifying. At the present state of society godly instructions of such a holy man to uplift humanity from degradation and downfall are of supreme need."

সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

(বঙ্গানুবাদ)

"মানভূমের অন্তর্গত পুপুন্‌কী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ স্বামী স্বরূপানন্দজী তাঁহার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ ব্যপদেশে অনুগ্রহপূর্ব্বক চন্দনবাইশা শুভাগমন করেন। তাঁহার স্বল্পকাল অবস্থিতির সময়ে তিনি ব্রহ্মচর্য্য, ছাত্রজীবনের প্রাচীন হিন্দু-আদর্শ, ধর্ম্মজীবন, মিতাচার ও উচ্চচিন্তা সম্বন্ধে তিনটী সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম সভাটী বিদ্যালয় গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিশাল জনমণ্ডলীর স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে পরবর্ত্তী সভাসমূহ স্থানীয় দিঘাপতিয়া-রাজ-কাছারীর প্রাঙ্গণে করিতে হইয়াছিল। সকল বয়সের এবং সকল শ্রেণীর শ্রোতারা দিনের পর দিন অধিকতর সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুমহান্, পবিত্রতাদায়ক, আত্মোন্নতি-বিধায়ক উপদেশাবলি একাগ্র চিত্তে পূর্ণ নীরবতায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমার সুবিনীত অভিমত এই যে, ছাত্র এবং যুবক-সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, অটুট চরিত্রবল এবং ইহজগতে বা পরজগতে আমরা যাহা কিছু পরম প্রার্থনীয় মনে করি, তাহা লাভ-কল্পে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য সম্বন্ধে সুবিস্তারিত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক তিনি যে অভিভাষণত্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভাবব্যঞ্জক, চিত্তাকর্ষক ও উৎকর্ষদায়ক হইয়াছিল। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মানবজাতিকে অধঃপতন ও ধ্বংস হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য এইরূপ একজন ঋষিতুল্য মহাপুরুষের দিব্য বাণীর আবশ্যকতা অবর্ণনীয়।"

চন্দনবাইসা হইতে স্বামীজী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সরিষাবাড়ী আসিলেন এবং চিটাগাং কোম্পানীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত

অবনী কুমার লোধের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এই স্থানে তিনি সরিষাবাড়ী রাণী দিনমণি হাইস্কুলে তিন দিন এবং সরিষাবাড়ী ইসলামিয়া মাদ্রাসাতে একদিন বক্তৃতা দেন। ইসলামিয়া মাদ্রাসাতে বক্তৃতা দ্বিপ্রহর প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে আরম্ভ হয় এবং অপরাহ্নে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে বাহিরে যাইয়া সভা করিতে হয়। সভা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে। বাহিরে যাইয়া সভা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় একজন মুসলমান ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন।

সরিষাবাড়ী হাইস্কুলে বক্তৃতা সম্বন্ধে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় এম, এ ২৭-৪-৩৪ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী অত্র রাণী দিনমণি হাইস্কুলে গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে ধারাবাহিক তিনটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা অতি সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

"বক্তৃতা অনেকেই দিয়া থাকেন, এদেশে বক্তারও অভাব নাই। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের সম্মুখে যে অভিনব আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আমরা কাহারও বক্তৃতায় তাহার আভাসও পাই নাই। এই শ্রেণীর কথা এতদ্দেশে বিরল। যুবক-সমাজের সম্মুখে ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিতে প্রায় সকলেই সঙ্কোচ বোধ করেন এবং অনেকেই এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গমাত্র চাপিয়া যাওয়াই সঙ্গত বোধ করেন। স্বামীজী দৃঢ়তার সহিত ও সরস ভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া ও উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সহায়ক

কতকগুলি সঙ্কেত ছাত্রদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আশা করি স্বামীজীর উপদেশ ও প্রচার দ্বারা আমাদের ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় নবজীবনের সন্ধান পাইবে এবং দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।"

বাঁকুড়া ও সোনামুখীতে স্বামীজী কোন কোন্ সময়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, এই পুস্তিকা সঙ্কলনের সময়ে সেই তারিখগুলি আমরা প্রাপ্ত হই নাই। সম্ভবতঃ ১৩৪১ সাল হইবে। বাঁকুড়াতে স্বামীজীর বক্তৃতা এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, রথযাত্রার দিন রথদর্শনের লোভেও সেণ্ট্রাল টাউন হলে লোক-সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। টাউন হলে লোক ধরে নাই এবং অনেকে হলের বাহির হইতে বক্তৃতা শুনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক, বিখ্যাত সাহিত্যিক "পলাশবন", "Vedic India" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস এম-এ, পি এইচ্, ডি মহাশয় তৎকালে লিখিয়াছিলেন,—

"আমার মনে হয়, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবির্ভাব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবেরই মত নব্য বাঙ্গলার ইতিহাসে একটী বিশেষ ঘটনা বলিয়া অত্যল্প কালমধ্যে পরিগণিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার তপস্যার ফল বিবেকানন্দের দ্বারা জগৎকে পরিবেশন করাইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ তাঁহার তপস্যার ফল নিজের কণ্ঠেই জগৎকে বিলাইতেছেন। অবশ্য, দুই জনের মধ্যে আমি তুলনা করিতে

চাহিতেছি না। দুই জনেরই আবির্ভাবের যুগ বিভিন্ন এবং এই জন্যই আবির্ভাবের ভঙ্গীও বিভিন্ন।—এই আশ্চর্য্য তপস্বীর মেঘমন্দ্রমালিনী বক্তৃতা বাঁকুড়া শহরে যিনিই শুনিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, এমনটী আর শুনি নাই। কাণের ভিতর দিয়া এমন অব্যর্থ সন্ধানে মধুময় শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আর কেহ মর্ম্মকে বিঁধিতে পারেন নাই। বজ্রধ্বনিকে এমন মধুর করিয়া উচ্চারণ করিতে আর কেহ পারেন নাই। কটু কথাকে এমন মনোজ্ঞ করিয়া বলিতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। অপ্রীতিকর সমালোচনা এত নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ভাবে করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর ক্রোধ ও বিরক্তি আকর্ষণের পরিবর্ত্তে এমন গভীর প্রীতির বন্ধনে আর কেহ বাঁধিতে পারেন নাই। বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ বাঁকুড়া আসিয়া মাত্র কয়েক দিন থাকিয়াই চলিয়া গেলেন, কিন্তু বাঁকুড়ার প্রাণকে তিনি জয় করিয়াছেন। দৈনিক অসংখ্য যুবক জীবন-গঠনের উপদেশ পাইবার জন্য তাঁহার চরণদর্শনে গিয়াছে। সকলেই আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া ফিরিয়াছে। যে তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিয়াছে, সে-ই নবজন্ম লাভ করিল বলিয়া অনুভব করিয়াছে। শব্দের যে এত শক্তি, কথার যে এত মহিমা, বাক্যের যে এমন চমৎকারিত্ব, তাহা বহু ব্যক্তি জীবনে এই প্রথম অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় সংস্কারপন্থী বা সংহারপন্থী সমাজের

লোকেরাও অবিমিশ্র সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন-পন্থীরা বা সংরক্ষণশীলেরাও আনন্দিত হইয়াছেন। অবসর-প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায়ের উদ্যোগে স্থানীয় ব্রাহ্মণসভা স্বামীজীকে নিয়া অভিনন্দন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে একই বক্তৃতায় নির্ভয়ে বিরক্তিকর সমালোচনা করা সত্ত্বেও সমভাবে শ্রদ্ধায় অভিভূত এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করিবার দৃষ্টান্ত অন্ততঃ বাঁকুড়া শহর এই প্রথম দর্শন করিল। রথযাত্রার দিন রথ না দেখিয়া লোকে বক্তৃতা শুনিবার জন্য অসম্ভব ভিড় করিয়াছেন এবং তাহা অসহিষ্ণু বা চপল ব্যক্তিদের ভিড় নহে, নিঃস্তব্ধ হইয়া ক্ষীণতম শব্দটীও সকলে গভীর আগ্রহে শ্রবণ করিয়াছেন। লোক-প্রশংসায় আকৃষ্ট হইয়া আমি স্বামীজীর পাদপদ্মদর্শনে গিয়াছিলাম, দেখিয়া ধন্য হইলাম। তাঁহার পবিত্র চরণ—রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া শান্তি লাভ করিলাম। বাহ্যাড়ম্বরহীন এই তেজস্বী সন্ত-পুরুষের প্রত্যেকটী কথায় কি গভীর প্রশান্ত বিশ্বাস! দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। শুধু শুধুই বাঁকুড়ার লোকগুলি ধারাবাহিক চারিদিন ধরিয়া তাঁর বাণী শুনিবার জন্য অসম্ভব ভিড় করেন নাই।”

স্বামীজীর বাঁকুড়ার বক্তৃতার শেষ দিনের আগের দিন বক্তৃতা স্থলে অবসর-প্রাপ্ত সাবজজ, বাঁকুড়া ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত রায় প্রথম সভায় আসিলেন এবং কলিকাতা হইতে

আগত ব্রাহ্মণসভার একজন প্রচারক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত মঞ্চের অতি সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া স্থানীয় একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বক্তৃতারম্ভের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে স্বামীজীকে কাণে কাণে বলিয়া দিলেন,—"ইঁহারা আপনার বক্তৃতার প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছেন।" স্বামীজী হাসিলেন। যথাকালে বক্তৃতা আরম্ভ হইল এবং পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পরে স্বামীজী বলিলেন,— "আমার শরীর আজ প্রবল জ্বরগ্রস্ত, কিন্তু জ্বরের জন্য আমি কর্ত্তব্য-পালনে ক্রটী করিলে আপনাদের নিকটে অপরাধী হইব। এই বিবেচনায়ই আজ সভা বন্ধ রাখা হয় নাই।" শ্রীযুক্ত বরদা বাবু আসিয়া স্বামীজীর শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, স্বামীজী সত্য সত্যই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। তিনি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"স্বামীজীর উপদেশ শুনিয়া বুঝিয়াছি, তিনি আমাদের শুধু জ্ঞানই দিতে আসেন নাই, তিনি দেশকে, জাতিকে, সমাজকে. ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তাঁর মতন ব্যক্তির জীবন অতি মূল্যবান্ জীবন। এই জীবন অতি তুচ্ছ ভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। বিবেকানন্দ অকালে গেলেন, স্বরূপানন্দকে অকালে যাইতে দেওয়া উচিত হইবে না। স্বামীজীর নিকটে করযোড়ে আমার নিবেদন, তিনি যেন দেশের মুখপানে চাহিয়া, আমাদের দিকে তাকাইয়া অসুস্থ শরীর নিয়া এইরূপ গুরুতর শ্রম করিতে বিরত থাকেন।"

বরদা বাবু এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তৎপরদিবস ব্রাহ্মণসভা-

-গৃহে যাইয়া অভিনন্দন গ্রহণ ও বক্তৃতাদানের জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করিতে ছাড়িলেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বামীজীকে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও হইয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত সোনামুখী বি, জে, হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ নিয়োগী এম-এ মহাশয় ৭।৮।৩৬ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"সোনামুখীর বক্তৃতা অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে আমার ছাত্রগণ বক্তৃতাপ্রদান কালে ক্ষণমাত্রও কোন চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে নাই, নীরব নিস্পন্দ হইয়া একাগ্র মনে বক্তৃতা শুনিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, যাহারা 'সরল ব্রহ্মচর্য্য' বইখানা কিনিয়াছিল, তাহারা প্রতিজনে নিজ নিজ বহিখানা প্রত্যহ স্কুলে নিয়া আসিতেছে। তৃতীয় প্রমাণ এই যে, অভিভাবকদের দ্বারা তিরস্কৃত না হইয়াই ইহারা সংযত ও সদাচারপূর্ণ আচরণ অভ্যাস করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং মহত্তম প্রমাণ এই যে, আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্য হইতে কুৎসিত, কদর্য্য, অশ্লীল কথাবার্ত্তা বলিবার কদভ্যাস উল্লেখযোগ্য ভাবে তিরোহিত হইয়াছে। ইহা বিশ্বাস করিতেই হয় যে, সৎকথা বলিলে এখনো লোকে শোনে। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী বলিবার মত করিয়াই সৎকথা বলিয়াছেন।"

কিন্তু শ্রীমৎ স্বামীজীর অত্যদ্ভুত বাগ্মিতা যেন নিজেকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিল আসিয়া হবিগঞ্জে। স্থানীয় টাউন হলে তিনি ধারাবাহিক তিন দিবস বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা ২৩শে বৈশাখ, (১৩৪১), ২৪শে বৈশাখ ও ২৫শে বৈশাখ এই তিন

দিন হয়। সর্ব্বত্রই যেমন লোকে স্বামীজীর অত্যদ্ভুত সময়নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এখানকার লোকেও তদ্রূপ হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ইহা দেখিয়া যে, যে টাউনহল কদাচিৎই কোনও সভায় সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ হয়, একদিন বক্তৃতা হইবার পর হইতেই সেই টাউন হলে স্থানের গুরুতর ভাবে অসঙ্কুলান হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষ দিবস স্বামীজী একাদিক্রমে সাত ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দান করিলেন,—প্রথম তিন ঘণ্টা মহিলাদের জন্য, পরবর্ত্তী চারি ঘণ্টা পুরুষদের জন্য। শেষ দুই দিন টাউনহলের বাহিরের প্রাঙ্গণে এবং তদতিরিক্ত সদর রাস্তায় পর্য্যন্ত শ্রোতৃমণ্ডলী নিঃস্তব্ধ ভাবে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া ক্যাপ্টেন পি, গুপ্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন,—

"হবিগঞ্জ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পালের জন্মভূমি। বিপিন চন্দ্রের পরলোকগমনের পরে আর একজন সমকক্ষ বাগ্মীর আবির্ভাব হইল না বলিয়া অনেকে অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেন। আজ একথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গজননীর সেই ব্যথা অপসারিত হইয়াছে।"

ক্যাপ্টেন গুপ্তের সুদীর্ঘ ভাষণের বিস্তারিত অংশ অখণ্ড-সংহিতার দ্বাদশ খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হবিগঞ্জ বক্তৃতার সামান্য কিছুদিন পরেই ১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামীজী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গাঙ্গাটিয়া, গোবিন্দপুর

প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া কিশোরগঞ্জ আসিয়া স্থানীয় কালীবাড়ীতে বক্তৃতারম্ভ করিলেন। তারিখ ১১ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১। এখানেও হবিগঞ্জের অবস্থারই পুনরভিনয় হইল। শেষ বক্তৃতার দিন স্বামীজীর সন্ধ্যার ট্রেণে কিশোরগঞ্জ পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়া প্রতিদিনকার নির্দ্দিষ্ট সময় সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সভা না করিয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় সভা করা স্থির হইল। ফৌজদারী ও আদালত কাছারী খোলা আছে বলিয়া আইন ব্যবসায়ীদের আসিতে অসুবিধা হইবে জানিয়াও এই ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু পরদিন যথাকালে দেখা গেল যে, স্বামীজী ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতামঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সভাস্থল ও বাহিরের তৃণাস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং উকিল মোক্তারেরা সকলে নিজ নিজ কাছারীর পোষাক পরিধান করিয়াই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। স্বামীজী বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস বলিলেন,—"সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়া হাকিমদিগকে কোর্ট আগে ছুটি দিতে আমরা বাধ্য করিয়াছি।"

নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ১৩৪১ এর ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী জামশেদপুর (সিংভূম) আগমন করেন। এই যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্ট শহরে স্বামীজীর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া এমন সকল লোকও আসিয়াছিলেন, যাঁহারা কখনো বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যান না।

পূজাবকাশের পর স্বামীজী ঢাকা শহরে আগমন করেন। ঢাকার

"সুনীতি সঙ্ঘ" বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। নিজ পাথেয় প্রভৃতি এবং বিজ্ঞাপনাদির ব্যয় পুপুন্‌কী আশ্রমের তহবিল হইতেই সঙ্কুলান করা হয়। অপরাপর দায়িত্ব "সুনীতি সঙ্ঘ" গ্রহণ করেন। সভায় লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে প্রথম দুই দিন বাদ দিলে শেষ কয়দিন দৈনিক ছয় হাজার শ্রোতা হইয়াছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় বি,এল, এই সভা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন ঢাকাতে কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। স্বামীজীর বক্তৃতা সর্ব্বাংশে আমাদিগকে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের বক্তৃতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বিপিন পালের পরে এমন বক্তা আর ঢাকায় আসেন নাই।" এই সকল মতামত হইতে মনে হয় যে, শ্রোতৃসংখ্যা দুই হাজার না হইয়া ছয় হাজার হওয়াই সম্ভব।

ঢাকার অতুলনীয় ভাষণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ অখণ্ড-সংহিতার চতুর্দ্দশ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৪৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। যেই আনন্দ-বাজার পত্রিকা এতকাল পর্য্যন্ত স্বামীজীর কোন বক্তৃতার একটি রিপোর্টও ছাপান নাই, তাহার পৃষ্ঠায় পর্য্যন্ত পূর্ণ এক কলামের অধিক অনুকূল রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। এজন্য উহা সম্পূর্ণটুকু অখণ্ড-সংহিতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলিতে হইবে সভাপতির ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতাটিও ছাপানো হইয়াছে।

ইংরেজি অমৃত-বাজার স্বামীজীর এই বক্তৃতাবলীর

বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়া নিজেদের সাংবাদিক কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠা করেন নাই।

এই ব্যাপারের পরে একদিন ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভা স্বামীজীকে সম্বর্দ্ধনার্থ লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে সমবেত হইলেন এবং স্বামীজীর মুখে স্বামীজীর প্রদত্ত বক্তৃতাবলির সারমর্ম্ম পুনরায় শ্রবণ করিলেন।

ঢাকার বক্তৃতার পরে স্বামীজীর যশ যেন দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পরে স্বামীজী নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত বাঞ্ছানগর (লক্ষ্মীপুর), চৌমুহনি প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণান্তর চাঁদপুর হইয়া পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীহট্ট পৌছেন। ২৩শে পৌষ তিনি শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ গভর্ণমেন্ট কলেজের হোষ্টেলে বক্তৃতা দেন। ২৭।২৮।২৯ পৌষ, ১লা মাঘ ও ৬ই মাঘ এই কয় দিন তিনি রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিবস স্কুলের পার্টিশান খুলিয়া বিরাট একটী হল করিয়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিন হইতে লোকাধিক্য বশতঃ বাধ্য হইয়া স্কুলের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নামিতে হয়। এই স্থানে স্বামীজী স্থানীয় এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডি, শর্ম্মার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ দিনই মিঃ শর্ম্মা নিজে মটরে করিয়া স্বামীজীকে সভাস্থলে নিয়া আসিতেন। দিনের পর দিন জনতা এত বাড়িতে লাগিল যে, শেষে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণেও তিল ধারণের স্থান থাকিত না এবং আসনের অভাবে তৃণে এবং তৃণের অভাবে ধূলিতে উপবেশন করিতেও কেহ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

৫ই মাঘ শ্রীশ্রীস্বামীজী মুরারিচাঁদ কলেজে বক্তৃতা প্রদান করেন,

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত শাস্ত্রী এম, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৯ই মাঘ শ্রীশ্রীস্বামীজী শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজে বক্তৃতা দান করেন। আসাম কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রায় বাহাদুর নলিনী কান্ত রায় দস্তিদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১০ই মাঘ শ্রীশ্রীস্বামীজী স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করেন। এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি-বরণের পরে শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি, মুরারিচাঁদ কলেজের ইংরিজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক (পরে ভাইস্‌প্রিন্সিপাল) শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ মহাশয় যে সম্বর্দ্ধনা-বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"In behalf of the Ramkrishna Mission I feel it my duty to extend a most hearty and sincere welcome to Swami Swarupanandaji who has been kind enough to respond to our call to address us this afternoon. There could not perhaps have been a better occasion for us to invite the Swamiji here, nor could we have fixed upon a fitter person to celebrate the birth-day anniversary of one of the mightiest of Indian sages. The speaker of this evening is indeed worthy of the occasion and we must therefore

congratulate ourselves as his hearers provided we may succeed in attuning our ears to the Voice that speaks. To be able to speak is a difficult art but to be able to hear rightly is no less so, for the power to rise superior to one's ignorance, prejudice and passion is not easy to command. But I feel sure you will agree with me when I say that the speaker of this evening has nothing to fear from us. He has already been a familiar figure in our midst, whom we not only admire for his big intellectual and spiritual powers but also love for his warm and sincere feelings towards us. We would not be doing full justice to him, were we to think only of his learning and eloquence, overlooking the noble purpose which has drawn him out of his austere life of solitude........ Truth is always harsh in this imperfect world of ours but let us not find fault with the prophet or seer who sees the truth and has the courage to place it before us, not with a view to mock us but to make us. The deeper the sore, the more must the pricking probe go in, in its attempt to cure..........Let us not be impatient to those who have the candidness of a true friend

to show us our follies and the courage of a well-meaning teacher to try to dissuade us from whatever may tend to deflect us from the Truth. Let us pause and reflect particularly on this most sacred day on which we have assembled to pay our homage to one who as a prophet asked us, in no faltering tone, to remember our proud past and so shape our future, who as a fearless reformer wanted us to be brave in fighting our 'tamas', our weakness and the sham shows and the false pretences of which life is full. .... And who amongst us is fitter to dwell on the life and career of this mighty Yogi, Bhakta and Karmi than our honoured guest whose own life has been a voluntary dedication to that source of infinite beauty, holiness, wisdom and goodness, which gives life and energy not only to the flower on the tree or the star in the heavens, but also to the charity of a Buddha, the wisdom of a Shankara, the love of a Chaitanya, the joyous ecstasy of a Ramkrishna and the power and pity of a Vivekananda ?"

(বঙ্গানুবাদ)

"শ্রীহট্টের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে আমি শ্রীশ্রীস্বামী

স্বরূপানন্দজীকে এই জন্য আমাদের হৃদয়িক ও অকপট অভিনন্দন জানানো কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি যে, তিনি আমাদের সাগ্রহ আমন্ত্রণে গ্রহণ করিয়া অদ্যকার অপরাহ্ণে ভাষণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজীকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাদের পক্ষে অদ্যকার অনুষ্ঠানের চেয়ে অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ আর কিছু হইতে পারিত না এবং ভারতের মহত্তম শক্তিশালী মহাপুরুষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তপস্বী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য ইহার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তিও আমরা কাহাকেও পাইতে পারিতাম না। অদ্যকার অপরাহ্ণের বক্তা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠানের যোগ্যতম ব্যক্তি এবং আমরা তাঁহার শ্রোতা রূপে নিশ্চয়ই নিজেদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে পারি, অবশ্য যদি আমরা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সেই কণ্ঠের সহিত এক সুরে বাঁধিয়া নিতে পারি, যেই কণ্ঠটি আজ কথা বলিবেন। বলিতে পারা একটি কঠিন বিদ্যা কিন্তু শুনিতে পারাও বড় কম নহে। কারণ, নিজ নিজ অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, রাগ-দ্বেষাদির ঊর্দ্ধে উঠিয়া শ্রবণ করার ক্ষমতা লাভ সহজ কথা নহে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি সুনিশ্চিন্ত যে, এই বিষয়ে আপনারা সকলে আমার সহিত একমত হইবেনই যে, অদ্যকার অপরাহ্ণের বক্তার অন্তরে আমাদের কাহারও সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভীতি নাই। তাঁহাকে আমরা একমাত্র তাঁহার অত্যুন্নত বুদ্ধিদীপ্ততা ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই শ্রদ্ধা করি না, পরন্তু তাঁহার সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ সরল মনোভাবের জন্য ভালও বাসি,—তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে সুপরিচিত হইয়াছেন। কোন্ সুমহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাকে তাঁহার নির্জ্জন তপস্যার কঠোর জীবন

হইতে টানিয়া আনিয়া আমাদের মধ্যে ফেলিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে উপেক্ষা করিয়া আমরা যদি তাঁহার বৈদগ্ধ্য, বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতাশক্তিরই কথা বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রতি সুবিচার করিতে পারিব না । আমাদের এই অসম্পূর্ণ জগতে সত্য চিরকালই কর্কশ । আমাদের উচিত নহে সেই দিব্যপ্রেরণা-প্রাপ্ত বক্তা বা ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষদের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান, যাঁহারা আমাদিগকে উপহাস করিবার জন্য নহে, পরন্তু আমাদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই সেই সকল অপ্রিয় সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সৎসাহস রাখেন। ব্রণ যত গভীর, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যেই ক্ষত-উদ্‌ঘাটনী যন্ত্রণাদায়ক তীক্ষ্ণাস্ত্র তত গভীরে বসাইতেই হইবে। আমরা যেন সেই সকল প্রকৃত বন্ধুর সরল অকপটতায় অসহিষ্ণু না হই, সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত শিক্ষকের সাহস লইয়া যাঁহারা আমাদের মূর্খতা দেখাইয়া দেন, চেষ্টা করেন আমাদিগকে সেই পথ হইতে বিরত করিতে, যাহা আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে পারে। আসুন, আমরা একটু থামি এবং বিশেষ ভাবে চিন্তা করি যে, অদ্যকার এই পবিত্রতম দিনে, যেদিন আমরা একত্র হইয়াছি আমাদের অন্তরের ভক্তি অর্পণ করিতে এমন একজন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা মহামানবকে যিনি অকম্পিতকণ্ঠে আমাদের গৌরবদীপ্ত অতীত স্মরণ রাখিতে এবং তদনুযায়ী ভবিষ্যৎকে গড়িতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, যিনি নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক-রূপে চাহিয়াছিলেন যেন আমরা আমাদের জীবনব্যাপী তমোগুণের বিরুদ্ধে, দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে, কৃত্রিমতা ও ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে, অবাস্তব জাঁকজমকের ও মিথ্যা ভাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি,—অদ্যকার মত এমন একটা দিনে অদ্যকার সম্মানিত এই অতিথির চেয়ে আমাদের

মধ্যে কে যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম্ম সম্পর্কে ভাষণ দিতে, যেই বিবেকানন্দ ক্ষমতাশালী যোগী, ভক্ত ও কর্ম্মীরূপে অসামান্য ? অদ্যকার বক্তার নিজ জীবন স্বেচ্ছায় বলিপ্রদত্ত রহিয়াছে সেই অফুরন্ত উৎসে, যাহা সমস্ত সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, জ্ঞান ও সমতার আধার এবং যাহা জীবন এবং শক্তি যোগায় কেবল তরুদলের কুসুমকেই নহে, নভস্তলের নক্ষত্ররাজিকেই নহে, পরন্তু বুদ্ধের মহাপ্রাণতাকে, শঙ্করের জ্ঞানকে, চৈতন্যের প্রেমকে, রামকৃষ্ণের আনন্দময় সমাধিকে, বিবেকানন্দের শক্তিকে ও প্রীতিকে ।"

ছয় হাজার শ্রোতার করতালি-ধ্বনিতে এই বক্তৃতাটী অভিনন্দিত হইয়াছিল এবং গুণমুগ্ধ একদল যুবক ধ্বনি দিয়াছিলেন,—"জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকী জয়—জয় স্বামী স্বরূপানন্দজীকী জয়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা বলিলেন,—

"স্বামীজীর বক্তৃতার পরে আর আমার একটী কথাও বলিবার নাই । এমন কথা এমন ভাবে আর কখনও শুনিয়াছি মনে হয় না। স্বামীজীর বক্তৃতার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার কেবলই মনে হইয়াছে যে, স্বয়ং বিবেকানন্দই আজ নিজে দাঁড়াইয়া যেন বক্তৃতা করিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী আজ কয়দিন ধরিয়া শ্রীহট্টে যে অমৃত বর্ষণ করিয়া গেলেন, যুবকগণ যদি ইহা অন্তরে ধারণ করে, নিশ্চিতই তাহারা অমরত্বের আস্বাদন লাভ করিবে।"

১৮ মাঘ ও ১৯ মাঘ এই দুই দিবস শ্রীমৎ স্বামীজী শ্রীহট্ট এইডেড, হাইস্কুলে বক্তৃতা প্রদান করেন। ছাত্রগণ ব্যতীত বাহিরেরও বহু লোক আসিয়াছিলেন। এইজন্য স্কুল-হলে বক্তৃতা না করিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল।

১৬ই মাঘ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী সুর্ম্মাভ্যালী টেক্‌নিক্যাল স্কুলে, ১৭ই মাঘ তারিখে সঙ্গীত-সম্মিলনীর উদ্যোগে বিশ্বম্ভর আখড়ায়, ১৭ই মাঘ তারিখে শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট গার্লস্ হাইস্কুলে এবং ২০শে মাঘ নিম্বার্ক আশ্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর শ্রীহট্টের বক্তৃতাবলি সম্বন্ধে শ্রীহট্টের মনীষিবৃন্দের মতামত নিম্নে প্রদত্ত হইল]

শ্রীহট্ট এইডেড হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সিতাংশু শেখর দাস, এম-এ ইং ৫-৯-৩৬ তারিখে লিখিতেছেন,—

"The people of Sylhet were most fortunate to have Swami Swarupananda Paramhansa of Pupunki Ashrama in their midst for a few days last year. He was an ascetic of the first order. His mode of delivery, versatility of genius and moral teachings were simply unique. Our dear mother Bengal has reasons to be proud of such a blessed son of her. During his short stay here Swamijee was pleased to deliver more than dozen lectures in schools, colleges. and elsewhere and the audience were simply

charmed by his mode of delivery on every occasion. He is a real friend of the younger generation and the boys were amply benefited by his speeches. Some of the Asanas and Mudras exhibited by him are still followed and practised by some of our boys. He has been able to leave au abiding impression upon the mind of his audience. Sylhet will not and can not forget him for at least half a century to come"

(বঙ্গানুবাদ)

"বিগত বৎসর শ্রীহট্টবাসীরা স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে কিছুদিনের জন্য নিজেদের মধ্যে পাইয়া নিজেদিগকে বড় সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চকোটির তপস্বী। তাঁহার বক্তৃতাদানের ভঙ্গী, তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা এবং তাঁহার প্রদত্ত নৈতিক শিক্ষাবলি ছিল স্বতঃই অনন্য-সাধারণ। আমাদের পরমপ্রিয় বঙ্গমাতার এই দৈবাশীর্ব্বাদ-সম্পন্ন একটী সন্তানের জন্য গর্ব্বিত হইবার অধিকার আছে। স্বামীজী তাঁহার স্বল্পকালীন অবস্থান-কালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য স্থানে যে ডজনের অধিক বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটীতে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতাদানের ভঙ্গীতে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি যুবকগণের প্রকৃত বন্ধু। কিশোরেরা তাঁহার বক্তৃতাবলি শ্রবণে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রদর্শিত কোনও কোনও আসন ও মুদ্রা এখনো কোনো কোনো ছাত্র অভ্যাস করিতেছে।

তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মনের উপরে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীহট্ট আগামী অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাঁহাকে ভুলিবে না, ভুলিতে পারিবে না।"

শ্রীহট্ট-নিবাসী, অবসর-প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় বাহাদুর রমণী মোহন দাস ইং ১৮-৮-৩৬ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"Srimat Swami Swarupananda Paramhansa Maharaj of Pupunki Ayachak Ashrama during his brief visit to the town of Sylhet delivered a series of discourses on morality and religion to the students as well as to the general public. He is a brilliant orator, possessing a powerful voice and a commandable command of the Bengali language. His style of address is really charming and he often kept his audience spell-bound by his speech for hours together."

(বঙ্গানুবাদ)

"পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার শ্রীহট্ট ভ্রমণ-কালে নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম্মীয় বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের ও জনসাধারণের সমক্ষে কয়েকটী ধারাবাহিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি একজন প্রতিভাদীপ্ত বাগ্মী। কণ্ঠ তাঁহার উদাত্ত এবং বঙ্গভাষার উপর তাঁহার অধিকার অতীব প্রশংসনীয়। বক্তৃতা-দানের ভঙ্গীটী তাঁহার প্রকৃতই মনোহারী এবং প্রায়ই তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম-এ, ইংরাজি ১৬-৮-৩৬ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"I had the opportunity of hearing a few lectures delivered by Swami Swarupananda Paramhansa Deb during his visit here in the beginning of 1935. The Swamiji is, undoubtedly, a great religious preacher and a social reformer. His views about social reform have particular reference to some of the prevailing tendencies of the day, and deserve the most careful consideration of every thinking person, who has the good of his country at heart.

"He is a mighty speaker with a wonderful gift of lucid presentation. His lectures are always entertaining and his wit, of which he seems to have an inexhaustible store, is always at the service of a profoundly serious purpose"

(বঙ্গানুবাদ)

"১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিক দিয়া স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীহট্ট ভ্রমণকালে তাঁহার কয়েকটী ভাষণ শুনিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ইহা অবিসংবাদিত যে, স্বামীজী একজন বিরাট ধর্ম্ম-প্রচারক এবং মহান্ সমাজ-সংস্কারক। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে

তাঁহার মতামত বর্ত্তমান কালের কোনো কোনো সামাজিক প্রবণতার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। অতএব উহা নিজ দেশের অকপট হিতকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সতর্কতার সহিত বিবেচনা-যোগ্য।

"তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন বক্তা। জটিল বিষয়কে সহজ-বোধ্য করিয়া বলিবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাঁহার বক্তৃতাগুলি খুবই আনন্দদায়ক এবং তাঁহার রসিকতাপূর্ণ বচন-সমষ্টি, যাহা তাঁহার ভাণ্ডারে অফুরন্ত, তাহা সর্ব্বসময়ে অসাধারণ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিষয়কেও সরল করিয়া বুঝাইবার ব্যাপারে সহায়তা করে।"

মুরারিচাঁদ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ পরবর্ত্তী এক সময়ে (ইং ১২-৯-৩৬ তারিখে) যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহা পুনরুক্তির মত শুনাইলেও উল্লেখ-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Swami Swarupananda Paramhansa of Pupunki Ayachak Ashrama gave a series of lectures here on religions and moral topics. His diction is pure and elegant and his eloquence remarkable. His utterances, by reason of their sincerity and loftiness, carry his audience with him. He seemed to take the Sylhet public, both men and women, by storm and it may be aptly said of him that he 'came, saw and conquered." He possesses none of the demagoguiness of

orators who aspire to cheap fame. He burns with a truly patriotic zeal, and, he thinks that the true salvation of the land lies thro' an honest though hard attempt to live over again the life of Brahmacharya for which the Rishis of ancient India were famous. The reform of society, Swamiji thinks, must begin with the purity of sex life, which is the most important virtue of youth and a society that neglects it, is doomed. This is what Swami Swarupananda Paramhansaji wants particularly to emphasise. Himself an austere celebate with his "body turned into soul's essence" the Swamiji is best fitted for his high missionary work."

(বঙ্গানুবাদ)

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস ধর্ম্মীয় ও নৈতিক বিষয়-সমূহের ব্যাপারে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার শব্দচয়ন ছিল বিশুদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের তথা সম্ভ্রান্ত। এবং তাঁহার বাগ্‌বিভূতি ছিল অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আন্তরিকতা ও উন্নত চিন্তার মহিমার জন্য তাঁহার বাণী-সমূহ শ্রোতৃবর্গকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল যেন তিনি নরনারী নির্ব্বিশেষে শ্রীহট্টের জনসাধারণকে ঝটিকাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া নিমেষে জয় করিয়া নিলেন। তাঁহার সম্পর্কে একথা সঙ্গত ভাবেই বলা যায় যে, জুলিয়াস সীজারের ন্যায় 'তিনি আসিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন এবং জয়

করিয়াছিলেন।' জনপ্রিয় রাজনৈতিক গণনেতারা সস্তায় সুখ্যাতি পাইবার আগ্রহে যে সকল বক্তৃতা-শৈলী প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার একটাও স্বামীজীর মধ্যে নাই। সত্যিকারের দেশপ্রীতির অত্যুৎসাহের বহ্নিশিখা তাঁহার ভিতরে দীপ্যমান এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশের মুক্তি নির্ভর করে ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণময় সাধনার উপরে, যেই সাধনা করিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের ঋষিরা এবং যাহার জন্য তাঁহারা হইয়াছিলেন প্রসিদ্ধ। স্বামীজী মনে করেন যে, যৌন জীবনের পবিত্রতা দিয়াই সমাজের সংস্কার শুরু করিতে হইবে,—যৌবনে ইহাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সদ্‌গুণ। যে সমাজ ইহাতে অবহেলা করে, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ইহারই উপর স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বিশেষ ভাবে জোর দিতে চাহেন। স্বয়ং একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিতে গেলে 'যাঁহার দেহ আত্মার নির্য্যাসে পরিণত' হইয়াছে, এমন অত্যুচ্চ অবস্থাপন্ন স্বামীজীই এইরূপ মহৎ প্রচার-কার্য্যের যোগ্যতম অধিকারী।"

শ্রীশ্রীমৎ স্বরূপানন্দের শ্রীহট্টের বক্তৃতাবলি সম্বন্ধে সুর্ম্মাভ্যালী ও পার্ব্বত্য জিলা-সমূহের অবসর-প্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্‌পেকটার অব স্কুলস্, রায় সাহেব নদীয়া বিহারী দাস, এম-এ, বি-এল্, বিটি মহাশয় কি বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা শ্রীহট্টের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। তিনি ২৫-৮-৩৫ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"Swami Swarupananda Paramhansa Deb paid a visit to the Sylhet town sometime in January, 1935 and gave a series of lectures on

subjects relating to the present-day social and moral life. On my attending his first lecture I was so much moved by his eloquence and depth of learning that I never omitted to attend the rest. Ladies and gentlemen mustered in thousands to listen to his illuminating talks. He was punctual to the minute and as it was said of a great Parliamentary leader that he drew off his great coat and began his long speech, so it was the case with the Swamiji everyday. Immediately on his arrival, he took up his subject and began his oration. His thundering voice with the nicely long-drawn-out periods came upon the audience like an avalanche and often we did not know where we were being carried. We felt that we were being treated to a pyrotechn ics of style and language with this difference that the forcefulness and persuasive character of his utterances made profound impression on our minds. Pin-drop silence prevailed althrogh his lectures which lasted for two hours or more. The general impression was that since the days of the great Krishnananda Swami Sylhet had not heard such soul-stirring lectures.

"The subjects dealth with by Swamiji mostly were Brahmacharya, Physiology, Sociology and Religion and such allied themes. The Swamiji's only object is to see India rejuvenated along the line of self-help and self-control and his appeal is to the young. The Swamiji gave excellent demonstration of some **Asanas** in connection with his lecture on Brahmacharya and for the days he was here, he held morning classes where young boys were taught **Asanas**. The Swamiji is doing for Eastern India what Mr. Vaswani is doing for the Western. Both are great moral preachers and both have the fervour born of religious experiences. The Swamiji is absent from us but his dynamic personality transcends the barrier of time and distance and continues to inspire us still.

"In a comparatively short time, there has grown around him an **Asrama** which gives shelter to those who renounce all for the sake of the divine. It is a standing monument—noble and unique of its Kind—of what strong and steady will can achieve when there is an inner urge behind it."

সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

(বঙ্গানুবাদ)

"১৯৩৫ এর জানুয়ারী মাসে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব শ্রীহট্ট শহরে শুভাগমন করেন এবং বর্ত্তমান সামাজিক ও নৈতিক জীবন সম্পর্কে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতাটি শুনিয়াই তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় ও জ্ঞানের গভীরতায় আমি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তাঁহার পরবর্ত্তী ভাষণ সমূহ শুনিবার ব্যাপারে আমি কোনও দিনই অনুপস্থিত থাকি নাই। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা সহস্রে সহস্রে তাঁহার জ্ঞানদায়িনী বক্তৃতা-সমূহ শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তিনি সময়ানুবর্ত্তিতা পালন করিয়াছেন এবং একজন মহান্ পার্লামেণ্টারী নেতার সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে যে, তিনি সভাস্থলে আসিয়াই তাঁহার গায়ের সুদীর্ঘ কোট্‌টা খুলিয়া ফেলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিতেন, ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছিল ঠিক তাই, স্বামী স্বরূপানন্দজী সম্পর্কেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। সভাস্থলে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার বিষয়-বস্তু লইয়া তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিতেন। তাঁহার বজ্রনাদতুল্য কণ্ঠবাণী প্রলম্বিত সুদীর্ঘ বাক্যোবলি পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে যেন, পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া যে তুষারস্তূপ নামে, সেই হিমানী-সম্প্রপাতের মত শ্রোতাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। এবং অনেক সময়ে আমরা বুঝিতেও পারিতাম না যে, কোথায় আমরা নীত হইয়া যাইতেছি। আমরা অনুভব করিতাম যে, আমরা যেন ভাষণ-শৈলীর এবং বাক্-বৈদগ্ধ্যের এক আতশবাজির প্রদর্শনী অবলোকন করিতেছি। কেবল পার্থক্য এই থাকিত যে, তাঁর উচ্চারিত বাক্য-সমূহের প্রবল শক্তিতে

আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার বিশেষত্ব এবং প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষমতা আমাদের মনের উপর সুগভীর অঙ্কপাত করিয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহার বক্তৃতা দুই ঘণ্টা বা তাহার অধিক কাল চলিত, তথাপি সভাস্থলে নিবিড় নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করিত। জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, মহান্ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর পরে শ্রীহট্ট এরূপ চিত্তোন্মাদিনী ভাষণাবলি আর শোনে নাই।

"যে সকল বিষয় নিয়া স্বামীজী আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্য-শারীরতত্ত্ব-ক্রিয়াবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং তত্তদ্‌বিষয় সম্পর্কে। স্বামীজীর একমাত্র লক্ষ্যই হইল স্বাবলম্বন ও আত্মসংযমের মাধ্যমে ভারতকে নবজীবন দান করা এবং তাঁহার অন্তরের যাবতীয় আবেদন হইতেছে দেশের যুবকগণের প্রতি। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে ইনি কতিপয় আসন-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। যতদিন তিনি শ্রীহট্টে ছিলেন, ততদিন তিনি প্রত্যহ প্রাতে আসন-মুদ্রার ক্লাস করিয়াছিলেন, সেখানে কিশোররা আসন-মুদ্রা শিক্ষা পাইত। শ্রীযুক্ত ভাস্বানি পশ্চিম ভারতের জন্য যাহা করিতেছেন, স্বামী স্বরূপানন্দজী পূর্ব্ব ভারতের জন্য তাহাই করিয়া যাইতেছেন। দুই জনেই মহান্ সংযম-প্রচারক এবং ধর্ম্মীয় আচরণের ফলস্বরূপ যে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে, উভয়েরই তাহা আছে। বর্ত্তমানে স্বামীজী আমাদের কাছ হইতে দূরে আছেন কিন্তু মহাশক্তির উৎস-স্বরূপ তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব তাহা কাল এবং দূরত্বের ব্যবধানকে   করিয়াছে এবং এখনও আমাদিগকে প্রেরণা যোগাইতেছে।

"অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এমন একটী আশ্রম জন্ম নিয়াছে, যাহা এমন ব্যক্তিদের প্রতিপালন করিতেছে, যাহারা পরমেশ্বরের জন্য সবকিছু ত্যাগ করিতে পারে। এই আশ্রমটী একটী মহৎ এবং অনন্যসাধারণ স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ,—প্রবল ও সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির পিছনে যদি এক আন্তরিক প্রেরণা থাকে, তবে তাহা কি করিতে পারে, এই আশ্রমটী তাহার জীবন্ত প্রমাণ।"

- কয়েক মাস পরে রায় সাহেব নদীয়া বিহারী দাস মহাশয় ১৮-১২-৩৬ইং তারিখে বঙ্গভাষায় একখানা পত্র লেখেন। তাহা নিম্নরূপ :—

"বেশ কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে যে, পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব শ্রীহট্ট হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন নিজ মত, পথ, আদর্শ ও সাধের স্বপ্নের প্রচারণা-কার্য্যে। হাজার জনে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—'এই যে তিনি দিনের পর দিন, প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া, এই শহরে অনর্গল মধুমিশ্রিত বজ্রবাণী সব বর্ষণ করিয়া গেলেন, তাহার কি ফল হইল ? আমরা কি কি দিতে বাধ্য হইলাম ? তিনি কি কি নিয়া গেলেন ?' দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহাকে শুশ্রূষু কর্ণের মনোযোগ ছাড়া আর কিছু দিতে পারিয়াছি বলিয়া কেহ বলিল না। এইরূপ কুড়ি একুশটী অসামান্য বাগ্মিতাপূর্ণ, অতুলনীয় জ্ঞান-সম্ভারে সুসজ্জিত বক্তৃতা উপহার দিলে অন্য যে-কোনও ধর্ম্মপ্রচারক বা সমাজ-সংস্কারক কি ভাবে, কত প্রকারে, কত রকম আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া নিয়া যাইতেন বা নিয়া যাইতে পারিতেন, সেই বিষয়ে এই শহরের গণিতজ্ঞ মহলে গবেষণার অন্ত ছিল না। কিন্তু অযাচক আশ্রমের

প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দজী এই শহর হইতে একটী কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিয়া নিতে চেষ্টা করেন নাই বা নেন নাই। ইহা এক তাজ্জব খবর ! বক্তৃতা-বিস্তার দক্ষতা সম্পর্কে কাহার সহিত ইঁহাকে তুলিত করিব ? বিপিন চন্দ্র পাল ? হঁা, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বটে। কিন্তু বিপিন চন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এত মধু ছিল না, ছিল বজ্র, শুধুই বজ্র। ইঁহার ভাষণে আছে বজ্র, বিদ্যুৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুশীতল মধু-বর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ? হঁা, তুলনীয় বটে কিন্তু তিনি ধর্ম্ম, প্রেম, অনাসক্ত সন্ন্যাস ও ঈশ্বরানুরাগের বিষয়ে বলিয়াছেন। স্বরূপানন্দের প্রতিটি বাক্যের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে অনুরণিত হইতেছে জননী জন্মভূমির প্রতিটি ধূলিকণার জন্য আকুল অনুরাগ, যেই অনুরাগ নিজ হাতে নিজের কাঁচা মাথাটা কাটিয়া লইয়া জননীর পদতলে নিঃসর্ত্ত উপঢৌকন দিতে সর্ব্বদা আগ্রহী ও আকুল। স্বামী বিবেকানন্দ ? আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, কিন্তু শ্রীহট্টে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব-বাসরে স্বামী স্বরূপানন্দের ভাষণ শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ জনতা আড়াই তিন ঘণ্টার জন্য একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কাহার কণ্ঠে এই সকল বজ্রবাণী শুনিতেছেন। সভার সভাপতি রায় বাহাদুর দুর্গেশ্বর শর্ম্মা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে,—'যৌবনে স্বকর্ণে প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনিয়াছি। আজ আমার মনে হইতেছে, সেই বিবেকানন্দই স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের কণ্ঠে নিজ জীবনী নিজে বর্ণনা করিয়া এই মহাজীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া গেলেন।' শ্রীহট্ট শহরে দুইবার ধর্ম্মচিন্তার বান ডাকিয়াছিল। একবার তখন, যখন পণ্ডিতা রমাবাঈ তাঁহার সরল সহজ সুন্দর

সংস্কৃত ভাষায় এই শহরের পণ্ডিতমুখ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, আর একবার, যখন ভারত-বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী আত্মধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম, সত্যধর্ম্মের বাণী বীণানিন্দিত কণ্ঠে কহিয়া শ্রীহট্টবাসীদিগের চঞ্চল মনকে সনাতন সত্য-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহট্টে ধর্ম্মচিন্তার যেন এক ঝটিকা-বর্ত্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বামী স্বরূপানন্দ নির্দ্দিষ্ট কোনও ধর্ম্মমতকে প্রচার করিতে আসেন নাই, তিনি শুধু সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র-সাধন সম্পর্কে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে তুফান সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহা উনপঞ্চাশ প্রভঞ্জনকে খেলা করিবার সুযোগ দিয়াছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা, জপ্‌জী সাহেব, সুখমণি সাহেব প্রভৃতি করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বমত নিয়া এমন তুলনামূলক আলোচনা এমন নির্ব্বিরোধ ভাবে আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের স্মরণে পড়ে না। কত বড় বড় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব যে এই সকল বক্তৃতার ফলে ম্লান ও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, ভাবিলে হাসি পায়। অথচ কি অম্লান উদারতার সহিত স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটী ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সুস্পষ্ট বলিয়াছেন,—'আমি ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসি নাই, আমি আসিয়াছি মনুষ্যত্বের দিব্য প্রসার ঘটাইতে। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয়, তাহা হইলে জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের এক হইয়া যাইতে কয় দিন লাগিবে? প্রকৃত মানুষ মাত্রের পক্ষেই ইহা সম্ভব যে, সে অপরের বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়াই নিজ ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারিবে। চরিত্রে যদি সংযম থাকে, তবে প্রত্যেকেই সে ভাবে চলিতে পারে। তাই আমি

সৈয়দ বা মোল্লার পূজারি নহি, আমি ব্রাহ্মণ বা পুরুতের পূজারি নহি, আমি পূজা করি মানুষকে।' হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের কাছে সুখশ্রাব্য কটু বক্তৃতা দিবার ক্ষমতার প্রকাশ ইহার পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। ঐস্লামিক শাস্ত্রে এই বক্তার গভীর পাণ্ডিত্য ও অধিপ্রবেশ দেখিয়া অনেক এলেমদার মৌলবী-মৌলানারাও প্রশংসা-গুঞ্জন করিয়াছেন। একটী দুইটী ব্যতিক্রম ছাড়া রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, খান সাহেব প্রভৃতি উপাধিধারী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রত্যেককে সভাস্থলে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া একটা অত্যাশ্চর্য্য বিরল ঘটনা। সংযম-পূর্ণ শান্তিময় জীবন-যাপনে ইচ্ছুক নারীরা ভাবিয়াছেন,—'আমাদের পরিত্রাতা আসিয়াছেন।' সংযম-ব্রত পালনে ইচ্ছুক পুরুষেরা ভাবিয়াছেন,—'আমাদের মুক্তিদাতার শুভাগমন হইল।' এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই শহরে ছিল না, যাহার গৃহে বা যেখানে একবার এই মহাপুরুষের চরণধূলি নিক্ষেপের জন্য অনুরোধ আসে নাই এবং আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিনি অধিকাংশ লোকের অনুরোধই সানন্দে রক্ষা করিয়াছেন। কোথাও কোনও প্রণামী সংগ্রহ করেন নাই, ইহাও আশ্চর্য্য। দীক্ষা নিবার জন্য অসংখ্য মানুষের সমাগম হইয়াছে কিন্তু সম্ভবতঃ একটী কলেজী ছাত্র এবং একটী কুমারী মেয়েকে ছাড়া আর কাহাকেও দীক্ষা বোধ হয় দেন নাই। আজও ঘরে ঘরে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়-সমূহের আলোচনা-প্রত্যালোচনা চলিতেছে। আমাদের অনেকের মনে হইতেছে যেন তিনি এখনো আমাদের মধ্যেই এই শহরেই অতি নিকটবর্ত্তী কোনও নিভৃত ভবনে বসিয়া আমাদের কল্যাণের জন্য মন্ত্রজপ করিতেছেন,—'মানুষ হও,

মানুষ হও ।'—মনের ভাব অকপটে লিখিলাম। যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি । কে রুষ্ট হইবে, কে তুষ্ট হইবে, সেই ভাবনা ভাবি নাই।"

শ্রীহট্টের পর পাথরকান্দি এম-ই স্কুলে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী কাছাড় জেলার সদর শহর শিলচরে আগমন করেন এবং ২৪, ২৫, ২৬ এবং ২৭ মাঘ ক্রমান্বয়ে চারিটী বক্তৃতা প্রদান করেন । এই বক্তৃতাবলি সম্বন্ধে শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র পুরকায়স্থ, এম-এ, বি-টি, এফ-আর-এ-এস্ (লণ্ডন) এফ-এম-এস (লণ্ডন) মহোদয় যে অভিমত জানাইয়াছিলেন (ইং ৭-১২-৩৬) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

"Swami Swarupananda Paramhansa of Pupunki Ayachak Ashrama delivered a series of lectures in the Hall of the Silchar Normal School last year, on religion, morals and yoga. All classes of people flocked to these lectures—from educated agnostics to devout believers, from school-children to elderly gentlemen of position. Although he spoke for nearly three hours daily, he kept his large audience fully interested for the whole time. The sweetness and strength of his voice, the force and beauty of his language, the practical demonstration of Yogic exercises that he advocated and the charm

of his winning manners drew larger crowds every night, some of whom had unfortunately to go away disappointed for want of space.

"The moral and religious principles that he practises and preaches are lofty, they contain no sectional, local or racial appeal. He aims at a better world. His fight is against the selfishness, hypocrisy and immorality of the modern times.

"It is no wonder that he succeeded in provoking thinking and even controversy where a less forceful speaker would have failed to get any hearing at all in the prevailing atmosphere of complacent indifference. Nor is his work confined to mere preaching. He has really helped here many to a better way of life and spiritual advancement."

(বঙ্গানুবাদ)

"পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের হল্-ঘরে গত বৎসর ধারাবাহিক কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন, যাহার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম্ম, সন্নীতি ও যোগ। এই

বক্তৃতাগুলি শুনিতে শিক্ষিত নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাবাদী হইতে শুরু করিয়া ভক্তিপ্রাণ ঈশ্বর-বিশ্বাসী, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হইতে শুরু করিয়া বর্ষীয়ান্ পদস্থ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর নরনারী ভিড় জমাইয়াছিলেন। যদিও তিনি প্রত্যহ প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে সর্ব্বসময়ের জন্য মনোযোগী রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠের মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য, তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা ও সৌন্দর্য্য, যে সকল যৌগিক আসন-মুদ্রা তিনি প্রচার করিতেছেন, তাহাদের বাস্তব প্রদর্শনী এবং শ্রোতার উপরে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ শিষ্ট ব্যবহার প্রতিটি অপরাহ্নে পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিকতর শ্রোতা আকর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেককে স্থানাভাব বশতঃ ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

"ধর্ম্মীয় ও নৈতিক যে সকল পদ্ধতি তিনি নিজে আচরণ করেন এবং প্রচার করেন, তাহা অত্যুচ্চ-মহিমান্বিত। তাঁহার প্রচারের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক, স্থানিক বা জাতিগত স্বার্থের আবেদন নাই। তিনি একটী শুদ্ধতর মহত্তর পৃথিবী চাহিতেছেন। তাঁহার সংগ্রাম হইতেছে আধুনিক কালের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে, কপটতার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

"ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সেখানে তিনি মানুষের চিন্তা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তুমুল বিতর্কেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেখানে তাঁহার অপেক্ষা অল্প-শক্তিধর কোনও বক্তা আসিয়া হয়ত একজন শ্রোতাও পাইতেন না,—বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এমনই এক আত্মসন্তুষ্টি ও ঔদাসীন্য বিরাজমান। তাঁহার

কাজ একমাত্র উপদেশ প্রচারই নহে, তিনি এখানে সত্য সত্যই বহু জনকে উন্নত জীবনের এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।" *

শিলচরের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যবহারাজীবী রায় সাহেব রুক্মিণী রঞ্জন দাস কয়েক বৎসর পরে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"আমি স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে জানিতাম না, চিনিতাম না, কেবল নাম শুনিয়াছিলাম। কোন্ সত্যযুগে শুনিয়াছিলাম তাহাও আমার মনে নাই। শুনিয়াছিলাম, একজন সাধক পুরুষ ভারতবর্ষে আছেন, যিনি ভিক্ষা করেন না, চাঁদা তোলেন না, নিজ বিক্রমে নিজের পয়সায় দেশভ্রমণ করেন আর যেখানে যান সেখানেই ধারাবাহিক পাঁচদিন, দশদিন, বিশদিন বক্তৃতা দেন। অবাক্ লাগিয়াছিল, তাই দেখিবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল কিন্তু দেবদর্শনের সে সুযোগ আমার হয় নাই। শুনিলাম, তিনি শ্রীহট্টে আসিয়া কচুকাটা করিবার মতন মানুষের মনের জঙ্গল কাটিয়া শেষ করিয়াছেন। শুনিলাম, এই বক্তৃতা নিয়া মামলাও উঠিয়াছে, মামলা প্রত্যাহৃতও হইয়াছে, অথচ বক্তা নাকি মামলার কোনও তদ্বিরই করেন নাই। জনমতের চাপে পড়িয়া প্রবল ক্ষমতা-সম্পন্ন অভিযোক্তা তাঁহার ভ্রান্তি-প্রসূত মিথ্যা মামলা তুলিয়া লইয়াছেন। আরও বিস্ময় বোধ হইল তখন, যখন শুনিলাম যে এই শিলচরেই তিনি আসিয়াছিলেন, প্রচারার্থ বিতরণীয় বিজ্ঞাপনগুলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে* কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সভাস্থলে যাহাতে জনসমাগম না হইতে পারে তাহার জন্য

* শিলচরের বক্তৃতাবলীর বিবরণ অখণ্ড-সংহিতা ষোড়শ খণ্ডে বিধৃত রহিয়াছে ।

প্রবল পিকেটিং-এর ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি নর্ম্মাল স্কুলের বিরাট হল জনতায় ভরিয়া গিয়াছে, বাহিরের প্রাঙ্গণেও তিল-ধারণের স্থান রহে নাই। শুনিলাম, প্রচারের যাবতীয় ব্যয় এই সন্ন্যাসী নিজ পকেট হইতেই সঙ্কুলান করেন। অগতি-পন্থীরা প্রগতির নামে সভাগুলি পণ্ড করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচণ্ড বাধার সম্মুখে কোষমুক্ত তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে বিজয়ী স্বরূপানন্দ শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এই সঙ্কল্প নিয়া যে, ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ আগমন নহে,—তিনি আবার আসিবেন।

"আবার আসিব, আবার হাসিব,
আবার গাহিব গান,
শুধু বলিবারে পরহিত তরে
নিজেরে করহ দান।"—

এইটীই স্বামী স্বরূপানন্দের অন্তরের আসল বাণী। তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম তখন, যখন পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছিলাম করিমগঞ্জে আমার এক আত্মীয়-ভবনে। শান্ত, স্নিগ্ধ, সদাহাস্যময় সুন্দর একটা জীবন্ত মানুষ প্রাণোচ্ছল হাসিতে গৃহ এবং অঙ্গন মুখরিত করিয়া দিয়া যখন বলিলেন, 'তোমার আত্মীয়ের রোগ যতই প্রচণ্ড হউক, আমি বিনামূল্যে তাহার চিকিৎসা করিব ততকাল, যতকাল সে নীরোগ না হয়।' চারি বৎসর কাল তাহার চিকিৎসা চলিয়াছিল এবং পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম বা তাঁহার প্রতিনিধি-স্থানীয় কোনও ব্যক্তি ঔষধের মূল্য বা ডাক-খরচ বাবদও একটা কপর্দ্দক নেন নাই। বাধার মধ্য দিয়াও, বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়াও,

উত্তেজনার শত প্ররোচনা সত্ত্বেও সুশান্ত দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া কাজ করিবার সামর্থ্য থাকা এই বজ্রপুরুষেই সম্ভব। তাঁহার একটা মাত্রই বাণী,—'চরিত্রবান্ হও, মানুষ হও। তুমি হিন্দু কিনা জানিতে চাহি না কিন্তু মানুষ হও। তুমি মুসলমান কিনা জানিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু মানুষ হও। তুমি বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহুদী হও, ইহা তোমার স্বাধীন ইচ্ছা কিন্তু আমার ইচ্ছা এইটুকু যে, 'তুমি মানুষ হও।' তিনি শিলচরে আসিয়াছিলেন নীরবে নিঃশব্দে কিন্তু শিলচর হইতে চলিয়া গেলেন শহরটীকে জয় করিয়া। শিলচরবাসীরা রেলষ্টেশন হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে শহরে নিয়া আসেন নাই, তিনি উঠিয়াছিলেন ভিন্ন-দেশীয় এক অখ্যাত ব্যক্তির গৃহে কিন্তু চলিয়া যাইবার দিন রেলষ্টেশনে গিয়া কাহারা ভিড় করিয়াছিলেন? এই শহরেরই মান্যগণ্য বহু ভদ্রলোক নহে কি? এই শহরেরই অধ্যাপক, শিক্ষক, জ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা নহে কি? ট্রেণ ছাড়িবার সময়ে তিনি কি মৃদুহাস্যে সকলের মনকে মথিত করিয়া বিনীত ভাবে বলিয়া যান নাই,—'আবার আসিব'?

"ইহার পরে তিনি বেশ কয়েকবার শিলচর আসিয়াছেন। বিরাট বিরাট অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহার যে-কোনও একটার জন্য যে কোনও মহামানব গৌরববোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু একটার জন্যও তিনি নিজ কৃতিত্ব দাবী করেন নাই বা একটার জন্যও জনসাধারণের কাছে চাঁদার খাতা সহ কর্ম্মী প্রেরণ করেন নাই। শিলচর শহর অনেকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখিয়াছে, যাহার গুরুত্ব ও বিশালত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু আসল

কাজ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস কাছাড় জেলায় যাহা করিয়াছেন, তাহাকে নাম দিতে হয় ব্যাপক সংগঠন। এমন করিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে জেলাকে জেলা চষিয়া ফেলিবার দৃষ্টান্ত ইহার পূর্ব্বে আর কেহ প্রদর্শন করেন নাই। আজ অতীব লজ্জিত ভাবে অধোবদনে শিলচর শহর মনে মনে এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছে যে, যাহাকে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া শহরে আনা সঙ্গত ছিল, সেই প্রবল গঙ্গা স্রোতকে বাধা দিতে গিয়াছিলাম কি জন্য? তাহার কি সার্থকতা ছিল? জেলাময় সর্ব্বত্র আজ মানুষ গড়িবার সংগঠন চলিতেছে, অথচ শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোনও প্রকার কৃত্রিম প্রয়াস নাই। আমার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে অন্ততঃ দশটী সমৃদ্ধ ও জ্ঞানোজ্জ্বল পরিবার আছে, যাহার প্রতিটি নরনারী স্বরূপানন্দ-ভক্ত, অথচ একজনকেও স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেন নাই,—দীক্ষা নাও, শিষ্য হও। শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে অনাসক্ত এমন যোগী ভারতে আর দ্বিতীয় কাহাকে পাওয়া যাইবে? চির-সংযত স্বরূপানন্দ সত্য সত্যই সংযম-প্রচারে সুসার্থক।"

২রা ফাল্গুন শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কাছাড় জেলার মহকুমা হাইলাকান্দি শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে এক বিশাল জনতার সমক্ষে "সংযম ও সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে এবং স্থানীয় নাট্যমন্দিরে ৫ই ফাল্গুন মহিলাদিগের নিকটে "সংযম ও নারীজীবন" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে স্বামীজী পুপুনকী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩৪২ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার পুনরায় ভ্রমণ আরম্ভ হয়। ১০ই আষাঢ় হইতে ১৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ধারাবাহিক সাতদিন পর্য্যন্ত

শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ বর্দ্ধমান হরিসভাতে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দুই দিন হরিসভার হলেই বক্তৃতা হইয়াছিল এবং লোকসংখ্যার অল্পতা দর্শনে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী বা শহরের সহিত বহুশ্রুত বর্দ্ধমানের সৎকথা শুনিবার আগ্রহ-বিষয়ে পার্থক্য দেখিয়া স্বামীজী এবং তাঁহার সহচর ব্রহ্মচারী বিস্মিতই হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন হইতে বৃষ্টির সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রতিদিন বাহিরের মাঠে সভা হইতে লাগিল। জনতার বিপুল আধিক্য দর্শনে স্বামীজী বলিলেন,—"বুঝিলাম, বর্দ্ধমান প্রকৃতই বর্দ্ধমান, ক্ষীয়মাণ নহে।" বর্দ্ধমানের বক্তৃতা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কোনও সময়ে বর্দ্ধমানের উকিল শ্রীযুক্ত সরোজ রঞ্জন মজুমদার বিল এল, লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীমৎ স্বামীজীর বক্তৃতাবলি এখানে একটা নবভাবের প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছে। উৎসাহহীন, উদ্দীপনাহীন, লক্ষ্যহীন, আশাহীন বর্দ্ধমানের বুকে একটা নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। বর্দ্ধমান বারংবার স্বামীজীর কল্মষাপহ উপদেশ শুনিতে চাহে। শত শত লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজী আবার কবে আসিবেন।"

বর্দ্ধমানের পরেই শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী রংপুর আসিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তিনি রংপুর কলেজে ১০ই শ্রাবণ তারিখে বক্তৃতাদান করেন। পরবর্ত্তী আরও একদিন ২৪শে শ্রাবণ কলেজে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামীজীর এই বক্তৃতা সম্বন্ধে রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ডি, এন, মল্লিক বি-এ, (ক্যান্টার), এস-

সি, ডি, এফ, আর, এস-ই, আই-ই-এস্ (রিটায়ার্ড) মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"Acting on the suggestion of Rai Bahadur S. C. Chatterjee who is always anxious to give of his best to the College, I invited Paramhansa Swami Swarupananda to deliver an address in the College Hall and was deeply gratified at the result. All listened to him with apt-attention and all with one voice spoke feelingly and gratefully of the benefit they had derived by listening to his discourse. Apostolic fervour with which he brought home to his hearer's the sacred law of the brotherhood of man and sisterhood of woman made an indelible impression on his hearers which I cannot help acknowleging with gratitude.

"We were anxions to have many more discourses from him but he had time to deliver only one more-during his second visit which was also most warmly appreciated.

"I have been favoured with an account of the Ashrama in Manbhum which he has founded. Based on the principle of never asking for any assiatance from the public it illustrates the

great principle on which St, Barnados' Home is founded and which will, I trust, serve as a corrective to the materialistic tendencies which are now producing such an havoc on the Soul of India."

(বঙ্গানুবাদ)

"রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বদাই তাঁহার ভাল জিনিষটুকু আমাদের কলেজকে দিয়া থাকেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন কলেজ-হলে পরমহংস স্বামী স্বরূপানন্দজীকে ছাত্রদের সমক্ষে ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে। ইহার যাহা সুফল ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমি মুগ্ধ। শ্রোতারা সকলেই গভীর মনোযোগের সহিত তাঁহার ভাষণ শুনিয়াছিল। গভীর আবেগের সহিত এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে সমস্বরে সকলে বলিয়াছিল যে তাহারা এই বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। আমিও একথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার না করিয়া পারিব না যে, ভগবদ্‌বাক্য প্রচারের যোগ্যতা নিয়া যাঁহারা কথা কহেন, তাঁহাদেরই উৎসাহ নিয়া মানুষের সহিত মানুষের পবিত্র ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্বকে স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের অন্তর মধ্যে অলোপ্য অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া যাইতেছিলেন।

"স্বামীজীর কাছ হইতে আরও কয়েকটী বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমরা ব্যগ্র ছিলাম। তাঁহার দ্বিতীয় রংপুর ভ্রমণে তিনি মাত্র একটা ভাষণ দিবারই সময় দিতে পারিয়াছিলেন এবং এই দ্বিতীয় ভাষণটিও বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়া শ্রুত হইয়াছিল।

"মানভূমে যে আশ্রমটি তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ

আমি পাইয়াছি। তাঁহার আশ্রম অযাচক বৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহার জন্য জনসাধারণের কাছে কোনও সাহায্য চাওয়া হয় না। ইউরোপের সেন্ট বার্ণাডোজ হোম এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমান বস্তুতন্ত্র যুগে মানুষের ঈশ্বর-বিমুখ মনোভাব যে মহাধ্বংসের সৃষ্টি করিতেছে, এই আশ্রমের দ্বারা তাহার প্রতিকার-পন্থা সূচিত হইতেছে।"

বস্তুতান্ত্রিক মৌখিক আলোচনা-কালে ডাক্তার মল্লিক স্বামীজীর বক্তৃতাকে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতার সহিত তুলিত করিয়াছিলেন।

রংপুরের সুপ্রসিদ্ধ সম্মোহন-বিদ্যা-বিশারদ প্রফেসার রুদ্র লিখিয়াছিলেন,—

"হিপনোটিষ্ট বা সম্মোহন-বিদ্যা-বিশারদ রূপে আমার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতি আছে। কিন্তু স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যে হিপ্নোটিষ্ট না হইয়াও সভাস্থলে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য সম্মোহিনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, রংপুরের শ্রোতাদের মধ্যে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে হাজার হাজার লোক একই সঙ্গে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়ার ঘটনা প্রায় প্রত্যহই ঘটিয়াছে। ঐ মধুশ্রবা বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি উচ্চারিত হওয়া মাত্র মত্ত মাতঙ্গের মত উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিমেষে স্তব্ধ হইয়াছে এবং বলিতে গেলে একটী নিঃশ্বাসে আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টার একটী বক্তৃতা কর্ণদ্বয় দ্বারা গলধঃকরণ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সত্যই দুর্লভ।"

রংপুর টাউন-হলেই ১১ শ্রাবণ তারিখে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রদত্ত স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা হয়। প্রথম দিনেই এত জনতা হয় যে, রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেশ একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়াই স্বামীজীর প্রবেশ-পথ করিয়া দেন। রায় বাহাদুরই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বক্তৃতারম্ভের পাঁচ মিনিট পরে হলের বাহিরের জনতা এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, পনের মিনিট কাল বক্তৃতা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয় এবং বাহিরের লোকদের ভিতরে আনিয়া ঘেঁষাঘেষি করিয়া বসাইবার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। পুনরায় বক্তৃতারম্ভ হইবার পাঁচ মিনিট পরে সভার একজন উদ্যোক্তা প্রস্তাব করেন যেন বাহিরে যাইয়া এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সম্মুখস্থ মাঠের মধ্যে বক্তৃতারম্ভ হয়। কিন্তু এমন বহু ভদ্রমহিলা এই দিনকার সভাতে ছিলেন, যাঁহারা মাঠের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে বসিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন। এই দিবস বক্তৃতা এখানেই হইল। জননীদিগকে পৃথক্ ভাবে ধারাবাহিক দুই দিন বক্তৃতা শুনাইবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজী ঘোষণা করিলেন যে, পরদিন হইতে বাহিরে খোলামাঠেই বক্তৃতা হইবে।

১২।১৩।১৪।১৫।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২ শ্রাবণ এই দশ দিন প্রত্যহ অপরাহ্নে খোলা মাঠেই বক্তৃতা হইতে লাগিল। শহরে ফুটবল ম্যাচের ধূম চলিয়াছে,—আর অতি নিকটেই খেলার মাঠ। দক্ষিণে ১৫০ হাতের ভিতরে অবস্থিত সিনেমা হল, বামে ২৫০ গজের ভিতরে কার্ণিভালের আলোকসজ্জিত মায়াব্যূহ। ইহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পুপুন্‌কীর তপঃসিদ্ধ ঋষি কম্বুকণ্ঠে ইন্দ্রিয়-সংযমের অপূর্ব্ব উপদেশ-বাণী বর্ষণ করিয়া যাইতেছেন, আর সহস্র সহস্র শ্রোতা নর্ব্বাক্

বিস্ময়ে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। এরূপ দৃশ্য বাঙ্গালী জাতি কদাচিৎই দেখিয়া থাকিবেন। বলা বাহুল্য, সিনেমার কর্তৃপক্ষ ছায়াচিত্র প্রদর্শনের সময় কতকটা পিছাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রত্যহ যখন নিয়মিতভাবে অপরাহ্নে দুই ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতা চলিতেছিল, তখন স্বামীজী কোনও কোনও দিন দ্বিপ্রহরেও অন্যত্র বক্তৃতা দিতেছিলেন। যথা, ২১শে শ্রাবণ রংপুর গার্লস্ হাইস্কুলে বক্তৃতা দিবার পরেই পুনরায় টাউনহলে মহিলা-সভা। ২২শে শ্রাবণ তারিখেও মহিলা-সভায় আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজীর রংপুরের বক্তৃতাবলি সম্বন্ধে রংপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন,—

"I wish to place on record that I had the privilege and pleasure of listening to the very able addresses of Swami Swarupananda Paramhansaji of Ayachak Ashrama when he spoke here last year. I can unhesitatingly say that his mighty eloquence and effective presence, his absolutely tireless voice of thundering vibrations with the tincture of musical sweetness in it, his command over language and literariness of style, his wealth of imagery and steel-like clarity, his fluency of speech and rythmic rises and falls, the vast depths of his thoughts and absolutely extraordinary logic in every

sentence, may be said to be unrivalled. He kept the audience spell-bound for hours together and many of them acknowledged that they were greatly profited by what they heard" (24 4-36)

(বঙ্গানুবাদ)

"গত বৎসর যখন অযাচক আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী রংপুরে তাঁহার সার্থক ভাষণ সমূহ দিতেছিলেন, তখন আমি যে তাঁহার বক্তৃতা-সমূহ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, সেই কথাটী লিখিতে চাহিতেছি। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতে পারি যে, তাঁহার শক্তিগর্ভ, ওজস্বী, পৌরুষপূর্ণ বাগ্মিতা, প্রভাব-বিস্তারী ব্যক্তিত্ব, সঙ্গীতের মাধুর্য্য-মণ্ডিত বজ্রনির্ঘোষ-মন্দ্রিত, ক্লান্তিলেশহীন কণ্ঠস্বর, ভাষার উপরে তাঁহার অধিকার, বক্তব্য পরিবেশনের অসাধারণ আলঙ্কারিকতা, কল্পনার ঐশ্বর্য্য, ইস্পাতের ন্যায় পরিচ্ছন্নতা, বাক্যাবলির সাবলীলতা ও ছন্দোময় উত্থান-পতন, চিন্তার অসামান্য গভীরতা এবং প্রতিটি বাক্যের অনন্যসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠতা প্রভৃতিকে বলিতে পারি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন।"

রংপুরের রায় বাহাদুর রাধারমণ মজুমদার বলেন,—

"Srimat Swami Swarupanandaji Maharaj of the Pupunki Ashrama (Manbhum) visited our

town in July 1935. He delivered a series of lectures to the public and I had the privilege of hearing him on two or three occasions. He spoke in Bengali, chiefly on social and religious matters. Swamiji is a gifted public speaker. He has a faultless diction, an easy and graceful delivery and a lucid and impressive style. He possesses a thorough knowledge of the modern sciences, as well as of the ancient Hindu Shastras, from both of which he drew freely to illustrate and prove the subject of his lectures. At Rangpur he was able to attract a very large audience of the educated class, every day, who heard him with rapt attention for hours together and returned home much the better both morally and intellectually" (21-8-36)

(বঙ্গানুবাদ)

"মানভূমের অন্তর্গত পুপুনকী আশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ আমাদের শহরে শুভাগমন করেন ১৯৩৫ ইংরাজির জুলাই মাসে। জনসাধারণের সমক্ষে তিনি ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেন। দুই তিন দিন তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি বাংলা ভাষায় বলিয়াছিলেন, বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক এবং ধর্ম্মীয়। স্বামীজী একজন দৈবশক্তি-সম্পন্ন বক্তা। তাঁহার ভাষাবিন্যাস নির্ভুল, তাঁহার শব্দপরিবেশন-প্রণালী সহজ,

সরল ও সুন্দর, তাঁহার বলিবার ভঙ্গিমা সহজবোধ্য ও চিত্তের উপরে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ। আধুনিক বিজ্ঞান-সমূহে তাঁহার জ্ঞান সুগভীর এবং প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ সম্পর্কেও সেই কথা। বক্তব্য বিষয়কে প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি উভয় দিক হইতেই অবহেলে তথ্য আহরণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। রংপুরে তিনি প্রত্যহ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের অত্যধিক সংখ্যায় বক্তৃতাস্থলে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিড় মনোযোগের সহিত ভাষণ শুনিয়াছেন এবং গৃহে ফিরিয়াছেন বুদ্ধিগত ভাবে এবং নৈতিক ভাবে লাভবান্ হইয়া।"

রংপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন,—

"I have had the pleasure and honour of knowing Srijut Swami Swarupananda Paramhansa Deb of Pupunki Ayachak Ashram for nearly two years now. He came to Rangpur on three occasions during this period and on one of these occasions he delivered a series of lectures on religious and social subjects, and he did so with wonderful eloquence and full mastery over the subjects on which he spoke. He has a powerful and at the same time sweet voice and he speaks with persuasion carrying the audience with him. He is a great moral teacher with very high ideas, his sole object being the moral and social uplift

of the present and future generation of Indians. I sincerely pray to God that he may be given a long lease of life to carry on his life's works.

(বঙ্গানুবাদ)

"পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে আমি দুই বৎসর যাবৎ জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তিনবার তিনি রংপুর আসিয়াছেন এবং তন্মধ্যে একবার তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি আশ্চর্য্যজনক। যে সকল বিষয় নিয়া তিনি ভাষণ দিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে তাঁহার অধিকার অসাধারণ। তাঁহার কণ্ঠ-স্বর ওজস্বী এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুর। তিনি বক্তৃতাকালে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেন যে, তাঁহার শ্রোতারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিত হয়। অতীব উচ্চ আদর্শ-সম্পন্ন এক মহান্ সংযম-প্রচারক তিনি। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে বর্ত্তমান ও ভাবী প্রজন্মগুলিতে ভারতীয় জীবনের নৈতিক ও সামাজিক অভ্যুদয়। আমি অকপটে পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, যেন তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে তাঁহার জীবনের কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য সুদীর্ঘ জীবন দান করেন।"

রংপুরের সাপ্তাহিক মুখপত্র "রঙ্গপুর-দর্পণ" এই প্রসঙ্গে "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"বিগত সপ্তাহাধিক কাল রঙ্গপুরবাসীর কর্ণে নানাভাবে এই বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। ঠিক এই মুহূর্ত্তে রংপুরে পুপুন্‌কী অযাচক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের

প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা লইয়া অকুতোভয়ে ব্রহ্মচর্য্য ও নীতিধর্ম্মের ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন,—"ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্",—এই বাণী আমোদ-প্রমোদ নৃত্যকলাপরায়ণ রঙ্গপুরের নরনারীকে শুনাইতে লাগিলেন। 'কে আছ মুমুক্ষু, কে আছ দেশ ও জাতির মঙ্গলকামী, তোমার নিজের, তোমার সন্তানসন্ততির, তোমার ভাই-ভগিনী ও জননীর, তোমার স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় প্রবৃত্তির উন্মার্গগামী পদক্ষেপ সংযত কর।' মোহসুপ্ত রংপুরবাসীর কর্ণে সে ধ্বনি প্রবেশ করিয়া একটা শিহরণ জাগাইয়া দিল। কেহ কেহ বলিলেন,—'স্বামীজীর বাগ্মিতা প্রশংসনীয়,' কেহ কেহ বলিলেন,—'স্বামীজীর পাণ্ডিত্য কি সুগভীর!' কেহ কেহ বিজ্ঞতার ভাণে বলিতে লাগিলেন, 'হুঁ। কথাগুলিতে ভাবিবার বিষয় আছে!' স্বামীজীর শ্রুতিমধুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, নির্ভীক বাণীর ফলে রঙ্গপুরবাসীর চিত্তে নবারুণের সমাবেশ হইতে লাগিল। * * * আজ রঙ্গপুরবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি, যিনি প্রকৃত হৃদয়বান্ ও রঙ্গপুরবাসীর প্রিয়, সেই রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, যে দিনের পর দিন সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামী স্বরূপানন্দের ওজস্বিনী বাণী শুনাইয়া রঙ্গপুরবাসীর ভাবরাজ্যে প্রবল আন্দোলন-তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন, তাহার পরে রঙ্গপুরবাসী দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবে কি, আমরা নারীনৃত্য চাহি না, দুঃখদারিদ্র্যের প্রবল হাহাকারের মধ্যে প্রবৃত্তির উন্মেষকারী সিনেমা, টকি, বায়স্কোপের চাঞ্চল্য ও তরলতা চাই না, আমরা কার্ণিভালের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চাই?" (২০শে শ্রাবণ, ১৩৪২)

ইহার পরে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব উলিপুর আসিয়া দুইটী বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতাদ্বয়ের সম্পর্কে উলিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাই দয়াল বসু লিখিয়াছিলেন,—

"অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ দ্বারা এই অনুগ্রহের পরিচয় দান সম্ভব নহে। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব উলিপুরের মতন দুর্গম গ্রামে বর্ষায় কর্দ্দমাক্ত সুদীর্ঘ পথ অতি কষ্টে অতিক্রম করিয়া এখানে আসিবেন বলিয়া কে ভাবিতে পারিয়াছিল? আমাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মাত্র দুইটী ভাষণ দেওয়া। দুইটী ভাষণেই অগ্নিগর্ভ উৎসাহ-বাণী। 'ওঠ, জাগো ভারতবাসী, তোমাদের ঘুমাইবার আর অবসর নাই। কাজে হাত দাও কারণ, সূর্য্য-উদয়ের পরে অস্ত গমনে বেশী বিলম্ব করে না। প্রত্যেকে প্রকৃত পথ চিনিয়া লও।' তাঁহার বজ্রবাণীতে অনেকের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। একদা ভবিষ্যৎ ভারত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বামী স্বরূপানন্দের এই অমূল্য সেবার কথা স্মরণ করিবে।"

তৎপর কুড়িগ্রামে চারিটি এবং গাইবান্ধায় ছয়টী বক্তৃতা দান করিয়া তিনি রংপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কৈলাসরঞ্জন হাইস্কুলে এবং তাজহাট রাজবাটিতে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী ময়মনসিংহ রওনা হইলেন।

শ্রীহট্ট থাকিতেই ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং "গম্ভীর নাথ প্রসঙ্গ" নামক সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় স্বামীজীকে ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ী কমিটির পক্ষ হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমৎ স্বামীজী শ্রীহট্টের বক্তৃতা লইয়াই এত ব্যাপৃত হইয়া

পড়িলেন যে, ময়মনসিংহ তখনই যাওয়া সম্ভব হইয়া উঠিল না। শ্রীমৎ স্বামীজীর পত্র পাইয়া অক্ষয় বাবু ১৮-১-৩৫ ইং তারিখে স্বামীজীকে লিখিলেন,—"আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। আপনার বিনয় ও সৌজন্য আপনার কৃতিত্বকে সুষমা-মণ্ডিত করিয়াছে। সংবাদ-পত্রে আপনার দেশসেবার সংবাদ ও বাগ্মিতার প্রশংসা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। ঢাকায় গিয়াও আপনার প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছি। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, প্রতিষ্ঠা আপনার শক্তিকে কোন রূপে হরণ না করিয়া আরো উদ্দীপিত করিয়া তুলুক এবং আপনার ভগবৎ-প্রেম লোক-সেবার মধ্য দিয়া সকল দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিকে আপ্লুত করুক। আপনি এপ্রিল মাসে এখানে আসিবেন জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। সরস্বতী পূজার সময় আমরা অন্য ব্যবস্থা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিব। আপনার ভিতরে ভাগবতী শক্তি জয়যুক্ত হউক।"—কিন্তু এপ্রিল মাসে আর স্বামীজীর ময়মনসিংহ আসা সম্ভব হইল না, শত দিকের আকর্ষণ ছাড়াইয়া আসিতে আসিতে ভাদ্রের শেষ সপ্তাহ হইয়া গেল।

ময়মনসিংহ শহরের নগরজ্যেষ্ঠেরা সমবেত ভাবে নাম-স্বাক্ষর করিয়া উপযুক্ত বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়া পূর্ব্বেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৭শে ভাদ্র সূর্য্যকান্ত টাউন-হলে যথাকালে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। অধ্যাপক অক্ষয় বাবু শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, স্বামী স্বরূপানন্দজীর পরিচয় তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন না, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা স্বামীজীর অত্যদ্ভুত

বাগ্মিতার পরিচয় পাইবেন। সুতরাং আপনাদের নিকটে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।”

স্থানের অসঙ্কুলান বশতঃ দ্বিতীয় দিবস হইতে দুর্গাবাড়ীতে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইল। ২৮শে ভাদ্র হইতে ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া ক্রমান্বয়ে মোট তেরটী বক্তৃতা দুর্গাবাড়ীতেই চলিল। এতদ্ব্যতীত ২৮শে ভাদ্র টাউন হলে নারীরক্ষা সমিতির বার্ষিক সভায়, ৩রা আশ্বিন রাধাসুন্দরী গার্ল্স্ হাইস্কুলে, ৪ঠা আশ্বিন মহাকালী পাঠশালায়, ৫ই আশ্বিন মহিলাদের সভায় শ্রীমৎ স্বামীজী পৃথক কয়েকটী বক্তৃতাও দিলেন। প্রত্যহ শ্রোতৃ-মণ্ডলীর অভাবনীয় সমাবেশ হইতে লাগিল। উকিল-মোক্তার-বার, স্কুল, কলেজ, সব যেন আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে দুর্গাবাড়ী কমিটির সভাপতি এবং ময়মনসিংহ উকিল-সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার উকিল মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

“স্বামীজী যাহাদিগকে দিনের পর দিন চোস্ত ভাষায় গালাগালি করিতেছেন, তাহারাই দিনের পর দিন ভিড় বাড়াইতেছে, ইহাই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।”

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজা কান্ত মজুমদার এম, এ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"I had the privilege to hear Swami Swarupananda Paramhansa Deb while he was on tour at Mymensing and was profoundly impressed with the truth and earnestness of his scholarly and apostolic utterances. His tall, manly figure, his strong, clear, resonant voice, his command over a steady flow of chaste and ornate language with occasional gleams of humour make him a powerful and irresistible orator. But it is the appeal of his subject, even more than the art of his oratory, that moves his audience. 'Be men' is the burden of his inspiring song. His theme is the ideal of **Brahmacharya** which was the foundation of student life in ancient India, but which has all but vanished from the life of the modern student. The absence of a vigorous moral discipline, the sex-appeal of the cinema, a morbid craving for sensation and want of proper religious education are mainly responsible for the moral depression among our young men. Swamiji's efforts to revive the old ideal of **Brahmacharya** (a word for which I do not find an appropriate English equivalent) are highly commendable. He loves to address

himself to youth for it is they who are the architects of to-morrow, and it is in their soft and impressionable minds that ideas of **Brahmacharya** can germinate into life. I earnestly pray for the success of his mission, for the salvation of our country is bound up with the building up of a pure and sturdy manhood." (20-8-36)

(বঙ্গানুবাদ)

"তাঁহার ময়মনসিংহ ভ্রমণকালে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের ভাষণ শুনিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং দৈবপ্রতিভাসম্পন্ন বাক্যাবলির যথার্থতা এবং ঐকান্তিকতা দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। তাঁহার দীর্ঘ সবল দেহ, তাঁহার তেজস্বী, সুস্পষ্ট, মূর্চ্ছনাময় কণ্ঠস্বর, মাঝে মাঝে রসিকতার দীপ্তি সহ বিশুদ্ধ ও আলঙ্কারিক ভাষার অনর্গল প্রবাহের উপরে অধিকার তাঁহাকে একজন শক্তিশালী এবং অব্যর্থভাবী বাগ্মীতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু বাগ্মিতার শিল্পকলার চাইতেও তাঁহার বিষয়-বস্তুর আবেদনই তাঁহার শ্রোতাদের মন দ্রবীভূত করে। তাঁহার প্রেরণাময়ী সঙ্গীতের ধুয়া হইতেছে,—'মানুষ হও।' তাঁহার বক্তব্য বিষয় হইতেছে 'ব্রহ্মচর্য্য' যাহা ছিল প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবনের ভিত্তি কিন্তু হায়! যাহা বর্ত্তমান যুগের বিদ্যার্থীর জীবন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের তরুণ-তরুণীদের নৈতিক অধঃপতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী

হইতেছে কঠোর নৈতিক শৃঙ্খলার অভাব, ছায়াচিত্রের যৌন আবেদন, উত্তেজনা লাভের জন্য বিকারগ্রস্ত অত্যাগ্রহ এবং প্রকৃত ধর্ম্মীয় শিক্ষার অভাব। ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য স্বামীজীর এই অধ্যবসায় অতীব প্রশংসনীয়। (আমি ব্রহ্মচর্য্য শব্দটীর ইংরাজি প্রতিশব্দ দিতে অক্ষম হইতেছি।) স্বামীজী ভালবাসেন যুবকদের জন্য ভাষণ দিতে, কারণ তাহারাই ত ভবিষ্যতের নির্ম্মাতা এবং তাহাদেরই ত ভাব-গ্রহণযোগ্য কোমল মনে ব্রহ্মচর্য্যের ধ্যান-ধারণা অঙ্কুরিত এবং জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে। আমি স্বামীজীর মহদুদ্দেশ্যের সফলতা-কল্পে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি কারণ আমাদের দেশের মুক্তি শুদ্ধচেতা, চরিত্রবান্, দুর্দ্ধর্ষ মানুষের সৃষ্টির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।"

"মহারাজ" নামে পরিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী গণ-নেতা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছিলেন,—

"আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অখ্যাত এক পল্লীতে বসিয়া যে অপ্রসিদ্ধ একটী মানুষের নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তিনি আমাদের স্বামী স্বরূপানন্দ। তাঁহাকে আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করি চাঁদপুরে, কুলী-ধর্ম্মঘটের বিপর্য্যয়কর সময়ে। তিনি তখন সাড়ে সাত হাজার স্বেচ্ছাসেবকের একচ্ছত্র নেতৃত্ব করিতেছেন। আশ্চর্য্য লাগিল তখন, যখন সন্ধ্যার পরে পুরাণবাজারে এক গুপ্ত সমাবেশে বাঙ্গালীর দ্বারা গড়া প্রতিটি গুপ্তদলের নেতাদের সভায় তাঁহাকে সভাপতি রূপে দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্য হইলাম জানিয়া যে, ইনি নিজে

একটী দলেরও সদস্য নহেন। তবে কি করিয়া এতগুলি দলের নেতারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন? দীর্ঘকাল তাঁহার উপরে চখ রাখিলাম। জানিয়া কৃতার্থ হইলাম যে, অরাজনৈতিক থাকিয়াই তিনি দেশের সেবা করিবেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের ভিতর দিয়া দেশে মানুষ গড়িয়া বেড়াইতেছেন। একাজ তিনি আমৃত্যু করিবেন।"

কিন্তু শ্রীমৎ স্বরূপানন্দের ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলি শ্রবণের পরে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, মহাশয় যে অভিমত প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে যে গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রহিয়াছে, সম্ভবতঃ অপর কাহারও আলোচনায় তাহা নাই। তিনি "Swami Swarupananda as a Moral Teacher" বা "সংযম-প্রচারে স্বামী স্বরূপানন্দ" নামক তেরো পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুচিন্তিত নিবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, স্থানাভাবে তাহা এই পুস্তিকায় দেওয়া হইল না। আগ্রহী পাঠক তাহা অখণ্ড-সংহিতা বিংশ খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত খুঁজিলেই বঙ্গানুবাদ সহ পাইবেন।

ময়মনসিংহ হইতে আকুবপুর (ত্রিপুরা), শিবপুর, গোপালপুর, জিরতলী, মাধবসিংহ, কালীরহাট, বড় রামকৃষ্ণপুর, রাজগঞ্জ বাজার, বাবুপুর, টঙ্গিরপাড় প্রভৃতি হইয়া স্বামীজী ১৪ই কার্ত্তিক সন্দ্বীপ আগমন করিলেন এবং সন্দ্বীপ টাউন হলে "ছাত্রমঙ্গল পাঠাগারের" উদ্যোগে আহূত সভায় ধারাবাহিক তিন দিন বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সন্দ্বীপে ছাত্র-সমাজের মধ্যে ও অভিভাবকদের ভিতরে এক তুমুল উৎসাহের সঞ্চার ঘটিল। স্বামীজী চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে ছাত্র-

সমাজের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে দুইটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। সেই অভিনন্দনের একটিতে ছিল "দেব ! নিজ বাসভূমে পরবাসী, সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী বাংলার বুকে তুমি আত্ম-নির্ভরতার যে জলন্ত দীপশিখা হাতে ক'রে তোমার যাত্রা সুরু ক'রে দিয়েছ, সে আলোতে বাংলার ঘরে ঘরে প্রতি যুবকের হৃদয়ে স্বাবলম্বনের একটা প্রতীক মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিয়েছে,—তাই, হে লোকগুরো, তোমাকে আমরা এই দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করি।"

কিছুদিন পুপুন্‌কী আশ্রমে অবস্থান করিয়া পুনরায় স্বামীজী পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিন কিস্তিতে কুমিল্লাতে তিনি দ্বাদশটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সকল বক্তৃতাই মহেশ-প্রাঙ্গণে প্রদান করিলেন। মহেশ-প্রাঙ্গণের সুবিস্তৃত পাকা চত্বরেই প্রথম বক্তৃতা হইল, কিন্তু লোকের সুবিধার জন্য শেষে মহেশ-প্রাঙ্গণের দক্ষিণবর্ত্তী খোলা মাঠে নামিতে হইল। আট মাইল দশ মাইল দূর হইতে পর্য্যন্ত শ্রোতারা আসিতে লাগিলেন। প্রত্যহ শুধু মহিলাই প্রায় সহস্রাধিক সমবেত হইতেন, পুরুষদের ত কথাই নাই। কোনও ধর্ম্মসভাতে ত' কুমিল্লাবাসী এরূপ জনতা দর্শন করেনই নাই, অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনাসঙ্কুল রাজনৈতিক দিন-সমূহের পরে আর ইতিমধ্যে এত বড় জনতা কুমিল্লাবাসী কখনও দেখেন নাই। প্রথম কিস্তিতে ১৩৪২ এর ৩১শে চৈত্র হইতে ১৩৪৩ সনের ৩রা বৈশাখ পর্য্যন্ত চারিটী বক্তৃতা দিয়া রহিমপুর আশ্রমের উৎসবে যোগদানের জন্য স্বামীজী চলিয়া গেলেন এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ১১ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত পাঁচটী বক্তৃতা দেন। এই দিনই বক্তৃতা শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের আগ্রহে ১৬ই বৈশাখ

তারিখেও তাঁহাকে একটী বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্তু কুমিল্লার জনসাধারণের অতুলনীয় শ্রবণ-লালসা ইহাতেও তৃপ্ত না হওয়াতে স্বামীজী ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বক্তৃতা সারিয়া পুনরায় ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার কুমিল্লার একাদশ ও দ্বাদশ বক্তৃতা প্রদান করেন। কিরূপ আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য লইয়া যে শ্রোতৃবর্গ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দ সহিষ্ণুতায় সভাস্থলে বসিয়া থাকিতেন, তাহা দেখিয়া অতি-কঠোর-সমালোচনা-পরায়ণ ব্যক্তিদেরও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"Srimat Swami Swarupananda Paramhansa of the Pupunki Ayachak Ashrama delivered a series of lectures here at Comilla on religious and moral subjects. I was very favourably impressed with his mastery over the subjects he dealt with. He has got a happy knack of representing intricate and abstruse matters in lucid, chaste and appropriate Bengali. His mission is to help the building up of character of the rising generation and is thus fraught with immense possibilities. His discourses were highly appreciated by the people of Comilla who attended them, day after day, with renewed eagerness.

(বঙ্গানুবাদ)

"পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস কুমিল্লাতে ধারাবাহিক ধর্ম্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে কতিপয় বক্তৃতা দান করেন। আলোচিত বিষয়বস্তুর উপরে তাঁহার পূর্ণ অধিকার, দেখিয়া আমি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়কেও বিশুদ্ধ ও যথোচিত বাংলায় বিশদ ভাবে বর্ণনা করিবার এক আনন্দজনক নিপুণতা তাঁহার আছে। উদীয়মান তরুণদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করাই তাঁহার জীবন-ব্রত। ইহার ভাবী সুফল অপরিমেয়। তাঁহার ভাষণ-সমূহ কুমিল্লার জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা ও সাধুবাদ আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ সহকারে দিনের পর দিন বক্তৃতাবলি শুনিতে আসিয়াছেন।"

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর ধর এম-এ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"I heard Swamiji delivering a number of lectures at Mahesh Prangan. What struck us most was his punctuality. The audience increased from day to day. His speech was marked by mighty rhythm, wonderful compactness, an absolutely extraordinary logic and an elegant style. He never fumbled for an appropriate word as most other speakers in Bengali do. I saw him talk for hours to an absolutely silent and attentive audience,

squatting on the ground and listening as though bewildered to a very interesting literary work of great merit." (29-12-36)

(বঙ্গানুবাদ)

"মহেশ-প্রাঙ্গণে আমি স্বামীজীকে অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি। আমার সব চাইতে আশ্চর্য্য লাগিয়াছে তাঁহার সময়-নিষ্ঠতা। দিনের পর দিন তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার পৌরুষদীপ্ত বচনপ্রবাহের ছন্দোময়তা, অনাবশ্যক-বাহুল্য-বর্জ্জিত তত্ত্বসমূহের অত্যাশ্চর্য্য ঘন-সন্নিবেশ, নিখাদ ও অসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠা এবং অতিশয় সম্রান্ত বচন-ভঙ্গী ছিল তাঁহার বক্তৃতাগুলির বিশেষত্ব। উপযুক্ত শব্দটী খুঁজিবার জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তাঁহাকে একেবারে নিঃশব্দ ও মনোযোগী শ্রোতাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে দেখিয়াছি। শ্রোতারা মাটির উপরে বসিয়া শুনিয়াছেন এবং মনে হইয়াছে যেন একটী চিত্তাকর্ষক এবং উচ্চস্তরের সাহিত্যকৃতি শুনিবার জন্য কেহ তাঁহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

১৮ই বৈশাখ হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে আনন্দময়ী কালীবাড়ী স্বামীজীর বক্তৃতা আরম্ভ হইল এবং প্রত্যহ অপরাহ্ণে ধারাবাহিক সাতদিন বক্তৃতা চলিল। এতদতিরিক্ত কোনও কোনও দিন প্রাতেও বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে হইল। এই সকল বক্তৃতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কংগ্রেস-কমিটির দেশপ্রেমিক সভাপতি এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র তলাপাত্র এম-এ, বি-এল মহাশয় ইংরাজি ২৬-৮-৩৭ তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

"If moral stamina be ever considered to be a potent factor in the uplift of a down-trodden nation, if chastity and character be ever esteemed to be the supreme virtues leading to the regeneration of long-forgotten glories, then one must have to admit in an unhesitating voice that the appearance of Swami Swarupananda Paramhansa in the field of work is a significant event. A lover of the youths, he has most devotedly applied himself to the Herculean task of clearing the Augean stable of immorality and vice now prevalent among the youths of the country irrespective of caste, creed and religion. And he has proved by his uncommon perseverance that he is a man who can achieve what is unthought of and left aside to be nothing short of impossibility.

We, in this side of Bengal, have long known him as a veteran soldier fighting day and night against the currents and cross-currents of degeneracy umdermining the most adamantine rocks of high aspirations of the promising youth, and it is undoubtedly to his indomitable energy that we owe the springing up of many a worker of the present-day society in different

spheres of activity. But we were astonished to see him in a new role when he visited this town of Brahmanbaria during the last rains.—He was an orator.

"It is the first rule in oratory that a man must appear such as he would persuade others to be, and that can be accomplished by the force of his life",—so says Jonathan Swift, the Irish Satirist and Dean. And one has got to admit that from this point of view Swami Swarupananda is exactly the person to give his message to the world in the oratorial capacity. "The clear conception, outrunning the deductions of logic, the high purpose, the firm resolve, the dauntless spirit, speaking on the tongue, beaming from the eye, informing every feature, and urging the whole man onward, right onward to his object, this,—this is eloquence",—says Daniel Webster, the American orator and statesman. And if this definition is to be accepted, Srimat Swarupananda is really an eloquent speaker, possessing superabundantly the qualities referred to. The diffuse and polished deliveries of his splendid speeches make profound impression upon the hearers by

their vehement simplicity and the clear and native eloquence, by the superb elegance of the style couched in the most homely manner, and the beautiful turns of the rounded and musically harmonious periods full of power and grace. Avoiding all affectations and all studied flows he spoke the language issuing forth from the heart that goes straight into the heart, and naturally filled the audience with the theme of his oration, by exciting their enthusiasm, captivating their affections and swaying their passions. Reason was the guiding spirit of his conclusions and he never persuaded his hearers to believe anything unless the depths of the arguments both western and oriental have thoroughly been ransacked. He never drew a conclusion before he had fully discussed all possible arguments for and against with the same amount of sympathy and impartiality.

"What struck me much was his singularly able defence of the Shastras, not by the stale argumentations of the Pundits of the Tols or the Sanatanist dogmatist, but by the arguments that would be acceptable even to the ultra-modernist reformer or the social iconoclast.

For a long time the country has not heard such sweet orations with thunders mixed, orations both profitable and enjoyable—.In short we found in him a Swami Vivekananda.

(বঙ্গানুবাদ)

"পরপদবিদলিত জাতির অভ্যুদয়ের পথে নৈতিক দৃঢ়তাকে যদি একটী মহাপ্রভাববান্ কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়, যদি নৈতিক নিষ্কলঙ্কতা ও চরিত্রবলকে বহুযুগ-বিস্মৃত-প্রায় গৌরবের পুনরুজ্জীবনের পথে প্রধানতম সদ্‌গুণ বলিয়া মান্য করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বিধাহীন চিত্তে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ একটী অতীব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি যুবসমাজের প্রতি প্রেমবশত, বর্ত্তমান দেশের যুবকবর্গের মধ্যে বহুদূরপ্রসারী দীর্ঘকালসঞ্চিত দুর্নীতি ও অসংযমের জঞ্জাল-রাশি পরিষ্কার করিবার জন্য জাতি-মত-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই বহুশ্রমসাধ্য কঠোর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অলোক-সামান্য অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি এমন একটী মানুষ, যিনি এমন কাজও সম্পাদন করিতে পারেন, যাহা অতীতে ছিল অচিন্তিতপূর্ব্ব এবং যাহা অসম্ভব বলিয়া হইয়াছিল পরিত্যক্ত।

বাংলার এই প্রান্তে আমরা তাঁহাকে দীর্ঘকাল যাবৎ এমন একজন দুর্দ্ধর্ষ ও অভিজ্ঞ সৈনিক বলিয়াই জানি, যিনি দিবারাত্রি নীরবে ও অনলস ভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন অধঃপতনমুখী সেই সকল অনৈতিক স্রোতোধারার বিরুদ্ধে, যাহা প্রতিশ্রুতিবান্

নবযুবকদের সুদৃঢ় সুগঠিত চরিত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলদেশে অতি গোপনে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যাইতেছে। একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে হইবে যে, আজ যে আমরা সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বহু নূতন নূতন কর্ম্মীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছি, তাহা এই মহাত্মারই অদমিত কর্ম্মশক্তির ধারাবাহিক প্রয়োগের ফল। কিন্তু আমরা বিগত বর্ষায় তাঁহার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে শুভাগমন-কালে তাঁহাকে এক নূতন ভূমিকায় অবতরণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছি। এবার তিনি অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি-সম্পন্ন এক মহাবাগ্মী। আইরিশ রস-সাহিত্য-স্রষ্টা ধর্ম্মযাজক জোনাথন সুইফ্‌ট্‌ বলিয়াছেন,—'বাগ্মীর সর্ব্বপ্রথম গুণ এই হওয়া প্রয়োজন যে, তিনি অন্যকে যে পথে চালাইতে চাহেন, তিনি নিজেও যে সেই পথেরই পথিক,—এই ধারণাটী শ্রোতাদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া চাই। এই কাজটী একমাত্র নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়াই সম্পাদন সম্ভব।' এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে গেলে, স্বামী স্বরূপানন্দ যে সেই যোগ্যতম মানুষটী, একথা প্রত্যেককে স্বীকার করিতে হয়। বাগ্মী রূপে নিজ বাণী প্রচার করিবার তাঁহার অধিকার অবিসংবাদিত। আমেরিকান বাগ্মী ও রাজনীতিবিশারদ ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার বলিয়াছেন,—'যুক্তি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া গিয়াও অধিকতর অগ্রবর্ত্তী সুস্পষ্ট ধারণা, সুমহৎ উদ্দেশ্য, সুদৃঢ় সঙ্কল্প, নির্ভীক প্রেরণা যেখানে বক্তার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া ওঠে, তাহার নেত্রদ্বয়ে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, প্রত্যেকটী ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীকে এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে নিয়া বক্তব্য বিষয়ের পুরোবর্ত্তী করিয়া দেয়,—তখন বলিব, ইহাই এবং একমাত্র ইহাই বাগ্মিতা।' বাগ্মিতার এই সংজ্ঞা যদি মানিয়া

নিতে হয়, তবে শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ সত্যই একজন বাগ্মী, যে বাগ্মীর এই সকল গুণ স্বামী স্বরূপানন্দে প্রত্যাশাতীত প্রাচুর্য্যে বিদ্যমান। সুপরিমার্জ্জিত ভাষায় প্রদত্ত তাঁহার সুবিস্তারিত চমৎকার ভাষণ-সমূহ তাহাদের প্রসংগোচিত সরলতা, সুস্পষ্ট স্বাভাবিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, বাচনভঙ্গীর অতীব মহিমান্বিত সৌষ্ঠব দ্বারা শ্রোতৃবর্গের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে ভাষা আপনা আপনি প্রকাশ পায়, সেই ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন। এক এক পর্য্যায়ে এক একটা সুষমামণ্ডিত উচ্ছ্বাস আসিয়াছে এবং শক্তিমত্তা ও সৌন্দর্য্যের সুসমঞ্জস পর্য্যায়গুলি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার ভাণ এবং পূর্ব্বপরিকল্পিত বচন-বিন্যাস পরিহার করিয়া অন্তর হইতে যাহা বহির্গত হইয়াছে, তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ফল-স্বরূপ প্রতিটি বাক্য শ্রোতাদের অন্তরে সোজাসুজি প্রবেশ করিয়াছে। স্বভাবতই তিনি শ্রোতৃবর্গের উৎসাহকে উদ্দীপিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রাণঢালা প্রীতিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, মানসিক আবেগকে আন্দোলিত করিয়া বক্তৃতার বিষয়-বস্তু দ্বারা তাহাদের মনঃপ্রাণ ভরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত-সমূহের চালিকা শক্তি ছিল যুক্তি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতের যাবতীয় যুক্তি-পরম্পরার গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত না তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক সব-কিছু সম্যক্ পরিবেশন করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকেও তিনি একটী সিদ্ধান্তও বিশ্বাস করিতে চাপ দেন নাই। কোনও কিছুর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রকার যুক্তি সমপরিমাণ সহানুভূতি ও নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করার পূর্ব্বে তিনি কখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন নাই।

"যাহা আমার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় মনে হইয়াছে, তাহা হইতেছে শাস্ত্র-সমূহকে তাঁহার অকাট্য যুক্তির দ্বারা সফলতার সহিত সমর্থন। ইহা তিনি করিয়াছেন, টোলের পণ্ডিতদের বস্তাপচা যুক্তিজালের দ্বারা নহে অথবা সনাতনী গোঁড়াপন্থীদের যুক্তিসমূহের দ্বারাও নহে, পরন্তু এমন যুক্তি দিয়া যাহা অত্যাধুনিক সমাজ-সংস্কারক বা প্রচলিত যাবতীয় মতে অংশাকারী দেবমূর্ত্তি-ধ্বংসকারীরাও গ্রহণ করিতে বাধ্য। বহুদিন যাবৎ দেশ এমন মধুর বক্তৃতাবলি শোনে নাই, যাহার মধ্যে বজ্র ও বংশী যুগপৎ নিনাদিত, যে বক্তৃতা একাধারে লাভজনক ও উপভোগ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে,— আমরা স্বামী স্বরূপানন্দের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে পাইয়াছি।"

২৭শে বৈশাখ শ্রীমৎ স্বামীজী গোসাইপুর গ্রামে "পরকীয়া-তত্ত্ব" সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-স্থলে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজী আসিয়া যথাকালে বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইতেই প্রবল বেগে বারিবর্ষণ শুরু হইল। স্বামীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাস করিলেন, কি করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা বৃষ্টি মাথায় লইয়াই বক্তৃতা শুনিবেন বলিয়া উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। স্বামীজী বক্তৃতারম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ বৃষ্টি বাড়িয়া চলিল, সকলে আপাদমস্তক জলসিক্ত হইলেন, কিন্তু একটী প্রাণীও স্থান ত্যাগ করিলেন না। ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ এত বাড়িল যে, স্বামীজীর জলদগম্ভীর ধ্বনি শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছিতে বাধা হইতে লাগিল। তখন স্বামীজী বক্তৃতায় ক্ষান্ত দিলেন এবং খোলা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া ঐ গ্রামেরই এক ধনী ব্যক্তির নাটমন্দিরে নূতন করিয়া সভারম্ভ হইল। স্বামীজী ধর্ম্মের নামে কদর্য্য ব্যভিচারকে পরিহার

করিবার জন্য যে বজ্রবাণী বর্ষণ করিলেন, তাহাতে সকলেই এই পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই প্রসঙ্গে ১৮-৮-৩৬ ইং তারিখে ইংরাজি অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, গোসাইপুরের সেদিনকার সভার বিবরণ পাশ্চাত্য দেশের পাঠকেরাও অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া এই বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে, ভারতেও ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরোধিতা শক্তিশালী লোকেরাই করিতেছেন। শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পল্লীর পর পল্লী এবং শহরের পর শহর পরিব্রজ্যা করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে আপোষবিহীন সংগ্রাম পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা ভারত-প্রেমিক বিদেশীয়দের কর্ণেও মধুবর্ষণ করিয়াছে।

নিম্নে "NEDOF" লিখিত অমৃতবাজার পত্রিকায় 18-8-36 (১৮-৮-৩৬ ইং) তারিখে প্রকাশিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটী প্রকাশ করা হইল।

LET US PURGE RELIGION

BY "NEDOF"

Amrita Bazar Patrika
18-8-36

When I saw the film version of 'Clive of India" I was accompanied by a friend of many years' standing, and one who had spent some years in India. Like its prototype the

"Bengal Lancer" the film depicted the Indian as blackguards.

I turned to my companion and remarked what a pity nothing was done to stop this false propaganda against India.

To my utter amazement, he replied that it was not false—that the Indians were the most decadent people of the world ; that they were sex-crazy, and that their religion—especially the Hindu's, was tainted with sex.

"How can you expect", he went on, "decent thinking people to tolerate a race to whom sexual indulgence is a favoured form of religious exercise, where child marriages, rape upon tender girl wives, enslavement of women, dowry system, kidnapping and outrage and cruelty flourish ? I tell you these Indians know no humanity, no justice and no valour where women are concerned !"

I felt obliged to remind him that he was over-looking the fact that these evils—child rape, enslavement of women and kidnapping existed in Europe too, when grudgingly, he admitted.

Curiosity urged me to ask what was the remedy for these evils in India.

"Purge Hinduism !" he replied with emphasis. "It is rotten to the core !"

I pointed out, strongly, that I could not accept such a sweeping assertion that if what he said were true, the religion could not possibly have survived as it has through the ages.

He referred me to a speech made recently by Sir Gokalchand Narang dealing with the religious starvation of the Hindus. This speaker had said that religion now very nearly ceased to be a force with Hindu community, and referred to the degeneration of the Indian priesthood. He also said that enlightened Hindus were disgusted with the lower phases of Hinduism.

My friend did not agree with me that there is an undeniable dignity to Hindu conception of the soul which had strongly appealed to some, because its faith in the soul and its eternal hope is so infinitely strong : That, to my mind, Hindu Doctrine had its own nobility, a significance to Indian life "Fear" I said, "is incapable with such intuition : Calmness and peace must take its place and make one ready for all that comes good or evil."

"Why are you supporting Hinduism like this ?" my companion asked with growing anger.

"Because some aspects of Hinduism can put you into a state of spiritual equilibrium by its philosophy which meets with every individual case" I agreed with him that knowledge of Hindu philosophy was no indication of one's spirituality any more than one's knowledge of the Bible makes a good Christian.

"What about the degradation of the priest-hood referred to by Sir Gokul ?" he said.

"I don't suppose there is any more corruption in Hinduism than in Christianity. Both are good for the people they represent". I said, I will give a case in point to prove that there are black sheep in every fold. I deeply regret repeating this case (as a Catholic by faith my-self) but truth must be told if we are to purge religion of its impurities.

Cardinal Bertram, Archbishop of Breslau— in a pastoral letter dealt with the trial of 276 Franciscan monks in different parts of Germany

for immoral conduct committed over a number of years. As much as eight years' penal servitude have been given some of them. "Such failures.", remarked the Archbishop, "do not give the right to condemn the Catholic Church. It is unpalatable, but this purge is necessary."

My learned friend agreed on this, but said that India would not have the courage to do like-wise. It would cause an outcry, such interference with the people's religion. and the British would be accused of violating the concessions given them by Queen Victoria that the people's religion should not be interfered with. Because of this, my friend said, there had been more sexual licence in the Hindu's religion than ever before.

I then pointed out to him that on May 14 a bold and religious Hindu named Swami Swarupananda gave a lecture in Bengal in which he denounced the evil and immoral practices in India under the garb of religion. "Religious Practices. if truly spiritual", said the Swami, "can have nothing to do with anything sexual," and he suggested a morality campaign through-out India to purge the evils in the name of

Hinduism. There was great enthusiasm in the audience to join this campaign.

There are charlatans everywhere to impose upon the credulous. Many Christian missionaries have done this in the East; although many others, of course, under the surveillance of recognised religious societies have done inestimable good. It is a pity that the same surveillance can not be placed upon the Indian missionaries who come to Europe, and do such genuine harm to India and Hinduism.

Mrs. Mable Potter in her book "Hindu Invasion In America" would not have sounded so urgent a warning against the so-called spiritual teachers and Swamis from India if she had not known her facts. She emphasises the fact that it is not the adopting of new religion or cult that causes damage, but the worshipping of the Teachers Themselves." Any plausible rascal can don an orange robe to give himself acquired sanctity. The greatest danger, Mrs. Potter writes, lies with the really religious and devotionally inclined women who are the chief victims of these charlatans. These women give

their confidence to the so-called teachers who by their apparent sanctity pretend to save their souls. Once under their control, the poor women become their slaves and realise too late what has happened, therefore their lips are sealed.

It is not new to find men and women who under the cloak of religion or art practise sexual irregularities.

Ree Fulop-Miller writes in his book 'Rasputin, the Holy Devil' that in this Russian Charlatan, some women found the fulfilment of two desires which had hitherto been irreconcilable, religious salvation and the satisfaction of carnal appetites. Rasputin's doctrines gave some of his women disciples satisfaction and they found themselves untroubled by pangs of conscience. But what of others who do suffer from qualms of conscience, and realise too late what they have done? These are the really spiritually and devotionally inclined persons and their end after suffering is too often desperate.

Many Indians themselves are alive to the evils that are practised in the Ashramas in India and have had the courage to expose and

have the mountebanks arrested in the cause of justice. But only drastic and continued action can protect women who enter religious establishments of any denomination. A short time ago the Pope, after an investigation into certain allegations made against certain monasteries and Convents, expelled them all, shut them up, and had the culprits punished. as they have now done in Germany.

If the world's religions are to be purged from gross impurities, official action must be taken and no man, or body of people should be permitted to open any religious institution where women are inmates until the integrity and chastity of the founders is definitely established.

It appears by what I have written about Italy and Germany, that the purge has already begun. I do not agree with my cinema companion that Indians would not do likewise. It would be vastly unfair to suggest that Indians have the interests of their womenfolk less to heart than we have. But I would definitely urge Indians that they would go far to combat the propaganda against India if they made a clean

sweep of some of their bogus Sadhus. There is nothing so healthy as criticism and publicity. If Indians would clean up these rascally religious rougues, there would be fewer Miss Mayos and others of her link to magnify her evils and ignore that which is good in a great country.

(বঙ্গানুবাদ)

ধর্ম্মকে শুচি করুন!

ছায়াচিত্রে যখন "ক্লাইভ অব ইণ্ডিয়া" (Clive of India") কাহিনীর রূপান্তর দেখিলাম, তখন আমার সঙ্গে আমার এক বহু দিনের বন্ধু ছিলেন, যিনি কতিপয় বৎসর ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। এই ছায়াচিত্রখানি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিরূপ "বেঙ্গল ল্যান্সার" (Bengal Lancer) এর ন্যায় ভারতের ইতর স্তরের জনগণের পরিচয় দিয়াছে।

আমি আমার সাথীটির দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"বড় দুঃখের কথা এই যে, ভারতের বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা কুৎসা প্রচার বন্ধ করার কোনও চেষ্টা হইতেছে না।"

আমাকে অত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"না, ইহা মিথ্যা প্রচার নহে। ভারতীয়েরা দুনিয়ার সর্ব্বাধিক অধঃপতিত জাতি। তাহারা কামোন্মত্ত। তাহাদের, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের, ধর্ম্ম কাম-কলুষে পঙ্কিল।"

তিনি বলিয়া [illegible]লিলেন,—"আপনি কি করিয়া আশা করিতে পারেন যে, ভদ্র-চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ একটী জাতির আচরণ সহ্য করিবে, যাহাদের কাছে কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতেছে ধর্ম্মীয় অনুশীলনের একটী আদরণীয় রূপ বা উপাসনা, যেখানে

শৈশব-বিবাহ, অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকা-বধূর উপরে ধর্ষণ, নারীর ক্রীতদাসীত্ব, পণপ্রথা, নারীহরণ, নারীর উপরে অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা ব্যাপক ভাবে চলিতেছে? আপনাকে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাহি যে, যেখানে স্ত্রীলোক নিয়া ব্যাপার, সেখানে ভারতীয়েরা মনুষ্যত্বের, ন্যায়-নিষ্ঠার বা শৌর্য্য-বীর্য্যের কোনও ধার ধারে না।"

আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম যে, বাল্য-বিবাহ, নারীর ক্রীতদাসীত্ব, শিশু-বধূর সহিত বলপূর্ব্বক সহবাস প্রভৃতি দুর্নীতি ইয়োরোপেও আছে কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিতেছেন।

তিনি আমতা আমতা করিয়া সঙ্কোচের সহিত ইহা স্বীকার করিলেন। তখন কৌতূহল বশতঃ আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ভারতের এই সকল দুর্নীতির প্রতীকার কি?

তিনি জোরের সহিত বলিলেন,—"হিন্দু-ধর্ম্মকে সংশোধন করুন। ইহার পচাগলা অবস্থা একেবারে মজ্জাগত।"

আমি দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিলাম যে, আমি এইরূপ ব্যাপক অভিযোগ মানিয়া নিতে পারি না। তিনি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে, যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম যে ভাবে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সম্ভবতঃ তাহা করিতে পারিত না।

কিছুদিন আগে স্যার গোকুলচাঁদ নারাঙ্গ, হিন্দুদের ধর্ম্মীয় অন্তঃসারহীনতা সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, আমার বন্ধু তাহার উল্লেখ করিলেন। স্যার গোকুলচাঁদ বলিয়াছেন যে, হিন্দু জাতির

নিকটে ধর্ম্ম আজ আর একটী শক্তির উৎস নহে। তিনি ভারতীয় পুরোহিতদের অধোগতির কথাও বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শিক্ষিত হিন্দুরা এই নিম্নমানের ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

আমার বন্ধু আমার এই অভিমত সমর্থন করিতে পারিলেন না যে, হিন্দুদের আত্মা সম্বন্ধীয় ধারণার এক অনস্বীকার্য্য মহত্ত্ব আছে, যাহার দরুণ (পাশ্চাত্য দেশবাসী) অনেকেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কেননা, আত্মা ও ইহার শাশ্বত আশাবাদের উপরে হিন্দু-ধর্ম্মের বিশ্বাস সীমাহীন ভাবে গভীর। আমার মতে, হিন্দুমতের এক নিজস্ব কৌলীন্য আছে, যাহা ভারতীয় জীবনকে চিহ্নিত ও অর্থযুক্ত করিয়াছে। আমি বলিলাম,—"এমন স্বাভাবিক অন্তর্দ্দৃষ্টির মুখে ভয় এক অসম্ভব ব্যাপার। অনুদ্বেগতা, শান্ত সমাহিত ভাব ভয়ের স্থান অধিকার করিয়া নিতে বাধ্য। সুতরাং শুভ বা অশুভ যাহাই আসুক, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবার শক্তি হিন্দু-ধর্ম্ম ইহার সাধক ব্যক্তিকে দিবে।

ক্রমবর্দ্ধমান ক্রোধের সহিত আমার সাথীটী বলিলেন,—"আপনি এভাবে হিন্দু-ধর্ম্মকে সমর্থন করিতেছেন কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"কেননা, হিন্দু-ধর্ম্মের এমন কতকগুলি দিক্ আছে, যাহা আপনাকে আধ্যাত্মিক সাম্যাবস্থায় রাখিতে পারে। এ[illegible] মহাশক্তি হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রে আছে, যাহার অনুভূতি প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে আস্বাদন করিতে পারে।"

তাহার সহিত আমার এবিষয়ে মতৈক্য হইল যে, বাইবেলের

জ্ঞান থাকিলেই কেহ যেমন ভাল খ্রীষ্টান হয় না, তেমনি হিন্দু-দর্শনের জ্ঞান কোনও ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি নয়।

তিনি বলিলেন,—"স্যার গোকুল চাঁদ কর্ত্তৃক উল্লিখিত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অবনতি সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

আমি বলিলাম,—"খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের চাইতে হিন্দুধর্ম্মে অধিকতর ভ্রষ্টাচার আছে, ইহা আমি মনে করি না। দুই ধর্ম্মই যে সেই দুই ধর্ম্মভুক্ত জাতির পক্ষে উৎকৃষ্ট, এ বিষয়ে আমি একটী দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কাল মেষ (দুষ্ট লোক) থাকে। বিশ্বাসে কেথোলিক হইয়া আমি ইহার বার বার উল্লেখ করিতেছি বলিয়া অতীব দুঃখিত। পরন্তু যদি ধর্ম্মকে দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে সত্য কথা বলিতেই হইবে।"

ব্রেস্ল্যানের আর্চ-বিশাপ কার্ডিন্যাল বারট্রাম (Cardinal Bertram, Arch-Bishop of Breslan) দুই শত ছিয়াত্তর জন ফ্রান্সিস্কেন সন্ন্যাসীর জার্ম্মেণীর বিভিন্ন স্থানে কয়েক বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত দুর্নীতিযুক্ত আচরণের জন্য বিচারের বিষয়ে এক ধর্ম্মযাজকীয় চিঠিতে বিবরণ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও আট বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। প্রধান ধর্ম্মযাজক মন্তব্য করিলেন,—"এরূপ দোষত্রুটির জন্য কেথোলিক চার্চ্চকে দোষী সাব্যস্ত করার অধিকার জন্মে না। সত্যই ইহা অনুপাদেয় কিন্তু এজন্য সংশোধন আবশ্যক।"

আমার বিদ্বান্ বন্ধু এবিষয়ে একমত হইলেন কিন্তু বলিলেন যে, ভারতের এবিষয়ে অনুরূপ কার্য্য করিবার সাহস হইবে না। ইহাতে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হইবে বলিয়া তুমুল জনসাধারণের কলরোল

উঠিবে। অধিকন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া জনসাধারণের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হইবে না বলিয়া যে বিশেষ সুবিধা দিয়াছিলেন, তাহার অবমাননা করা হইতেছে বলিয়া বৃটিশদিগকে দোষী করা হইবে। মদীয় মিত্র বলিলেন যে, ইহারই জন্য হিন্দুদের ধর্ম্মে পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিকতর কামজনিত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইবে।

ইহার পর আমি তাঁহার দৃষ্টি নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিলাম। ১৪ই মে একজন সাহসী ধার্ম্মিক স্বামী স্বরূপানন্দ নামক হিন্দু বঙ্গদেশে একটী বক্তৃতায় ভারতের ধর্ম্মের ছদ্মবেশে অনুষ্ঠিত এই পাপ ও দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মীয় রীতিনীতির কামসম্বন্ধীয় বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।" এজন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের নামে প্রচলিত এই দুর্নীতিগুলি দূরীভূত করিবার জন্য সারা ভারতবর্ষে এক নৈতিক আন্দোলন চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ দেখা দিয়াছে।

ধর্ম্মভীরুদের উপর কোন কিছু চাপাইবার জন্য সর্ব্বত্রই যথেষ্ট ভণ্ড পণ্ডিত দেখা যায়। প্রাচ্য প্রান্তে অনেক খ্রীষ্টিয় মিশনারী একার্য্য করিয়াছে। অবশ্য সরকারী অনুমোদন-প্রাপ্ত অনেক ধর্ম্মীয় সংগঠনের অধীনে অন্য অনেকে অশেষ শুভকার্য্যও করিয়াছেন। ইহা

অতীব দুঃখের বিষয় যে, যে-সব ভারতীয় মিশনারী ইউরোপে আসেন এবং ভারত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করেন, তাঁহাদের উপর তদ্রূপ তত্ত্বাবধান রাখিতে পারা যায় না।

শ্রীমতী মেব্‌ল পটার (Mable Potter) "আমেরিকায় ভারতীয় আক্রমণ" নামক পুস্তকে এই ভারত হইতে আগত তথাকথিত আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও স্বামীদের বিরুদ্ধে এরূপ জরুরী সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেন না, যদি তিনি প্রকৃত ঘটনাবলী অবগত থাকিতেন। তিনি একথার উপর জোর দিয়াছেন যে, ধর্ম্মান্তর বা মতান্তর গ্রহণ এত ক্ষতি করে না, যত ক্ষতি করে গুরুদেবদের নিজেদের পূজা। যে-কোনও আপাত-মনোহর শঠ ব্যক্তি নিজকে অর্জ্জিত পবিত্রতা দিবার জন্য গৈরিক পোষাক পরিতে পারে। শ্রীমতী পটার বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ হইতেছে ঐ সব প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ভক্তিপরায়ণ স্ত্রীলোকদের নিয়া, যাঁহারা বেশীর ভাগ এই সব ভণ্ড গুরুর কবলে পড়েন। এই সব নারী এরূপ তথাকথিত গুরুদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পরন্তু গুরুদেবেরা তাঁহাদের আপাত-প্রতীয়মান পবিত্রতা দ্বারা ইহাদের আত্মা ত্রাণ করিবার ভাণ করেন। একবার তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে আসিবার পর হতভাগ্য নারীগণ ইহাদের ক্রীতদাসী হইয়া পড়েন এবং অনেক বিলম্বে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন। অতএব ইহাদের মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

নরনারীকে ধর্ম্মের পোষাকে বা শিল্পকলা-চর্চ্চার নামে যৌন ব্যভিচার অভ্যাস করিতে দেখা নূতন ঘটনা নহে। রী ফুলপ, মিলার (Ree Fulop Miller) তাঁহার "রাসপুটীন দি হোলী ডেভিল" (Rasputin—The Holy Devil) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,

এই কুশীয় ভণ্ড তপস্বীকে অবলম্বন করিয়া কতিপয় নারী তাহাদের দুইটী আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিত, (যাহা এতৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল অমীমাংস্য) যথা ধর্ম্মীয় মুক্তি ও যৌন ক্ষুধা। রাস্‌পুটীনের মতবাদ তাঁহার কতিপয় নারী-শিষ্যাকে পরিতৃপ্তি দিত। তাহারা বিবেকের দংশন দ্বারা নিজেরা বিচলিত হইত না। পরন্তু যাঁহারা বিবেকের বৃশ্চিক-দংশন ভুগেন এবং অনেক দেরীতে বুঝেন যে, তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি করণীয়? ইঁহারাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি। ইঁহাদের পরিণাম অধিকাংশ সময়ে দুঃখময় ও অতীব হতাশাদগ্ধ।

অনেক ভারতীয়ই আশ্রম-সমূহে অনুষ্ঠিত এই সব অনাচার সম্বন্ধে সজাগ আছেন এবং ন্যায়-নীতির জন্য এই সব ভণ্ড প্রতারকদিগকে বেআব্রু করিবার ও গ্রেপ্তার করাইবার সাহস রাখেন। যে সব মহিলা এই সব ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন—সেগুলি যে মতাবলম্বীই হোক্ না কেন।—কেবল সাহসিক ও নিরন্তর চেষ্টাই এই সব মহিলাকে রক্ষা করিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে মহামান্য পোপ এই সব মঠ ও আশ্রমের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করতঃ তাদের সকলকেই বিতাড়িত করিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং জার্ম্মেণীতে এখন সেরূপ করা হইয়াছে, দোষীদিগকে তিনি শাস্তি দিয়াছিলেন।

পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহকে সুস্পষ্ট দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিতে হইলে সরকারী তৎপরতা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংস্থাপকদের সততা ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র পূর্ণরূপে সাব্যস্ত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে কোন লোক বা জনসমষ্টিকে এমন কোন ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠান খুলিতে দেওয়া উচিত নহে, যেখানকার অধিবাসী নারী।

আমি ইটালী ও জার্ম্মেণী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সংশোধন-কার্য্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। আমি আমার ছায়াচিত্র-সঙ্গীর সহিত একমত নহি যে, ভারতীয়েরা অনুরূপ কার্য্য করিবে না। ইহা বলা অত্যন্ত অনুচিত হইবে যে, ভারতীয়েরা আমাদের চাইতে নারী জাতির কল্যাণ সম্বন্ধে কম সহানুভূতিশীল। কিন্তু আমি ভারতীয়দিগকে একথা অবশ্য তার দিক্ দিয়া বলিব যে তাঁহারা যদি এই সব কপট সাধুদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করেন, তবে তাঁহারা ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা-প্রচার বন্ধ করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিবেন। সমালোচনা ও প্রকাশনের (বা প্রচারের) মত স্বাস্থ্যবর্দ্ধক অন্য কিছুই নাই। যদি ভারতীয়েরা এই সব দুরন্ত ধর্ম্মধ্বজাধারী গুণ্ডাদিগকে অপসারিত করেন, তবে ভারতের দুর্নীতিকে অতিরঞ্জিত করিবার জন্যও মহান্ দেশের মধ্যে স্থিত ভাল জিনিষ উপেক্ষা করার মত মিস্ মেয়ো বা তৎপন্থানুসারী অন্য লোক কম হইবে।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কেবল একটী পল্লীতেই ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার বিরোধিতা করেন নাই, পরন্তু শত শত গ্রামে এই কাজটা ধারাবাহিক ভাবে করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ্য সভাগুলে সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যেমন নিঃসঙ্কোচে কথা বলা যায়, স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত কদাচারের প্রতিবাদ তেমন প্রত্যেক সভাস্থলে করা যায় না। কারণ, তাহা একদিকে হয় অশ্লীল, অন্য দিকে হয় অকারণ কতকগুলি নিরীহ লোকের কাণে কুকথা বর্ষণ। এই জন্যই সন্দিগ্ধ পল্লীগুলিতে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব শক্তিশালী সমিতি-সমূহ গঠন করিয়া তাহাদের উপরে ভার দিয়া আসিয়াছেন,

গ্রামবাসী প্রত্যেকের কাণে এই কথাগুলি বারংবার নানা উপলক্ষ্যে পৌছাইতে যে,

১। ধর্ম্মচর্চ্চার সহিত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা প্রাচীন ভারতে কদাচ ছিল না।

২। ধর্ম্মাচরণকে ইন্দ্রিয়-লিপ্সার সম্ভাবনা হইতে দূরে রাখাও এক মহান্ ধর্ম্ম।

৩। স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা শুধু স্বামী আর স্ত্রীতেই আবদ্ধ থাকিবে, এই গণ্ডী কেহ লঙ্ঘন করিবে না।

৪। ধর্ম্মের নামে কেহ অপধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিলে ভদ্র ভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে।

২৮শে বৈশাখ শ্রীমৎ স্বামীজী ত্রিপুরান্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামে বক্তৃতা দেন। প্রবল বর্ষায় সভাস্থল কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ কাদায় বসিয়াই তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামীজী চট্টগ্রামের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পতেঙ্গা গ্রামের শ্মশানাশ্রমে এবং ২২শে জ্যৈষ্ঠ পতেঙ্গা স্কুলে বক্তৃতা দেন। স্থানীয় জনসাধারণ শ্রীমৎ স্বামীজীকে পতেঙ্গা গ্রামে একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

কতিপয় স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বামীজী মহারাজ স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা সোনামুড়াতে আগমন করেন এবং ৮ই আষাঢ় হইতে ১২ই আষাঢ় পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেন। ১২ই আষাঢ় তারিখে স্থানীয় দেবতা-বাড়ীতে স্বামীজী মহিলাদের এক সভাতেও বক্তৃতা দেন।

বালক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে এমন উৎসাহ সোনামুড়া-বাসিগণ আর কখনও অনুভব করেন নাই বলিয়া সকলে মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৭ই আষাঢ় শ্রীমৎ স্বামীজীর নোয়াখালীর বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রথমে অরুণ চন্দ্র হাইস্কুলের হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু স্বামীজী যখন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইলেন, তখন স্কুলের হলে স্থানাভাব ঘটিয়া গিয়াছে। বাহিরের খেলার মাঠে যাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বিশ পঁচিশ মিনিট পরেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন সকলে নিকটবর্ত্তী দেবালয়ে সমবেত হইলেন। ক্রমাগত আট দিন ধরিয়া দেবালয়ের প্রশস্ত নাটমন্দিরে বক্তৃতা হইল এবং প্রত্যহই সভাস্থল কাণায় কাণায় পূর্ণ হইতে লাগিল। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং ছাত্র-সম্প্রদায় প্রত্যহ বহু সংখ্যায় সভাস্থলে উপস্থিত থাকিতেন এবং মুগ্ধ ভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। প্রত্যহ বহু মহিলাও আগমন করিতেন।

নোয়াখালীতে স্বরূপানন্দ-সম্বর্দ্ধনা

স্বামীজীর নোয়াখালী আগমনে এমনই উৎসাহের সঞ্জীবনা অনুভূত হইয়াছিল যে, নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে এক সম্বর্দ্ধনা-সভা করিয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। তাহার বিবরণ "সঞ্জীবনী" পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বিগত ৯ই জুলাই নোয়াখালী শহরের গণ্য মান্য দ্বিশতাধিক ভদ্রলোক ভুলুয়া রাজ কাছারীতে সমবেত হইয়া একটী প্রীতি-জনক কার্য্য সম্পাদন করেন। যে যুগে কদর্য্য উপন্যাস ও অশ্লীল

সাহিত্য রচনাই সম্বর্দ্ধনা-লাভের শ্রেষ্ঠ সদুপায়, সেই যুগে নোয়াখালীর সজ্জনগণ অশ্লীলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রণবাহিনী পরিচালনাকারী সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারক স্বামী স্বরূপানন্দকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। খাস তহশিল কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় কানুনগো মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেম কুমার বসু এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সমর্থনে গভর্ণমেণ্ট উকিল রায় বাহাদুর শুভময় দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়স্কা কুমারী কমলা মুখার্জ্জি একটী ধর্ম্ম-সঙ্গীত করেন এবং সভাপতি ও স্বামীজীকে মাল্যভূষিত করেন। এ জেলার বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি, এল কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ এম, এ, বি, এল এবং ফেণী কলেজের ছাত্র শ্রীমান সুরেন্দ্র কুমার দাস স্বামীজীর দেশহিত-কল্পে ত্যাগ ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামীজী যে অপর সকল কর্ম্মের দায়িত্বকে তুচ্ছ করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল যুবকদের চরিত্র-গঠনের জন্যই আপ্রাণ খাটিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেকে আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মুখার্জ্জি বাংলা কবিতায় লিখিত একখানা অভিনন্দন স্বামীজীকে প্রদান করেন এবং অভিনন্দন দান-কালে জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বিনয়পূর্ণ ভাষায় বলেন যে, যে জাতি অতীতে ছিল অতি মহৎ এবং ভবিষ্যতে হইবে মহত্তর, সেই জাতি বর্ত্তমানে পতন-দশাগ্রস্ত বলিয়াই তিনি ভয় পাইবেন না, পরন্তু আমৃত্যু নিষ্ঠায় তিনি

জাতির যুবক-চরিত্রকে সংশোধিত করিবার জন্য কাজ করিয়া যাইবেন। সভাপতি রায়বাহাদুর তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ ও তেজস্বিনী ভাষায় স্বামীজীর কর্ম্মাদর্শকে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করিয়া বলেন যে, স্বামীজীর ধারাবাহিক বক্তৃতা ক্রমাগত আট দিন ধরিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করিয়াও তাঁহার পিপাসা মিটে নাই। যদিও স্বামীজীর ন্যায় দিব্য-প্রতিভান্বিত উপদেষ্টার প্রয়োজন আজ সমগ্র বাংলার সকল জাতির, তথাপি নোয়াখালী তাঁহাকে সর্ব্বদাই ঘন ঘন আশা করিতেছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রুদ্র এবং অপরাপরের সুমধুর নাম-কীর্ত্তন সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। ভুলুয়া রাজষ্টেটের ম্যানেজার বাবু প্রমদানন্দ কুণ্ড, মহাশয় এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। সভাস্থলে কতিপয় ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন।”

২৬শে আষাঢ় হইতে ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত চৌমুহনী রাধামাধবজীর মন্দির, বেগমগঞ্জ হাইস্কুল, দুর্গাপুর হাইস্কুল, মদন মোহন এম-ই স্কুল প্রভৃতি স্থানে মোট ছয়টী বক্তৃতা দিয়া স্বামীজী লাকসাম আসেন এবং লাকসাম হাইস্কুলে ৩২শে আষাঢ় হইতে ২রা শ্রাবণ পর্য্যন্ত তিন দিন বক্তৃতা দেন। তৎপর চাঁদপুর আসিয়া পুরাণবাজার হরিসভাতে ৩রা ও ৪ঠা শ্রাবণ দুই দিন বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর স্বামীজী নোয়াখালী জেলার মহকুমা ফেণীতে আগমন করেন এবং চিত্রযোগে লোকশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য একটী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এতৎ সম্পর্কে “সঞ্জীবনী” পত্রিকায় (৬ই আগষ্ট, ১৯৩৬) লিখিত হইয়াছিল,—

"ফেনীতে চিত্রযোগে নীতি ও ধর্ম্ম-প্রচার

"মানভূমের অন্তর্গত পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ গত ২৩শে জুলাই ফেনী ৺ জয়কালী বাড়ীর প্রাঙ্গণে কীর্ত্তনাদি সহযোগে এক চিত্রময়ী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন, শহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনীর কার্য্যে সহযোগিতা করেন।

"স্বামীজী কর্ত্তৃক এবং অন্যান্য আশ্রম কর্ম্মীদের দ্বারা চিত্রিত বহুবর্ণরঞ্জিত নৈতিক, আধ্যাত্মিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার উপদেশ সম্বলিত শতাধিক চিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। তন্মধ্যে নৈতিক সমস্যার সমাধানেই অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে শত শত নরনারী প্রত্যহ প্রদর্শনী দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেন এবং লোকের আগ্রহহেতু পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত চারি দিবসের অতিরিক্ত দুই দিবস প্রদর্শনী খোলা রাখিতে হইয়াছিল। সমবেত দর্শকগণ এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেকের উপদেশ-বাণী শব্দশঃ লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন।

"চাঁদপুর, সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতেও এই প্রদর্শনী দেখাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ-পত্র পাওয়া গিয়াছে।"

(সঞ্জীবনী, ৬ই আগষ্ট)

১৩ই শ্রাবণ হইতে ফেনী জয়কালী বাড়ীতে স্বামীজীর বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ছয় দিন বক্তৃতা শুনিয়াও ফেনীবাসী ভদ্রবৃন্দ তৃপ্ত হইলেন না। আরও কয়েক দিন থাকিবার জন্য তাঁহারা স্বামীজীকে

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কোনও সুযোগে পুনরায় আসিয়া ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া স্বামীজী ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ময়ূরা হাই ইংলিশ স্কুল এবং স্বাধীন ত্রিপুরান্তর্গত বিলনিয়া বি, কে, ইনষ্টিটিউশানে বক্তৃতা দানান্তর ফরিদপুর জেলার মহকুমা মাদারীপুর রওনা হইলেন।

মাদারীপুরে ২৭, ২৮, ২৯ শ্রাবণ এবং ৩রা ও ৪ঠা ভাদ্র ধর্ম্মসভার উদ্যোগে আহূত সভায় পাঁচ দিন এবং মাদারীপুর হাইস্কুলে ৫ই ভাদ্র তারিখে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামীজী বরিশাল রওনা হইলেন।

বরিশালে স্বামীজী স্থানীয় জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার রায়ের বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্তের উদ্যোগে ৭ই ভাদ্র হইতে স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভার হলে বক্তৃতা চলিতে লাগিল। দুই দিন যাইতেই সভাস্থলে এত ভিড় হইতে লাগিল যে, বহু পদস্থ সজ্জন হাঁটু তুলিয়া ঘেঁষাঘেষি করিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন এবং বহু লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসের পর হইতে এত লোক হইতে লাগিল যে, বাহিরের তৃণময় প্রাঙ্গণ ত জনাকীর্ণ হইলই, এমনকি, সদর রাস্তায় যান-বাহন চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

এই বক্তৃতা-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বরিশালের অন্যতম মুখপত্র "বরিশাল হিতৈষী" ১০ই ভাদ্রের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"গত ৭ই ভাদ্র হইতে স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভা গৃহে ছোট নাগপুর, মানভূম জিলার পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের স্বামী

স্বরূপানন্দ হিন্দু-ধর্ম্মের সদাচার ও রীতিনীতি সমর্থক বক্তৃতা দিতেছেন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত এমন কথা শুনি নাই। সে অশ্বিনী কুমার নাই—সে ভক্তিযোগের অমৃতবাণী প্রচারক নাই—সে শিক্ষক নাই যাহারা ছাত্রের চক্ষের কোণে কালদাগ দেখিলে গোপনে তাহার সহিত আলাপ করিয়া উপদেশ দিতেন। আজকার বক্তা শুধু পুরাতন পুঁথি ঘাটিয়া বক্তৃতা সারেন। কিন্তু আজ প্রাণে গভীর আশার সঞ্চার করিয়া এই একজন সন্ন্যাসী প্রচারক বাহির হইয়াছেন। ইঁহার, আজ পর্য্যন্ত জগতের পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিধ জ্ঞানে ও প্রাচীন শাস্ত্রের প্রশ্রয়ে পাণ্ডিত্য, ভাষা-সম্পদ পরিষ্কার উচ্চকণ্ঠ এবং বচনভঙ্গিমা লোকের মনে একটী গভীর ছাপ রাখিয়া যাইতেছে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা যখন দেশকে তীরবেগে উদ্দাম স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন এই সর্ব্বস্বত্যাগী অক্লান্ত কর্ম্মী বাঙ্গলার হতাশ প্রাণে নব আশাপুষ্প মুঞ্জরিত করিতেছেন। বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—সেই ভার স্বামীজীর ন্যায় লোক গ্রহণ করিলে বিষয়টী সহজ হইবে বলিয়া মনে করি। আজ চারিদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শ্রদ্ধার সহিত সকলে শ্রবণ করিতেছেন। আশা করা যায়, ইঁহার ন্যায় লোক দেশের আবহাওয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। যাঁহারা শুধু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষার অর্থে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন, ইনি সে দলের নহেন। তাই, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহার দীর্ঘজীবন ও অটুট কর্ম্মক্ষমতা ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি।"

পঞ্চম দিবসে সভাস্থল এতই জনাকীর্ণ হইল যে, বজ্রকণ্ঠ-বক্তা

স্বয়ং পর্য্যন্ত শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। অথচ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বড় ঘেঁষাঘেষি সত্ত্বেও সভামধ্যে একটী সূচীপতনের শব্দ পর্য্যন্ত হয় নাই। ধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রেক্ষাগৃহের উর্দ্ধাংশই শুধু মহিলাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা নহে, নীচে নামিয়া বহু মহিলা বাধ্য হইয়া পুরুষদের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি বক্তৃতার সময়ে তুচ্ছতম গোলমালটুকু হয় নাই। অত্যন্ত লোকসমাগম হেতু প্রত্যহ বিস্তর লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন, এবং যাঁহারা সভাতে স্থান পাইতেছেন, তাঁহারাও অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজীর ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বক্তৃতা অশ্বিনী কুমার টাউন-হলে হইবার ব্যবস্থা হইল। টাউন-হল সিনেমা-হলের সন্নিকট বলিয়া এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত সভা এই টাউন হলে হইয়াছে, তাহার প্রায় সবই গোলযোগে পণ্ড হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ স্বামীজীর টাউন-হলের বক্তৃতার সাফল্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে অন্তরে ঘোরতর সন্দিহান ছিলেন। স্বামীজী সর্ব্বত্র ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভ করিয়া থাকেন, বিজ্ঞাপিত সময়ের এক মিনিট আগে বা এক মিনিট পরে কেহ কখনও তাঁহাকে বক্তৃতারম্ভ করিতে দেখে নাই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই সভাস্থল জনারণ্যে পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত বেশ কষ্টের সহিতই স্বামীজীকে হলের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। বিপুল জনতাহেতু তুমুল হট্টগোল চলিয়াছে, স্বামীজী দাঁড়াইবা মাত্র যেন উন্মত্ত সমুদ্র স্তব্ধভাব ধারণ করিল। পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল স্বামীজী বক্তৃতা করিলেন, নিঃস্তব্ধ হইয়া সকলে

শুনিলেন। বক্তৃতান্তে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় আচার্য্য, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বামীজীকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"ধন্য আপনি, ধন্য।"

এই আটটী বক্তৃতা সম্বন্ধে ১৭ই ভাদ্র তারিখের "বরিশাল-হিতৈষী" পত্রে "বক্তৃতা" ও "কে গায় ওই" শীর্ষক দুইটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বক্তৃতা

"ক্রমাগত আট দিন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস-সৃজন-মূলক, নারী-নৃত্যের অনিষ্টকারিতা, সংযম-অভ্যাসের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি শুধু ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করেন নাই—তিনি গ্রীক্, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্য-সাগর হইতে রত্ন খুঁজিয়া তাঁহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এত বড় পণ্ডিত-বক্তা আমরা শীঘ্র দেখি নাই। আমরা পাশ্চাত্যের এতগুলি পণ্ডিতের পুস্তকাবলীর নামও জানি না—অথচ তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে কোন্ ফাঁকে ফাঁকে এতগুলি গ্রন্থ শুধু পাঠ নহে হজম করিয়াছেন, ভাবিতে গিয়া পুলক-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছি। প্রতিদিনের বক্তৃতায় তিনি নূতন নূতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তকাবলীর Chapter & Verse—অধ্যায় এবং পংক্তি তুলিয়া তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তারপর তিনি কতকগুলি যোগাসন যুবকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাশ্চাত্যের ভোগমূলক আদর্শগুলির অনুকরণ করিয়া এদেশ ধ্বংসের

পথে অগ্রসর হইতেছে—অথচ সেই পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে যে প্রতিক্রিয়া-মূলক আন্দোলন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে চলিতেছে, তথাকার লেখক ও রাজনৈতিকগণকে যে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে,—হিটলার এবং মুসোলিনী যে সকলকে সংযমের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নব নব জাতি গঠন করিতেছেন, সেদিকে ভারতীয় অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীগণের দৃষ্টি পড়িতেছে না। ইঁহার ভাষা এমন সুসংযত, সুসঙ্গত, এমন প্রাঞ্জল, এমন মার্জ্জিত যে, অতি কঠিন বিষয়গুলি ইনি সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন অথচ ইংরেজী বা সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা ভারাক্রান্ত করেন নাই। প্রতিদিন ঘড়ি ধরিয়া দুঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছেন—কিন্তু কোনও দিন এক সেকেণ্ড তাঁহার ভাষা খুঁজিতে বেগ পাইতে হয় নাই। পরনারীর সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতাগুলি শ্লীলতার গণ্ডী রেখামাত্রও অতিক্রম করে নাই। অথচ তিনি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত পাপ ও স্খলনের বর্ণনা করিয়াছেন।

"আমরা সংক্ষেপেও তাঁহার মধুর বক্তৃতাবলীর সারাংশ প্রকাশ করিতে অক্ষম,—তাই আবার বলি, আজকালকার এই নীরব, নিশ্চল, স্রোতে-ভাসমান, সর্ব্বত্র নিন্দিত, লাঞ্ছিত বাঙ্গলার বুকে এই এক নবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। বাঙ্গলার নবজাগরণে তাঁহার অমোঘ শক্তি এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিবে। আমরা এই নব আশা ও অসীম বিশ্বাস লইয়া তাঁহার নিরাময় কর্ম্মক্ষম দীর্ঘজীবন ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি।"

"কে গায় ওই"

"বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় এমধুর বক্তৃতা কর্ণরন্ধ্রে

প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? ইহার সকল কথা নূতন নহে। নূতন বলি কেন, এ অতি পুরাতন কথা। কিন্তু এত ভাল লাগিল কেন? মুহূর্ত্তের জন্য আজ যেন মনে পড়িল, এমনই কথা বাল্যে এবং যৌবনে শুনিয়াছি—তারপর বহু যুগ সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—মনে করিতেও যেন লজ্জা আসিত। সেগুলি কি কথা, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, সত্যবাদিতা, নীতিবাদিতা, বেশ্যা-শ্রোত্রীর মধ্যে যাত্রা গান শ্রবণ, গণিকা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটার দর্শন অন্যায়, ব্রজমোহনের morality, সে সব ভাবিবার সুযোগ অনেক দিন আসে নাই।—আজ আবার সে কথা শুনাইতে সাহস করিয়া কে আসিল, এক স্বরূপানন্দ? এই দুর্ব্বার লালসা-স্রোতে দুই দুইটী সিনেমাগৃহ, রাজপথে নারী-বাহিনীর সাবলীল অবাধ স্রোত, এই সহশিক্ষা, এই নারীনৃত্যের যুগে কে এক স্বামী আসিলেন পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে? রিপুর তাড়নার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ দিতে? এ যে ঘোরতর রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী! যে ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় একদিন ভক্তিযোগ-গান একদা অশ্বিনী কুমার গাহিতেন, আর আচার্য্য জগদীশ লিখিয়া লইতেন, সেখানে আজ বহুকাল পরে আবার কে আসিলেন স্বরূপানন্দ নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে, সংযমের কথা বলিতে? কে তিনি সেই অশ্বিনী-কুমার টাউন-হলে সিনেমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে,—যেখানে অশ্বিনী কুমারের প্রিয়শিষ্য শরৎচন্দ্র গুহই সিনেমাকে প্রথম স্থান দিয়া তাহাকে কৌলীন্যে বরণ করিলেন,—যেখানে পিকেট করিতে শরৎ কুমার ঘোষ প্রায়োপবেশন করিলেন। পুলিশের লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত হইলেন! আজ তাই বহু পুরাতন স্মৃতি আবার স্বরূপানন্দ জাগাইয়া তুলিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা

তাঁহার মধুর কণ্ঠে মধুর ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় বাগ্‌বিভূতি সহকারে বরিশাল তথা বাঙ্গলা দেশে এক নববার্ত্তার প্রচার করিলেন—আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরিশালের আবালবৃদ্ধ নরনারী সে সঙ্গীত মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ বয়সে এখনও নবীন কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের শত শত গ্রন্থায়ত্ত করিয়া যুক্তির পর যুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন! তবে কি বাস্তব পক্ষে এই অন্ধ কালস্রোত আবার ফিরিবে? অন্ধকার সিনেমা গৃহে যুবক-যুবতী বিলাতী নরনারীর অবাধ প্রেমলীলা দর্শন করিতে করিতে নিজেদের প্রবল বাসনাসঙ্কুল লীলা-খেলার অবসান ঘটাইবে? আবার কি তাহারা আসন, প্রাণায়াম, যোগধ্যান দ্বারা শুচি শুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য-শিবাজী-প্রতাপ প্রভৃতির জনক-জননীর যোগ্য হইবেন? আশা আছে, এই অকুতোভয় সমাজ-সেবক সাধু-পুরুষ যদি সুদীর্ঘকাল লোকশিক্ষকের পদবী গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিতে থাকেন ও পারেন, তবে এই কালস্রোত ফিরিতে পারে। এই শক্তিধর মহাপুরুষ তাঁহার গভীর সাধনা, অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যদি এমনই ভাবে দেশময় বিলাইতে পারেন, ব্রহ্মচর্য্য-সংযম-নীতির আদর আবার বাড়িবে—আবার অশ্বিনী কুমারের বিস্মৃত সাধনা—সনাতন ঠাকুরের তপস্যা—কালীশচন্দ্রের লোকসেবা নববলে বলীয়সী হইয়া নূতন আকারে বরিশালকে ধন্য করিবে। সে আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের প্রতি আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।"

বরিশালের মাসিক "ব্রহ্মবাদী"

ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"পুপুন্‌কী আশ্রমের অধ্যক্ষ, কর্ম্মযোগী, প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ ৭ই ভাদ্র এখানে আগমন করিয়া সপ্তাহাধিক কাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে এবং টাউনহলে মনুষ্যত্বের সাধনার পথে ব্রহ্মচর্য্য মানসিক বলের প্রভাব, সংযম প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলেন না, পুরাণ, তন্ত্র ও আখ্যায়িকাকে নিরেট সত্য বলিয়াও প্রতিপন্ন করেন না। তবে লোকশিক্ষার জন্য এই সকলের সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহার বাগ্‌বিভূতি চমৎকার। সকল কালের ইতিহাস, পুরাণ ও বিজ্ঞানে জ্ঞান প্রসারিত। বর্ত্তমান সময়ের তরল আমোদ-প্রমোদ, নারীনৃত্য, বায়োস্কোপ, ধূমপান প্রভৃতি বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদে তিনি বদ্ধপরিকর। এই দিনে এইরূপ বক্তা প্রচারকেরই অত্যধিক প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, স্কুল কলেজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার বক্তৃতার ব্যবস্থা হইলে দেশের এই বিলাস-তরঙ্গের প্রশমনে মনুষ্যত্বের কথঞ্চিৎ উন্মেষ হইতে পারে। আমরা এই বক্তাকে অভিনন্দন করি।"

বরিশালের অন্যতম সাপ্তাহিক মুখপত্র "কাশীপুর-নিবাসী" ৩১শে ভাদ্রের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"ক্রমাগত আট দিন ধরিয়া শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহারাজ স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভা-গৃহে এবং তথায় স্থানাভাব বশতঃ অশ্বিনী কুমার হলে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সারাংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করাও আমাদের এই স্বল্প-পরিসর সংবাদপত্রে

সম্ভবপর নহে। যাঁহারা স্বকর্ণে এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে বক্তৃতার বিষয় পাঠ করিয়া উপলব্ধি করার চেষ্টা আর চর্ব্বিত ইক্ষুর ছোবড়ার রস গ্রহণ করার প্রয়াস, একই কথা। যাঁহারা শহরে থাকিয়া এই সুযোগ হেলায় হারাইয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামীজীর প্রত্যেকটী কথা তদ্‌গত চিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন।

"স্বামীজীর বক্তৃতার প্রধান অংশই ছিল সংযম, শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন ও শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে জীবন ও সমাজ-গঠন। বর্ত্তমান সময়ে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই শাস্ত্রবাক্যে আস্থাহীন এবং শাস্ত্রই নাকি হিন্দু-সমাজের অধঃপতনের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতগণও এই ধুয়া ধরিয়াছেন। তাই স্বামীজী প্রাচীন শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলি উত্থাপন না করিয়া মাত্র গল্পাকারে দুই একটী উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া সেই দূরদর্শী প্রাচীন হিন্দু ঋষি-মহর্ষিগণের মতবাদ কিরূপ সুস্পষ্ট ভাবে আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিশীল বিবিধ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ইত্যাদির লীলা-নিকেতন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, মনীষী, লেখক ও দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থরাজি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং যাহা প্রাচীন ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়া পাশ্চাত্যের এক একজন পণ্ডিত ধন্য বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করেন। আজ আমরা এমনই হতভাগ্য যে, তবুও পাশ্চাত্যের সার্টিফিকেট না হইলে শাস্ত্র আমাদের নিকট অচল।

"স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানব-জীবনের প্রত্যেক স্তরেই যে সংযমী হওয়া প্রয়োজন, স্বামীজী তাহা অতি সুন্দর ও সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিবাহিত জীবনেও সংযম অত্যাবশ্যক, নচেৎ দাম্পত্য জীবন বহু দুঃখের আকর, বিষম-জঞ্জালপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রাচীন পন্থায় এই সংযম অভ্যাস করিলে আজ আর বাহ্যিক উপায় অবলম্বনে গর্ভনিরোধের প্রয়োজন হইত না।

"আধুনিক শিক্ষিত ও শিক্ষিতা সমাজে কলা-হিসাবে নারীনৃত্যের বহুল প্রচার যে কিরূপ সামাজিক ও নৈতিক অপকর্ষতার ইন্ধন যোগাইতেছে, তদ্বিষয়ে সকলকে স্বামীজী অবহিত হইতে বলেন। নারীনৃত্যে জর্জ্জরিত হইয়া বৈদেশিক সমাজতত্ত্ববিদগণ আজ কিরূপ তীব্র ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতেছেন ও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, স্বামীজী তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থে কুত্রাপি এরূপ নারীনৃত্যের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। দুই একটীর কথা যাহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন স্তরের নারী-সমাজ দ্বারা পরিচালিত এবং তাহারা অপ্সরা নাম্নী পেষাদারী নৃত্যশীলা।

"যদিচ পদ্মপুরাণে বেহুলার দেবসভায় নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নৃত্যের কলা-কৌশল প্রদর্শন জন্য নহে। বেহুলার মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত—সতী রমণীর স্বামীর জন্য। পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন প্রদান করতঃ নানাবিধ বেশে বিভূষিত হইয়া জনসভায় কোনও কুলকামিনী নৃত্য করিয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে নাই।

"যৌগিক আসন ও মুদ্রা স্বামীজী স্বয়ং প্রদর্শন করতঃ উহার উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রোতৃ ও দর্শকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন এবং

ক্রমাগত তিন দিন প্রাতে যুবকগণকে যৌগিক আসন শিক্ষা দিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

"বরিশালবাসী অনেক দিন পর্য্যন্ত এরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করে নাই। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতায় স্বামীজীর ভাবে, ভাষায়, উদার মতে, শাস্ত্রজ্ঞানে ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ববিদগণের অমূল্য গ্রন্থরাজি হইতে যুক্তি প্রদর্শনে তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের কথঞ্চিৎ রসাস্বাদন করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। স্বামীজী এই অল্প বয়সে কর্ম্মবহুল জীবনে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার এতদূর সমৃদ্ধিশালী করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সকলে আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত।

"স্বামীজী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই আমাদের শ্রীশ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রদত্ত এই আটটী বক্তৃতা ব্যতীত স্বামীজীকে ১১ই ভাদ্র জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে, ১৩ই ভাদ্র ব্রজমোহন স্কুলে, ১৪ই ভাদ্র 'স্কুল অব ফিসিক্যাল কালচারে', ১৮ই ভাদ্র দ্বিপ্রহরে ব্রজমোহন কলেজে এবং অপরাহ্নে মাতৃমন্দির নামক নারী-প্রতিষ্ঠানে, ১৯শে ভাদ্র প্রাতে হরিজন-বিদ্যামন্দিরে, ঐ দিনই দুপুরে টাউন হাইস্কুলে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০শে ভাদ্র প্রাতে স্থানীয় বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেও উপদেশ প্রদান করেন।

বরিশালবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯শে ভাদ্র শুক্রবার সায়াহ্ন সাত ঘটিকার সময়ে বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভাতে বরিশাল বাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীমৎ

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হইল। স্থানীয় হরিজন-মন্দিরের প্রধান সেবক এবং মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের জীবনী-লেখক সর্ব্বজনশ্রদ্ধিত শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে "শ্রদ্ধাঞ্জলি" পাঠ করিলেন এবং সেই ভক্তি প্রীতি-শ্রদ্ধা-চর্চ্চিত অভিনন্দনখানা শ্রীমৎ স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই অভিনন্দন-পত্রের সম্পূর্ণ অংশ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া মাত্র কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বরিশালবাসীর গভীর স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা,—

"পরাবিদ্যার প্রভাবে—ওগো সত্যদর্শী! চিরপূর্ণ 'আনন্দই' তোমার একমাত্র 'স্বরূপ'।

"ঐ প্রভাবই তোমাকে স্বাবলম্বী করিয়াছে, নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণা দিয়াছে ও কালস্রোতের তমসাবৃত ভিক্ষামনোবৃত্তিকে পদদলিত করাইয়াছে।

"তাই, তুমি তমসাচ্ছন্ন অনুর্ব্বর ভূমিকে স্বর্ণপ্রসূ করিয়াছ।

"তোমার অচঞ্চল শুদ্ধ রজোগুণময় কুদ্দালের আঘাতে আমাদের কলুষিত ক্ষেত্রজ আবর্জ্জনাকে বিদূরিত করিয়া দাও।

"জগদীশ, অশ্বিনীকুমার ও কালীশচন্দ্র বরিশালকে একদিন ঐ ভাবধারায় পুণ্যময় ও আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কালের অব্যাহত গতির প্রভাবে আজ সে ধারা লুপ্ত-প্রায়। তোমার পুণ্যস্পর্শে আজ আবার সেই লুপ্ত পূত

ভাবধারার আলোড়ন বরিশালকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে এই ক্ষণিক পরশটুকু বড়ই অকিঞ্চিৎকর।

"জানি। বাহ্যিক আড়ম্বরকে তুমি কায়মনোবাক্যে উপেক্ষা কর। ওগো! আশা করি, বিদায়ের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা তোমার অমিয় প্রাণ স্পর্শ করিবে।

শ্রদ্ধাবনত

বরিশালবাসীর পক্ষে

ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সেবকবৃন্দ"

তৎপরে স্বামীজীকে একটী অভিনব-পরিকল্পনা-সংযুক্ত মাল্য দ্বারা ভূষিত করা হয়। স্বামীজী তাঁর সুদীর্ঘ কালের নীরব কর্ম্ম-জীবনে কোদালি চালাইয়া স্বাবলম্বনের বলে এক অপূর্ব্ব আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমান যুগের যুবকদের নিকটে এক নবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাই ব্যঞ্জিত করিবার জন্য মাল্যমধ্যে কোদালি অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তৎপরে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত বলেন,—

"বিগত পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া বরিশালের নানা স্থানে স্বামীজী যে অমৃত-বাণী বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কে আমার কোনও মতামত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্মরক্ষিণী সভার গৃহে লোকের স্থান কুলায় নাই, টাউন-হলে যাইতে হইয়াছে, সেই সুবিস্তীর্ণ হলেও তিল ধারণের স্থান মিলে নাই ;—যার মত বড় হল বোধ হয় এক কলিকাতা ছাড়া বাংলা দেশের আর কোথাও নাই,—এমন ঘটনা বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বরিশালে কখনও হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। আপনারা জানেন, ইতঃপূর্ব্বে টাউন-হলে কোনও সভা নিঃশব্দে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য আমি বারংবার টাউন-হলে সভাকে স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে স্বামীজী মহারাজের নিকট অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তিনি অভয় দিলেন। টাউন-হলে কোনও গোল হইবে না, এই ব্যবস্থা তিনি করিতে পারিবেন। সংশয়ে দোদুল্যমান চিত্ত লইয়া অগত্যা সম্মত হইলাম এবং টাউন-হলেই বক্তৃতা হইবে বলিয়া প্রচার করিলাম। টাউন-হলে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য, লোকের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না, বাহিরে পর্য্যন্ত শত শত লোক দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছেন। প্রমাদ গণিলাম। ভাবিলাম, আজ বুঝি এই অতি-জনতাই সভার কার্য্য পণ্ড করিবে। কিন্তু স্বামীজী যখন দাঁড়াইলেন, অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে মুখর জনতা নিঃশব্দ হইলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল, মাত্র শুনা গেল একটী কম্বু-কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষী বাণী। বিস্মিত হইলাম, স্তম্ভিত হইলাম। স্বামীজী

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলিতে আসিয়াছেন, তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার ভিতরে তাঁর আবাল্য আচরিত ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাই প্রকাশিত দেখিলাম। স্বামীজী দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা নহেন, বিজ্ঞাপন-বর্জ্জিত নীরব কর্ম্মজীবন যাপনহেতু সর্ব্বস্থলে সুপরিচিতও নহেন, তথাপি আজ সমগ্র বরিশাল শহর তাঁর মুখের বাণী শ্রবণের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আসিল কেন? বছর বছর কত ধর্ম্মসভা আমরা করিতেছি, কিন্তু সৎকথা শুনিবার জন্য লোক পাই না। আজ কিসের জন্য এই মরা গাঙ্গে জোয়ার আসিল? স্বামীজী ধ্বংশোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইতে চাহেন, দধীচির ন্যায় অস্থিদান করিয়া অসংযম-দানবকে ধ্বংস করিতে চাহেন, তাই তাঁর উপদেশ শুনিবার জন্য এত ভিড়, এত ঠেলাঠেলি। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক দলে দলে দূর-দূরান্তর হইতে সকলে সাগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছেন। স্বামীজী আজ একটা নূতন শক্তির বিগ্রহ রূপে আমাদের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা এই স্বাবলম্বন-প্রবুদ্ধ ভিক্ষাবিমুখ অযাচক সন্ন্যাসীর চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবৎ-সমীপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।"

তৎপরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবীণ আচার্য্য ও বরিশালের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পূজাস্থল শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন —

"স্বামীজীর সহিত মনের একটা পরিচয় আমার পূর্ব্বেই

ছিল, তাঁর কর্ম্মাদর্শ ও সাধনার প্রতি গভীর একটা শ্রদ্ধা পূর্ব্বাবধিই পোষণ করিতাম, কিন্তু সেদিন তাঁকে দেখা মাত্রই অনুভব করিলাম, আমার চিত্ত অপাত্রে শ্রদ্ধা অর্পণ করে নাই। প্রায় পনের দিন ধরিয়া তিনি বরিশালে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটী বাক্যে তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানবত্তা, ভূয়োদর্শন, বিচার-নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ব্যক্তিই পূর্ণ মানুষ, যে ব্যক্তি কুশলী। স্বামীজী তাঁর অপরিমেয় জ্ঞান-সম্ভার ব্যবহারে আশ্চর্য্য কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা শাস্ত্র, কাব্য, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে তিনি যে অগাধ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একমাত্র সংযমী পুরুষেই সম্ভবে, ব্রহ্মচারীতেই সম্ভবে। তাঁর বাগ্‌বিভূতি অতুলনীয়। এমন ভাবে এত বড় জনতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখা এক অভাবনীয় ব্যাপার। স্বামীজী তাহাই করিয়াছেন। নদীপ্রবাহের ন্যায় অনর্গল বাগ্‌ধারা নিঃসঙ্কোচে প্রবাহিত হইয়াছে, একটী শব্দের জন্য তাঁকে চিন্তা করিতে হয় নাই, একটী তথ্যের জন্য তাঁকে ক্ষণমাত্র থামিতে হয় নাই, সম্মুখে কোনও নোট নাই, তথ্য-স্মারক একটা কাগজের টুকরা পর্য্যন্ত নাই, অথচ চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত বরিশালবাসীকে তিনি সভাস্থলে

আটক করিয়া রাখিয়াছেন। যে আসিয়াছে, বক্তৃতা শেষ না হইতে সে আর উঠিতে পারে নাই। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বক্তৃতা শুনিতে বরিশাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কিসের বলে ইহা হইয়াছিল? স্বীকার করি, তাঁর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়,—দেশীয় ও বিদেশীয় জ্ঞানের এরূপ অগাধ ভাণ্ডার সচরাচর চক্ষে পড়ে না, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যই নহে; স্বীকার করি, তিনি সুবক্তা,—আমি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিপিন চন্দ্র পালের সহিত কত সময়ে বক্তৃতা করিয়াছি, আমিও বলিব, স্বামীজীর ন্যায় বক্তা দুর্লভ, অতি দুর্লভ, কিন্তু শুধু বাগ্মিতায়ই নহে; স্বীকার করি, স্বামীজীর কণ্ঠ মধুর এবং মর্ম্মভেদী, স্বামীজীর কণ্ঠ অভ্রচুম্বী এবং প্রাণস্পর্শী, কিন্তু শুধু অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সম্পদই নহে; স্বামীজী দেশ ও সমাজের প্রকৃত বেদনার স্থান বুঝিয়া কথা বলিয়াছেন, দরদের দরদী রক্তমোক্ষণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্যথার ব্যথী হইয়া তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। যে কথা আমরা বলিতে সাহসী হই নাই, প্রয়োজন বুঝিয়াও কণ্ঠসঙ্কোচ করিয়া গিয়াছি, অতিথি তিনি, সন্ন্যাসী তিনি, ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ তিনি, অযাচক তিনি, নির্ভয়ে তাহা বলিয়াছেন, অবনতিদশাগ্রস্ত জাতিকে উঠিবার, বাঁচিবার, মানুষ হইবার আশার ঝঙ্কার তিনি শ্রবণ করাইয়াছেন। তাই এই লোকবিস্ময়কর জনতা ততোধিক বিস্ময়কর নিস্তব্ধতার সহিত তাঁর কথা শুনিয়াছে,

বরিশালবাসী, শুনিয়াছ তাঁর বাণী, এখন মনন কর সেই বাণীর, ধ্যান কর, সঙ্কল্প গ্রহণ কর, অসংযমের স্রোতে আর অঙ্গ ভাসাইয়া চলিবে না। স্বামীজীকে যদি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে চাও, বরিশালবাসী, এই তাহা হইলে তোমার পথ।"

তৎপরে ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল, রায় বাহাদুর গণেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন,—

"একজন অযাচক সন্ন্যাসী আসিতেছেন শুনিয়া একটু কৌতূহলী হইয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিবার জন্য। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চাঁদার খাতার যন্ত্রণায় গৃহস্থ আজ অধীর! আর, সেই সময়ে এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, গৃহস্থকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়া আর বেকার কর্ম্মহীন অলস যুবকের চখের সামনে এক মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট যুগোপযোগী আদর্শ লইয়া। স্বামীজীর বক্তৃতাবলি মুগ্ধ শ্রবণে শুনিয়াছি আর প্রত্যেকটা অক্ষর-বিন্যাসের পশ্চাতে তাঁর স্বাবলম্বনের শক্তিই যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন সভ্রান্ত সুন্দর ভাষা, এমন তেজস্বী শব্দ-বিন্যাস এবং এমন বিচিত্র সাহিত্যিকতার দাবী খুব কম বক্তাই করিতে পারেন। তিনি দুর্নীতিপূর্ণ সমাজ-জীবনে সন্নীতিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন এবং তিনি অযাচক। (অযাচক বলিয়াই এত সাহস, এত নির্ভীকতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তি-

পরায়ণের পক্ষে এত সাহস অসম্ভব হইত। তিনি আলস্য-তন্দ্রিত যুবকদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক। তিনি আমাদের সকলের নমস্য এবং তাঁর সুদীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি।"

অতঃপর বরিশাল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র কর এক অভিনন্দন পাঠ করেন। তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হে মহাত্মন ! বহুদিন হইতেই আপনার বিরাট কর্ম্ম-শক্তির কথা লোকমুখে শুনিতে পাইতেছি। যখনই শুনিলাম, আপনি বরিশাল আসিবেন, তখন হইতেই দিন গুণিতে আরম্ভ করিলাম। যার সাথে দেখা হইল, তাকেই বলিলাম,—'বাংলার গৌরব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আসিতেছেন।' সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমরা আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আপনার বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, বরিশাল যতদিন থাকিবে, আপনার বক্তৃতার কথা ততদিন ঘরে ঘরে ঝঙ্কৃত হইবে; যুবক বন্ধুগণ ও মাতৃতুল্যা যুবতীগণ যখনই কুপথগমনেচ্ছু হইবেন, তখনই আপনার মন্ত্রতুল্য ব্রহ্মচর্য্য-পালনের আদেশ তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে গর্জ্জন করিবে। পরমুখাপেক্ষী দরিদ্রগণ যখনই নিজ ভাগ্যের উপর ধিক্কার প্রদান করিবেন, তখনই আপনার সেই অনশন ও অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট দেহ কর্তৃক

একশত বিঘা পার্ব্বত্য-ভূমির উপর আশ্রম ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কথা তাহাদের কর্ম্মশক্তিকে শত গুণে বাড়াইয়া তুলিবে। নৃত্যকারিণী ও তন্নৃত্যদর্শনকারীদের মন আপনার প্রতিবাদের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিবে। অপ্রিয় কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য শ্রবণে অনিচ্ছুক সিনেমার মালিকগণ ভাবিবেন যে, এরূপ স্বরূপানন্দ বরিশালে দ্বিতীয় বার যেন আর না আসেন। আর, ভগবদ্ভক্তগণ ভাবিবেন, স্বামীজী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া প্রতি বৎসর আমাদের পাষাণ-হৃদয় করুণায় বিগলিত করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—'মঙ্গলময়, তোমার যেরূপ আশীর্ব্বাদে সোনার গৌরাঙ্গ হরিনামের প্রবল বন্যায় দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রেমের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তোমার যেরূপ আশীর্ব্বাদে বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের কাছে আর্য্যধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ স্বামীজীর উপরে বর্ষিত কর, স্বামীজীকে দীর্ঘজীবন দান কর, স্বামীজীর কর্ম্মশক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত কর, স্বামীজীর অভিক্ষা-মন্ত্রে ভারতবাসীকে দীক্ষিত কর।"

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী বিনয়পূর্ণ ভাষায় এই সকল অভিনন্দন-বাণীর প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

বরিশাল হইতে শ্রীমৎ স্বামীজী যশোহর আসিলেন। সব-ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায়ের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন-হল ও বার-লাইব্রেরীতে ২৫শে ভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক আট দিন তিনি বক্তৃতা দিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ্ অফিসার শ্রীযুক্ত সুবোধ

চন্দ্র সেন স্বামীজীর ও তাঁহার সঙ্গীয় ব্রহ্মচারিদ্বয়ের আতিথ্য-সংকার্য্য করিলেন।

যশোহর হইতে শ্রীমৎ স্বরূপানন্দজী খুলনা শুভাগমন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় মোক্তারের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় আর্য্য-ধর্ম্মসভা-গৃহে ৩রা আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামীজী ধারাবাহিক আট দিন বক্তৃতা দিলেন। এত লোকসমাগম হইতে লাগিল যে, বলিবার নহে। মাত্র বৃষ্টির ভয়েই খোলা মাঠে নামিয়া সভার কার্য্য করা হইল না। এই ধারাবাহিক বক্তৃতার এক ফাঁকে ৯ই আশ্বিন তারিখে শ্রীশ্রীস্বামীজী দৌলতপুর কলেজে (হিন্দু একাডেমি) নীত হইলেন এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিলেন। যে হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল, বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বেই সেই হলে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে বাধ্য হইয়া হল পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এই সম্পর্কে দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম-এ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"Swami Swarupananda Paramhansa came to this College sometime before the last Pujah and delivered a lecture to the staff and students which was highly appreciated. I have also had the good fortune of going through some of the booklets written by the Swami on moral and religious themes and I believe that they can not but prove eminently useful to the youngmen of our country. He is a fine impressive speaker,

a forceful writer and is the master of an admirable style which by virtue of its ease and splendour arrests the mind and keeps it spell-bound from beginning to end. There is a stamp of saintly cheerfulness on the face of the Swami. His erect figure, bright looks and unostentatious habits perfectly reveal the pure and austere Brahmachari's life he leads while the force of his words and his confident manner unmistakably point to his moral and spiritual excellence. The Swami is out for preaching to the youths of Bengal a gospel of great practical utility and whoever will come in close and proper touch with his inspiring personality would undoubtedly profit by its ennobling influence and learn to lead a plain but noble and well-regulated life. One can hardly speak of him too highly as a most useful moral and spiritual teacher for the youths of our land in these days of moral laxity and a sceptic scornful attitude to religion." (9-12-36)

(বঙ্গানুবাদ)

"শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহোদয় বিগত পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে এই কলেজে আসিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকবর্গ ও ছাত্রগণকে সম্বোধিত করিয়া একটী ভাষণ দিয়াছিলেন। সকলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আমার নিজেরও স্বামিজী

কর্ত্তৃক নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে রচিত কতিপয় পুস্তিকা অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করি যে, এই সব পুস্তিকা আমাদের দেশের যুব-সম্প্রদায়ের বিশেষ কাজে লাগিবে। তিনি এক অসাধারণ প্রভাবশালী বক্তা, এক শক্তিমান্ লেখক এবং এমন এক অনবদ্য রচনাশৈলী বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, যে শৈলী ইহার সাবলীলগতি ও ওজস্বিতার জন্য মনকে মুগ্ধ করে এবং প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। স্বামিজীর মুখমণ্ডলে এক ঋষি-সুলভ উৎফুল্লতা অঙ্কিত আছে। তাঁহার দীর্ঘায়ত দেহযষ্টি, উজ্জ্বল চাহনি ও অনাড়ম্বর চলিবার অভ্যাস তাঁহার পবিত্র, তপস্বী ব্রহ্মচারীর জীবনের পরিচায়ক। অন্য দিকে তাঁহার শব্দাবলীর শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাস-সমন্বিত ভাব নির্ভুল ভাবে তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়। স্বামিজী বাংলার যুব-সমাজের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাস্তবোপযোগী উপদেশ-বাণী প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। যে-কেহ তাঁহার উৎসাহোদ্দীপনকারী ব্যক্তিত্বের যথোচিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবেন, তিনিই সন্দেহাতীত ভাবে তাঁহার মহত্ত্বোৎপাদক প্রভাব দ্বারা লাভবান্ হইবেন এবং এক সরল অথচ মহৎ সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করিতে শিখিবেন।

"বর্ত্তমান নৈতিক শিথিলতা ও ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ও সংশয়-সঙ্কুল মনোভাবের দিনে আমাদের দেশের যুবকদের পক্ষে তাঁহাকে একজন অতি উপকারী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক রূপে যে-কোন রূপ প্রশংসা করিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না।"

১১ আশ্বিন সন্ধ্যায় খুলনার বক্তৃতা সারিয়া রাত্রি ৮টায় স্বামীজী ঝালকাঠি রওনা হইলেন এবং ১২ ও ১৩ আশ্বিন ঝালকাঠি থাকিয়া সেখানে ও চাঁদকাঠিতে মোট তিনটী বক্তৃতা দিলেন।

১৪ই তারিখ অপরাহ্ণ চারিটায় বরিশাল পৌঁছিলেন স্থানীয় জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রোহিণী লাল রায় এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ সজ্জনগণ স্বামীজীকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলেন,—"Barisal receives you back with joy" (বরিশাল আপনাকে পুনরায় আনন্দের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া গ্রহণ করিতেছে।) সন্ধ্যা ৬টায় [হরিজন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আহূত সভায় স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অশ্বিনী কুমার দত্ত টাউন হলে "অস্পৃশ্য-উদ্ধার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বেই জমিদার শ্রীযুক্ত * * * স্বকীয় সমগ্র সম্পত্তি স্বামীজীর বরাবরে ভারতমঙ্গল কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এক প্রস্তাব করেন এবং সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন করেন। স্বামীজী বলেন,—এইরূপ প্রস্তাব আমার পক্ষে সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত।" কিন্তু তিনি এই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণ সম্পর্কে কোনও সম্মতি জ্ঞাপন করেন না। স্বামীজী অস্পৃশ্যতা বিদূরণের জন্য সংযম ও সচ্চরিত্রতার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়া আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীমৎ স্বামীজীর বক্তৃতান্তে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গুপ্ত মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন,—

"সমবেত মহিলাবর্গ এবং ভদ্রমহোদয়গণ, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্তের আদেশে আমি একটী পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। কার্য্যটী শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজীকে ধন্যবাদ প্রদান করা। কিন্তু আমি বক্তা নহি। এজন্য স্বভাবতই আমার মনে একটা

কর্ত্তৃক নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে রচিত কতিপয় পুস্তিকা অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করি যে, এই সব পুস্তিকা আমাদের দেশের যুব-সম্প্রদায়ের বিশেষ কাজে লাগিবে। তিনি এক অসাধারণ প্রভাবশালী বক্তা, এক শক্তিমান্ লেখক এবং এমন এক অনবদ্য রচনাশৈলী বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, যে শৈলী ইহার সাবলীলগতি ও ওজস্বিতার জন্য মনকে মুগ্ধ করে এবং প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। স্বামিজীর মুখমণ্ডলে এক ঋষি-সুলভ উৎফুল্লতা অঙ্কিত আছে। তাঁহার দীর্ঘায়ত দেহযষ্টি, উজ্জ্বল চাহনি ও অনাড়ম্বর চলিবার অভ্যাস তাঁহার পবিত্র, তপস্বী ব্রহ্মচারীর জীবনের পরিচায়ক। অন্য দিকে তাঁহার শব্দাবলীর শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাস-সমন্বিত ভাব নির্ভুল ভাবে তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়। স্বামিজী বাংলার যুব-সমাজের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাস্তবোপযোগী উপদেশ-বাণী প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। যে-কেহ তাঁহার উৎসাহোদ্দীপনকারী ব্যক্তিত্বের যথোচিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবেন, তিনিই সন্দেহাতীত ভাবে তাঁহার মহত্ত্বোৎপাদক প্রভাব দ্বারা লাভবান্ হইবেন এবং এক সরল অথচ মহৎ সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করিতে শিখিবেন।

"বর্ত্তমান নৈতিক শিথিলতা ও ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ও সংশয়-সঙ্কুল মনোভাবের দিনে আমাদের দেশের যুবকদের পক্ষে তাঁহাকে একজন অতি উপকারী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক রূপে যে-কোন রূপ প্রশংসা করিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না।"

১১ আশ্বিন সন্ধ্যায় খুলনার বক্তৃতা সারিয়া রাত্রি ৮টায় স্বামীজী ঝালকাঠি রওনা হইলেন এবং ১২ ও ১৩ আশ্বিন ঝালকাঠি থাকিয়া সেখানে ও চাঁদকাঠিতে মোট তিনটী বক্তৃতা দিলেন।

করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, স্থলবিশেষে জলে তেলে ত' মিশ খায়ই, জলে আর পাথরেও মিশ খায়।

"তারপরে দাঁড়াইলেন রায় বাহাদুর গণেশ চন্দ্র দাস, যিনি হিন্দু-সমাজের বুকের উপরে দাঁড়াইয়া হিন্দু-সমাজকে তীব্র শ্লেষ ও কষাঘাত করিতে অকুণ্ঠিত, যিনি নিজের পরিবার-মধ্যে পর্য্যন্ত বিধবার বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি। তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। আমাকে মানিতে হইল যে জলে, তেলে, পাথরে আর বাষ্পে স্থল-বিশেষে মিশ খায়।

"স্বামীজীর বক্তৃতা এইরূপ বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে কিরূপ সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভাবিয়া পুলকিত হইলাম। বাস্তবিকই বরিশালে আসিয়া ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ সকল প্রকার বিরুদ্ধভাবাপন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে যুগপৎ জয় করিতে পারেন নাই। প্রকৃত মহাপুরুষেরা সকল ভেদবিসম্বাদের অতীত,—স্বামীজীর আগমনে বরিশাল যথার্থ মহাপুরুষের পাদস্পর্শ করিল।

"বন্ধুগণ এবং জননীগণ, আজ স্বামীজীকে ধন্যবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি আপনাদের নিকট সেই বিদায়াভিনন্দনের দিনের অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনা করিয়াই যথেষ্ট হইল বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। স্বামীজী আমাদের আপন হইয়াছেন এবং আশা করি, চিরকালই তিনি বরিশাল পুনঃ পুনঃ আগমন করিবেন।

"স্বামীজীই বলিয়াছেন, হিন্দু-সমাজ যুগে যুগে যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে,—আজ যেন আমরা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হই।"

সেই রাত্রেই শ্রীশ্রীস্বামীজী চাঁদপুর রওনা হইলেন। চাঁদপুরের

উদ্যোগী কর্ম্মী ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র শূর এম-বি, মহাশয় ফেণী হইতে স্বামীজীর পরিকল্পিত "চিত্রময়ী প্রদর্শনী"র ছবিগুলি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি স্বামীজীর আগমন-প্রতীক্ষায় স্থানীয় কালীবাড়ীর নবনির্ম্মিত প্রশস্ত নাট-মন্দিরে ৪ঠা আশ্বিন হইতে ১৪ই আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৫ই আশ্বিন অপরাহ্নে চারিটার সময়ে স্বামীজী চাঁদপুর পৌছিলেন এবং সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে চাঁদপুরবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু এক অভিনন্দন পাঠ করিবার পরে স্বামীজী বক্তৃতারম্ভ করিলেন। চাঁদপুরে স্বামীজী আরও আসিয়াছেন এবং বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রত্যেক বারই অভাবনীয় লোকসমাগম হইয়াছে কিন্তু জনসাধারণের এইবারকার উৎসাহের যেন সীমা ছিল না। ধারাবাহিক ৭।৮ দিন বক্তৃতা চলিবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তৃতীয় দিবসের বক্তৃতারম্ভের সময়েই পুপুনকী আশ্রম হইতে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া ঐ দিনের বক্তৃতা সমাপন করিয়া তিনি সেই রাত্রেই কলিকাতা রওনা হইলেন।

উপসংহার

শ্রীমৎ নাড়ুগোপাল ব্রহ্মচারী এই পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াই লেখনী সম্বরণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার আমরাও এইখানেই সমাপ্তি রাখিলাম। তৃতীয় সংস্করণে ইহার কলেবর-বৃদ্ধির আশা রাখি। "অখণ্ড-সংহিতা" প্রথম হইতে ত্রয়োবিংশ বা চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে চরিত্র-আন্দোলনের উদ্বোধক ও চিত্তাকর্ষক যে যে বিষয় বা প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সেই সেই বিষয়ের তথ্য আমাদের হস্তগত হইলে তাহা সংযোজন করিয়া দিবার পবিত্র অভিপ্রায় অন্তরে আমরা পোষণ করি।

(সমাপ্ত)